

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-মহা-ভেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাক্তরভাষ্য-সমেতা ।

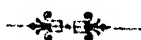
(প্রথম ভাগ)

হামহোপাধ্যায়

সংগৃহীত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত ।



স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত ।

লোটিস্ লাইব্রেরী,

২৮/১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সন ১৩২৯ সাল ।

[All rights reserved.]

{ মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১/১
সাধারণ-পক্ষে—১০/০

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকাস্তুর্গতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাকর-ভাষ্যসমেতা ।

শীক্ষাবলী ।

প্রথমোহনুবাকঃ ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যশাজ্জাতং জগৎ সৰ্বং যশ্মিন্বেব বিলীয়তে ।

যেনেদং ধার্ষ্যতে তৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥

যৈরিমে গুরুভিঃ পূৰ্ণং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।

ব্যাখ্যাতাঃ সৰ্বদোস্তান্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়ক-সাস্ত্র মত্যাচার্য্যপ্রসাদতঃ ।

বিম্পষ্টার্থরচীনাং হি ব্যাখ্যায়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

অফলাচ্চলন । এই জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ববর্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সৰ্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিম্পষ্ট ব্যাখ্যায় রুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাস্ত্রের সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ।

‘আভ্যাসভাষ্যম্ । নিত্যান্তধিপতানি কৰ্ম্মাণ্যুপাত্তহুরিৎ
কৰ্ম্মার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাঃ পূৰ্ণম্বিন্ গ্রহে । ইদানীং কৰ্ম্মোপাদান
পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তুত । (১)

কৰ্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্তকত্বাৎ । আগ্রকামানাং হি কামাভাবে স্বাশ্র-
ন্যবস্থানাং প্রবৃত্ত্যুপপত্তিঃ । আশ্রকামত্বে চাপ্তকামতা । আশ্রা চ ব্রহ্ম ;
তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিঃ বক্ষ্যতি । অতোহবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাশ্রন্যবস্থানাং পর
প্রাপ্তিঃ, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে,” “এতমানন্দময়মাশ্রানমুপসংক্রামতি”
ইত্যাদিঃ । কাম্যপ্রতিবিদ্যায়োরনারজ্যাদ্ আরক্য চোপভোগেন কৰ্ম্মাৎ
নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াতাবাদযত্নত এব স্বাশ্রন্যবস্থানাং মোক্ষঃ । ১

অথবা, নিরতিশয়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যাঃ কৰ্ম্মহেতুত্বাৎ কৰ্ম্মভ্য এব
মোক্ষ ইতি চেৎ, ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । অনেকানি হি আরক্যফলানি অনারক-
ফলানি চানেকজন্মান্তররুতানি বিরুদ্ধফলানি কৰ্ম্মাণি সম্ভবন্তি । অতন্তেষ্বনারক-
ফলানামেকম্বিন্ জন্মানি উপভোগেন কৰ্ম্মাসম্পাদ্য শেষকৰ্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-
রন্তোপপত্তিঃ, কৰ্ম্মশেষসম্প্রাপ্তিসিদ্ধিঃ ; “তদ্ব ইহ রমণীয়চরণাঃ” । “ততঃ
শেষেণ” ইত্যাদিঃ প্রতিশ্রুতিশ্রুতিভেদাঃ । ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারজ্যানাং কৰ্ম্মার্থানি নিত্যানীতি চেৎ ; ন ; অকরণে
প্রত্যবায়শ্রবণাৎ । প্রত্যবায়শব্দো হনিষ্টবিষয়ঃ । নিত্যাকরণনিমিত্তস্ত
প্রত্যবায়স্ত দুঃখরূপস্তাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ
ন অনৌক্যফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি । যদি নাম অনারকফল-কৰ্ম্মকৰ্ম্মার্থানি নিত্যানি
কৰ্ম্মাণি, তথাপ্যন্তরমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্, বিরোধাত্বাৎ । ন হিষ্টফলস্য

(১) কৰ্ম্মবিচারেইপৰোপনিষদো প্রত্যাখ্যাতপনিষৎগয়োজনস্ত নিঃশেষস্ত কৰ্ম্মভা এব
সম্ভবাৎ পুণ্যব্যাখ্যায়ন্তো ন বৃত্ত ইত্যাক্ষয়শব্দেনেতৎ কৰ্ম্মকাণ্ডংবাহ নিত্যানীতি । “অধাতে
ধর্ম্মজিহ্বাসা” ইতি জৈমিনিয়া ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্ত্যবচরস্ত পশুদন্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থ-
মিত্যর্থঃ । তানি চ কৰ্ম্মাণি সঙ্কিতহুরিতকৰ্ম্মার্থানি “ধর্ম্মেণ পাপমপবুদতি” ইতি শ্রুতেঃ, ন
নিঃশেষসার্থানি । ন কেবলং জীবতোহবশ্যকস্তথানার্থিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ । ন
তান্যপি নিঃশেষসার্থানি : “স্বর্গকামঃ” “পশুকামঃ” ইত্যাদিঃ “মোক্ষকামোহদঃ কুখ্যঃ”
ইত্যশ্রবণাৎ । অতঃ সংসার এব কৰ্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ ।

কৰ্ম্মকাণ্ডার্থমুক্তা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ —ইদানীমিতি । বর্ধণমুপাদানেঃপুষ্ঠানে যো
হেতুঃ তদ্বিবৃত্তার্থং ব্রহ্মবিদ্যাম্বিন্ গ্রহে আরভাতে, অতঃ সনিদান-কৰ্ম্মোপাদানার্থঃ। উপনিষদঃ
কৰ্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতাব্যমিত্যর্থঃ । ইতি আনন্দ জ্ঞানকৃতা টীকা ।

কৰ্মণঃ শুদ্ধরূপস্মিতিৈর্বিবোধ উপপত্ততে । ঙ্কারত্বয়োহি বিরোধো
বৃত্তঃ । ৩

ন চ কৰ্মহেতুনাং কামানাং জানতাং নিবৃত্তাসম্ভবাদশেষকৰ্মক্ষয়োপ-
পত্তিঃ । অনাস্মদবিদে' হি কামঃ, অনাস্মদকলবিষয়ত্বাৎ । স্মাদ্ভিনি চ কামাসু-
পপত্তিঃ, নিত্যাপ্রাপ্তত্বাৎ । স্বয়ংকায়াদি পুংসং ব্রহ্মত্বাস্তম্ । নিত্যানাং কাকরণম-
তাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি । অতঃপূৰ্ব্বোপচিৎসূরতে-ন্যঃ প্রাপ্য-
মাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষ্যমিতি শত্ৰুপ্রত্যয়স্য নাসুপ-
পত্তিঃ—“অকুর্স্বনু বিহিতং কৰ্ম” ইতি । অন্যথা হি অভাবাত্তাবোৎপত্তিরিতি
সৰ্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি । অতোহবৃত্ততঃ স্মাদ্ভিন্যাবস্থানমিত্যনুপপন্নম্ । ৪

ষট্চোক্তং নিরতিশয়প্ৰীতে: স্বর্গশব্দবাচ্যায়া: কাম্যনিমিত্তত্বাৎ স্মাদ্ভিনি এক এব
মোক্শ ইতি, তন্ন ; নিত্যত্বান্মোক্শস্ত । ন হি নিত্যং কিঞ্চিদাবৃত্ততে ।
লোকে যদারম্ভম্, তদনিঃশ্রুতিমিত্যভি ; অতঃ ন কাম্যভ্যো মোক্ষঃ । বিজ্ঞানসি-
তানাং কৰ্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ ; ন ; বিরোধাত্ । নিত্যকারভ্যত
ইতি বিরুদ্ধম্ । ৫

যদ্বি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাতাবগ্নিত্যেত্যাৰ্প মোক্ষ আৰম্ভ
এবেতি চেৎ ; ন ; মোক্ষস্ত ভাবরূপত্বাৎ । প্রধ্বংসাতাবোৎপাদ্যভ্যত ইতি ন
সম্ভবতি ; অভাবস্য বিশেষাতাবাধিকল্পমাত্মমতৎ । ভাবপ্রতিষেধা হতাবঃ ।
যথা হ্যভিন্নোহৰ্প ভাবো খটপটাদিভিক্ৰিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—খটভাবঃ পটভাব
ইতি, এবং নিরুপাধিভেদোহপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদৃ দব্যাদিবদিকল্পতে । ন হি
অভাব উৎপাদিবদিশেষণসহতাবা । বিশেষণবধে ভাব এব স্তাবৎ । ৬

বিদ্যা-কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃ নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কৰ্ম্মসম্ভবানজনিত-মোক্শনিত্যত্বমিতি চেৎ,
ন ; গঙ্গাস্রোতোবৎ কৰ্ত্তৃত্বস্য দুঃস্বরূপত্বাৎ, কৰ্ত্তৃত্বোপপন্নম্ চ মোক্ষবিচ্ছেদাত্ ।
তস্মাদবিজ্ঞানকামকৰ্ম্মোপাদানহেতুনিঃশ্রোতৌ স্মাদ্ভিন্যাবস্থানং মোক্ষ ইতি । স্বয়-
ংকায়াদি ব্রহ্ম ; তদ্বিজ্ঞানাদবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি ; অতঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থোপনিষদারম্ভতে ।
উপনিষদিত্তি বিজ্ঞোচ্যতে । তদ্যালিনাং গৰ্ভজগজ্জাদিনিশ্চিন্তনাং, তদব-
সাদনাং ব্রহ্মণ উপনিগম্যাহত্বাৎ, উপনিষদঃ বা অন্তঃ পরং প্রেম হতি ।
তদৰ্থত্বাদ্ গ্রন্থোহুপনিষদ্ ॥

আভাসভাস্যানুলাদ । সাক্ষিত পাঁপ বিশ্বাস করাই, যে সমুদয়
কৰ্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কৰ্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কন্তব্য
রূপে বিহিত কাম্য কৰ্ম্ম সমুদয় পুরুষগণে অর্থাৎ জৈমিনিব্রহ্মত্ব কৰ্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিজ্ঞা বা কামনার নিবৃত্তির নিষিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু ; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আশু কাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয় ; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পূর্ণ হইলেই আশু-কাম স্ব সিদ্ধ হয় ; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিজ্ঞাননিবৃত্তির পর যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাই ক্রতীকৃত ‘পরপ্রাপ্তি’ বৃত্তিতে হইবে ; কারণ, ঋতিতে আছে—‘সর্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,’ ‘তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারম্ভ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।^১ অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বলি, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

(১) তাৎপর্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ব্বসীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও সীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা বাইতে পারে, তখন ইহার অল্প পৃথক্ বাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা আপনমনের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ‘নিত্যানি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উচ্চাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য ; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ক্ষয় ; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে “স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ‘মোক্ষকামঃ অসূকং কর্ম্ম কুধ্যাৎ’ এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই ; সুতরাং বুঝা বাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষিদ্ধভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী ; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের বাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গভীর্ণ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ ; এবং কক্ষটি যখন তৎপাশ্বে নিদান : তখন কক্ষ হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে ? না, কক্ষের অনেকই হেতুই সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কক্ষই ত বিদ্যমান আছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি আনন্দফলক বাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি অনারক্ষফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,— সঞ্চিত রহিয়াছে) ; সেই সকল কক্ষের ফল ত স্বভাবতই পাম্পর বিরোধী । এই কারণেই, যে সমুদয় কক্ষ অনারক্ষফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কক্ষের ফলোপভোগ করা একটু লজ্জা সত্ত্বা হয় না ; সুতরাং অল্পপুঙ্ক্ত অবশিষ্ট কক্ষের ফলোপভোগ পুনর্বার শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় । ‘যাহারা এখানে রমণীয় কক্ষের অচ্ছান করে, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় ’ ‘ভুক্তাবশিষ্ট কক্ষান্তসারে [লক্ষ লাভ করে ’ ইত্যাদি শত শত প্রতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কক্ষ-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । ১২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারক্ষ কক্ষ সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কক্ষের উদ্দেশ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না : কেন না, নিত্যকক্ষের অকরণে প্রত্যাব্যবোধক প্রতি রহিয়াছে : প্রত্যাব্য শব্দটি অনিষ্টার্থবোধক ; অতএব নিত্যকক্ষের অকরণে যে, ‘দাবী দুঃখ’ সত্ত্বাবনা, সেই সত্ত্বাবিত্ত দাবী দুঃখাত্মক প্রত্যাব্যয়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকক্ষ সমূহ পীড়িত হইয়া থাকে ; সুতরাং অনারক্ষফলক কক্ষের ক্ষয়-সাধনঃ উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না । পক্ষান্তরে অনারক্ষফলক কক্ষের ক্ষয় করা ই যদি নিত্যকক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকক্ষে অশুদ্ধ পাপ কক্ষেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কক্ষের ক্ষয় করিতে পারে না ; কেন না, শুদ্ধ কক্ষের সহিত নিত্যকক্ষের কোনই বিরোধ নাই । বস্তুতঃ ইষ্টফলজনক কক্ষমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক) : সুতরাং নিত্যকক্ষের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না ; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কক্ষের মধ্যেই বিরোধ থাকা নুজ্জিগুজ্জ । ১৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কক্ষপ্রবৃত্তির মূল কারণ ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব ; তখন নিঃশেষরূপে কক্ষ-ক্ষয় ত হইতেই পারে না । আত্মতিরিক্ত ফলঃ যখন কামনার দিয়, তখন কাম বা কামনা অনাশ্রয় পুরুষেরই ধর্ম (আত্মজ্ঞের ন্যে) । বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত, তখন তদ্বিবয়ে কামনা হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্মের অকরণ বা অনন্তুতান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্বসঞ্চিত দুষ্কর্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্কন্' ইত্যাদি বচনে যে, শত্ৰুপ্রত্যয় আছে, তাহারও অমুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনারাসে যে, স্বরূপাবস্থার, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। ৪

আরও যে, বলিয়াছে—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্বাধিক আনন্দ ; কন্দই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কন্দ্যারকই বটে, অর্থাৎ কন্দ দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; গুণতে বাহ্য কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কন্দ্যারক হইতে পারে না। যদি বল, বিজ্ঞা-সহযোগে অল্পাধিত কন্দ সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ; না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ৫

(১) তাৎপৰ্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুহুম বা বজ্রাপ্ত হইতেও অনেক কাহ্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পাবে না। অভাবও অসৎপদার্থ, সুতরাং নিত্যকর্মের অকরণ বা অনন্তুতান্যতাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কাহ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রিহঃ নিত্যকর্মের অমুতান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রযুক্তি হইতেছে। এতরূপ পাপপ্রযুক্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই “অকুর্কন্ বিত্তিং কন্দ” ইত্যাদি বচনে ‘শত্ৰু’ প্রত্যয় (‘অকুর্কন্ পদে’) প্রযুক্ত হইতেছে। শত্ৰুপ্রত্যয়টি লক্ষণ বা পরিচায়ক যথাক্রমে হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] বাহ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি ? না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, [আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ] ; সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১) । তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না ; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষ্য নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে । অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিষোধী অর্থাৎ ভাববস্তুর সাপেক্ষ । যেমন ভাব বা সত্য পদার্থটী স্বরূপগতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়, থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্য), ও পট-ভাব (পটের সত্য) ইত্যাদি ; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপগতঃ বিশেষ্যরহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্কিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে । উৎপন্ন বা স্রষ্টা পদ্ধতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না ; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ঃ ভাব বস্তুরূপে পরিপণিত হইত । ৬

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্মসমূহের অনুরূপতা আয়া যখন নিত্য, তখন তদ-

(১) ভাবার্থ—পূর্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম ধ্বংস বা ধ্বংস । সেহ ধ্বংস উৎপন্ন হয় ঘটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্তমান থাকে । এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে ; তাহা হইলে শু অন্ত কোন দোষই ঘটে না । তদুত্তরে ভাষ্যকার বাললেন যে, না সে কথা হইতে পারে না ; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তা, তাহার সত্তা কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না । কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব । ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না । ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইটাই অব্যক্তিদ্বারা নিরূপ । অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই । কাজেই মোক্ষকে ভাবার্থে বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ।

ସୃଷ୍ଟିତ ବିଦ୍ୟା ଓ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋକ୍ତେର ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ହୁଏତେ ପାରେ ; ନା, ତାହା ହୁଏତେ ପାରେ ନା ; କେନ ନା, ଗନ୍ଧାଦ୍ରୋତର ଗ୍ରାସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଦୁର୍ନିରୂପଣୀୟ ; ଗନ୍ଧାଦ୍ରୋତର ଆଦ୍ୟକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଯୋକ୍ତେର କାରଣ ହୁଏତ, ତାହା ହୁଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିରୂପଣ-ଯୋକ୍ତେର ନିରୂପଣ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଅବଶ୍ୟକ ହୁଏତ । ଅତଏବ ବଳିତେ ହୁଏତେ ଯେ, ଅବିଚ୍ଛାଦିତ କାମନା ଓ କର୍ମର ଉପାଦାନ କାରଣ ଅବିଚ୍ଛାର ନିରୂପଣ ଯେ, ସ-ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତି, ତାହାହିଁ ସର୍ବାର୍ଥ ଯୋକ୍ତ । ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାହି ବ୍ରହ୍ମ ; ତଦ୍ବିଷୟେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତେ ଅବିଚ୍ଛାର ନିରୂପଣ ହୁଏ । ଏହି କାରଣେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ନିରୂପଣାର୍ଥ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏତେ । ‘ଉପନିଷଦ୍’ ଶବ୍ଦେ ବିଦ୍ୟା ବୁଝାଏ । ଯେ ହେତୁ ଉପନିଷଦ୍ ସ୍ୱସେବକର୍ମିଣୋଽପି ଗର୍ଭବାସ, ଶ୍ରମ ଓ ଜରାଦି ସାତନା ଅପରାଧ କରେ, ଅଥବା ସେ ସମୁଦୟକେ ଅବସନ୍ନ କରେ, କିଂବା ଜୀବକେ ବ୍ରହ୍ମର ନିକଟେ ଲୁହାଏ ସାମ୍ନା, ଅଥବା ପରମ ଶ୍ରେୟଃ (ମୁକ୍ତି) ଇହାତେ ସନ୍ନିହିତ ରହିଯାଏ ; [ଏହି କାରଣେ ଉପନିଷଦ୍ ଶବ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ।] ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସେହି ଅର୍ଥେରହି ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ଏହି ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଉପନିଷଦ୍ ନାମେ ଅଭିହିତ ହୁଏତେ ॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্যমা ।
 শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো
 ব্রহ্মণে । নমস্তে বায়ো । স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । স্বামেব
 প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি । ঋতং বদিষ্যামি । সত্যং বদি-
 ষ্যামি । তন্মামবতু তবক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু
 বক্তারম্ ॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীকাধায়ে প্রথমোহিনুবাকঃ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ । মিত্রঃ (দিবসোভিমানী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ)
 ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যোভিমানিনী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং ভবতু; অর্যমা (চক্ষুর-
 ভিমানিনী দেবতা) নঃ (অশ্বাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু । ইন্দ্রঃ (বলোভি-
 মানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (গণবুদ্ধ্যোভিমানিনী দেবতা) নঃ শং ভবতু ।
 উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদোভিমানিনী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু] । ব্রহ্মণে
 (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ । হে বায়ো, তে প্রত্যক্ষায় তুভ্যং)
 নমঃ । [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্মায়ুশ্চাক্ষাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে] ।
 [হে বায়ো, যতঃ] স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম আসি, [তস্মৈ] ত্বাম্ এষ প্রত্যক্ষং
 ব্রহ্ম বদিষ্যামি ; ঋতং (যথার্থত্বং) বুদ্ধৌ স্থানান্ততঃ ত্বাম্ এষ, বদিষ্যামি ;
 সত্যং (সত্যস্বরূপং স্বামেব বদিষ্যামি । ত্বং (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম)
 মাম্ (বদ্যার্বিনং) অবতু (বদ্যাসংযোগেনৈব পালয়তু) ; ত্বং (বায়ুরূপং
 ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্যম্) অবতু (বিত্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু) ।
 অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ । ইতি পুনঃপ্রদানমাদরার্থম্ । শান্তিঃ (আধ্যা-
 ত্মিকবিয়-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিয়-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ
 (আধিভৌতিকবিয়-প্রশমনার্থা) ইতি ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ । দিবসোভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমা-
 দিগের কল্যাণকর হউন ; রাত্রিব দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর
 হউন ; চক্ষুর দেবতা অর্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন ; বলের দেবতা
 ইন্দ্র ও গণ বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সম্বলকর হউন ।

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন । ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উত্তেজিত নমস্কার । হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব । বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় স্থানিষ্ট হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সুতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব । সেই সর্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিজ্ঞার্থী আগাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্বক রক্ষা করুন । আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ ‘অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্’ কথাটির পুনরুক্তি করা হইয়াছে । বিভালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্ত তিনবার ‘শাস্তি’ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাম্ব্যাক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাস্তি-ব্রহ্মাত্মক । শং সুখং প্রাণবৃন্তেরুচ্চাভিনানী দেবতায়া মিত্রঃ নঃ অগ্ন্যকং ভবতু । তথৈব অপানবৃন্তেঃ রাত্রেষ্টাভিনানী দেবতায়া বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিনানী অর্য্যমা ; বসে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োঃ ভিনানী ; এবমায়া অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ; ভবত্বিত্তি সর্বত্রাণুধনঃ । তাস্মৈ হি সুখকুংসু বিজ্ঞাশ্রবণধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে -- শং না ভবত্বিত্তি । ১

বন্ধবিজ্ঞাবিবিদিশণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞোপসর্গশাস্ত্রার্থে ক্রিয়েতে সর্গক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ । ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহীত্যাৎ, কৰোমীতি বাক্যশেষঃ । নমঃ তে ভূত্যাং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাত্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে । ২

কিঞ্চ, তমেব চক্ষুরাদ্যাপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিহিতং ব্যবহৃতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি । ঋতং যথাসাধনং যথাকর্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং তদধীনত্বাৎ তমেব বদিস্যামি । সুগামিত্তি স এব বাক্যাত্যাং সম্পাদমানঃ । সোহপি তদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি তমেব সত্যং

বদ্বিষ্যামি । তৎ সঙ্কায়কং বায়ুধ্বং ব্রহ্ম মধৈবৎ স্তভং সৎ বিজ্ঞার্চিনং মাম্-
অবতু বিজ্ঞাসংযোজনেন । তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বজ্রসামর্থ্যসংযো-
জনেন অবতু । অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্কচনমাদরার্থম্ । শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রিকচনম্ আধ্যাত্মিকাবিত্তোক্তিকারিদৈবকানাং বিজ্ঞা-
প্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমাহুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ । প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিব্যের
অভিমানী দেবতারূপী মিএ আমাদিগের সুধাবহ হউন । সেইরূপ অপান-
বৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতা-
রূপী অর্য্যমা ; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি
এবং উরুক্রম—বর্ষাঋণপাদ-বক্ষেপসম্পন্ন অর্ষাং পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতা-
রূপী বিষ্ণু, এবংএই প্রকার আরও যে সমুদয় অগ্ন্যায়দেবতা আছেন, তাহারাও
আমাদের সুধকর [হউন] । প্রতির 'অবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটির সকল
বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে । সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুধাবধায়ক হইলে,
বিজ্ঞাপ্রবণ এবং বিজ্ঞা ও তদর্ষ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন
হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুধাবধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—“শং নো
ভবতু” ইতি । ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিজ্ঞানাভি সঙ্কল্পিত বিদ্ব-
প্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন কাৰ্য্য অবশ্য করণীয় ;
কেন না, সমস্ত ক্রিয়াক্রফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন ; অতএব তৎকালে
নমস্কার ও ব্রহ্মবন্দন ক্রিয়া সমুপস্থিত হইতেছে । এখানে এক অর্ঘ—বায়ু,
সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি । ‘ক’রতেছি’ (‘করোমি’)
কথাটা মূলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার
করিতেছি । এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও প্রোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে
অভিহিত করা হইয়াছে । ২

অপিচ, যেহেতু কৃষি চক্ষুঃপ্রভৃতি হ্রদ্রিয়াপেক্ষায় বায়ু (বহিঃস্থিত) ও অব্যব-
হিত (নিকটবর্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপ; সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১) । ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্তব্যানুসারে বাহ্য নান্দ্রতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চারণ করিব । সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে ; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় । সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২) । সেই সর্বাঙ্গিক বায়ুনাশক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিজ্ঞাভিলাষী আত্মাকে (শিষ্যকে) বিজ্ঞা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন , এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিজ্ঞাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন । ‘আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন’ এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা । বিজ্ঞালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকারে সম্ভাব্য বস্তু বিষয় প্রশমনাধিপ্রায়ে ‘শাস্তি’ শব্দটি তিনবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩ , ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌষারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দদৃক্ষুরাহ—তমেব রাজেতি তথা হার্দন্ত ব্রহ্মণো দ্বারপং প্রাণং হাদিৎ ব্রহ্ম দদৃক্ষুরাহ—“তামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিব্যামি” ইতি । (অনন্দগিরি টীকা) ।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক যেরূপ রাজার দৌষারিককে (দ্বারপালকে) “তুমিই রাজা এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ।

(২) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও বাহ্য বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কার্যিক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথায়থরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইতেছে ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মণ অখ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মণ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে ‘অনুশাং’ নামটি পরিচ্ছেদ স্থলবর্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অনুবাকঃ।

অভাষ ভাষ্যম্। অর্গজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যন্তো-
পরমো যা তুদ্বিতি শীক্ষাধায় আরভতে—

অভাষ ভাষ্যানুবাদ অর্থ-বোধঃ উপনিষদের প্রধান
বিষয় ; এই কারণে উপনিষৎ গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে,
তাহা ঘাঘাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধায় আরম্ভ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাত্মনঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম
সন্তানঃ। ইত্যন্তঃ শীক্ষাধায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পক্ষ ॥]

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সংস্কৃতভাষ্যঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রদানম্বেহপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানা-
পেক্ষাপ্যন্ত্যতি জ্ঞা যিতুমাহ—“শীক্ষাম্” ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষাতে বর্ণাদ্যা-
চারণং যয়, সা শিক্ষা, তাং, অর্থঃ। শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিষ্টৈব
শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাসামঃ (ব্যক্তং কথায়াম্যামঃ)। [তদ
শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা
(ব্রহ্মদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে গণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম। সমতা, তুল্য-
রূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ সন্ততিঃ ‘নয়তক্রমং পদং বাক্যং বা’, ইতি
(‘ইতি’ শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধায়ঃ (শীক্ষা অদীয়তে অনেন ইতি
শীক্ষাধায়ঃ) উক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে দ্বিতীয়ানুবাক প্যথা ॥ ২ ॥

(১) ভাষ্যপথঃ—বেদের বে ৩৪টি অঙ্ক শিক্ষাই আছে। ‘শিক্ষা’ তাহাদের অঙ্কতম।
শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে
‘শীক্ষা’ শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবহারই বুঝনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে
বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ হইবে। বৈদিক সন্থাদিতে অনেক প্রকার স্বর
প্রযোজ্য হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অধুদাত্ত, ও সরিৎ।
তদ্ব্যতীত উচ্চৈষং উদাত্ত, মুহুর্ভয়ে অধুদাত্ত, এবং তদুভয়ের মধ্যবর্তী স্বর ‘সার্বৎ’ নামে প্রসিদ্ধ।
মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, একমাত্রা শুধু ব্রহ্মোহিনীমাত্রা দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিধাতু

মূলোন্মুদাদ । অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব । [শিক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ । শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শিক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা ।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত, সরিৎ, প্রভৃতি ; মাত্রা অর্থ—ব্রহ্মদীর্ঘ প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রয়ত্ন বা চেষ্টা) ; সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য ; এই কয়টি বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শীক্ষব্র-ভাষ্যম্ । শীক্ষা শিক্ষাতেহনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্ ; শিক্ষন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ । শিষ্টৈব শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্ ; তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্তামঃ বিস্পষ্টম্ । আ সমস্তাং প্রকথয়িষ্যামঃ । চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টম্ ব্যাঙপূর্বস্য ব্যক্তবাক্-কৰ্ম্মণ এতদ্রূপম্ । তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ । স্বরঃ উদাত্তাদিঃ । মাত্রা ব্রহ্মাদ্যাঃ । বলঃ প্রয়ত্নবিশেষঃ । সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্তোচ্চারণং সমতা । সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতোত্যর্থঃ । এবং শিক্ষিত-ব্যোহর্থঃ শিক্ষা যন্ত্রিম্নধ্যায়ে, সোহয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ । উক্ত ইতুপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় ; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা । শিক্ষা ও শীক্ষা একই ; ছন্দোহনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১) । সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

মুতো জ্যেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দুমাত্রকম্ ॥” অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, মূত স্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ এক মাত্রা বলিয়া গণ্য । দূরবর্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করারিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ মূত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটির দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম ; (২) ব্রহ্ম দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম । তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাবার সঙ্গে বৈদিক ভাবার পার্থক্য ঘটে ; ইহা সকলেই জানে । ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়মক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্বতোভাবে বর্ণনা করিব। “ব্যাখ্যাগামঃ” পদটি বি+আঙ্, পূর্বক চক্ষিঙ্, ধাতুর স্থানে খ্যাঙ্, আদেশে নিপন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টি—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সরিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শিক্ষার কথা আছে, তাহা শিক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শিক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জ্ঞাপনায় এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অমুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

চলও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেহ ছন্দোন্নয়নের জন্য আবশ্যক যে এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ দুই স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়, শুভরাস দ্বিতীয় অর্ধটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে।

(*) ভাংপার্থ্য—যদিও একবিজ্ঞায়ক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দার্থ অনুবাদ হউক ও যদিও শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে অন্ত্য আবশ্যিক; কাবণ, মজ্জিক নিয়ম এখানে প্রতিপালনীয়। কাবণ বলিয়াছেন—“মন্ত্ৰো হীনঃ স্বরভো বর্ণভো বা নিখ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমেতি।। স বা বজ্জো যজমানঃ হিন্তো যথেন্দ্রক্ৰঃ স্বরভোতপরাধাঃ।” অর্থাৎমন্ত্ৰ যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উহা কঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্ৰ কখনও উগযুক্ত ফলপ্রদান করে না। উহার উদাত্ত রণ—‘ইন্দ্র-ক্ৰ’ এই শব্দটি স্বরহীন হওয়ায় কৰ্ণের অভিপ্রেত ফল ত হইল না, বরং সেই শব্দই বজ্জের মায় যজমান অস্তবশগের দ্বিনষ্ট করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উগাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি বাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তাবিশেষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

তৃতীয়োহনুবাকঃ।

সহ নো যশঃ। সহ নো ব্রহ্মবর্চসম্। অথাৎ: সং-
হিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যা স্তামঃ। পঞ্চম্বিকরণেষু। অধিলোক-
মধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা
ইত্যচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী। পূর্বরূপম্।
দ্যৌঃস্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধি-
লোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদকং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং
মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—“সহ নো” ইত্যাদিনা। নো (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ)
সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্তিঃ) [ভূয়ঃ]; নো
(আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়ঃ] ॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রহাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ
সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং
(লোকেণ অধি), তথা অধিজ্যোতিষং (জ্যোতিষমধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং
(বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যায়ং
(আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চম্বিকরণেষু বিষয়ে সংহি-
তায়োঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্তামঃ। তাঃ (এতাঃ
পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাৎ]
মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং)
অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী
পূর্বরূপং (সংহিতায়োঃ প্রথমেহঙ্করে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ
(অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাঙ্করে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্তব্য);
আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়ো মধ্যমেহঙ্করে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ
(জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূৰ্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ,
পূর্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্তব্য), ইতি (এবংপ্রকারং)
অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুসন্ধান । [এমন সংহিতোপনিষদঃ অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে] । আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাক্রমেণ কাক্তি, এবং আমার অধ্যয়নজনিত কাক্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণাতেজঃ তুল্যরূপে প্রতিভা হউক

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধি লোক ও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাঙ্কি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচায়া প্রভৃতি বিজ্ঞা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাংশ, এই পাঁচটা বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব । এই পাঁচটা বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অগ্র লোকাধিকারে উপনিষদ বলা হইতেছে । 'সংহিতা'র প্রথমাকরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অঙ্করে তালোদৃষ্টি, মধ্যমাকরে আকাশ দৃষ্টি এবং উতাদের পরস্পর সম্বন্ধেত বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে । এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্ । অথুনা সংহিতোপনিষদ্যতে । তত্র সংহিতা-
দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নৌ আবয়োঃ 'শয্যাচার্য্যয়োঃ
নৈবৈব অন্তঃ । ত্রিমিত্তক যদ্ ব্রহ্মবচস' তেভ্যঃ, তচ্চ মহৈবান্ত, ইতি শিষ্য-
বচনমাসীঃ । শিষ্যস্ত হি অরুতাংহাৎ প্রার্থনোপ ত্তে, নাচার্য্যস্ত রতার্থহাৎ;
কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবত । ১

অর্থ—সনত্তরম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্ত পূর্ববৃত্তন্ত, অতঃ—যতোহিত্যর্থঃ গ্রন্থ
ভাবনা বুদ্ধি প্রকৃতিতে সহসার্বজ্ঞান-নিয়মেহেব তারয়িতু মত্যাং, সংহিতায়া উপনিষদ
সংহিতাবিষয়ঃ দর্শনমিত্যতঃ অধুনারিক্তদ্বীমেব বাধ্যস্তামঃ । পরম্পর অধিকরণেন
আশ্রয়েণ, জানবিষয়েহিত্যর্থঃ । কানি তানীতাহ - অধিলোকে—লোকৈকাদি
বৎ দর্শনম্, তদাধিলোকম্ ; তথা আধিক্যোত্তমম্ ; অধবিজ্ঞম্, অধিপ্রজম্,
অব্যমুমিতি । তা এতাঃ পরম্পরা উপনিষদঃ লোকাধিকারঃসম্বন্ধবিষয়হাৎ
সংহিতা বচনং তচ্চ মহত্যাং হাঃ সংহিত্যাং—মহাপংহিতা ইত্যাক্ষত
কথয়ন্ত বেদবিদঃ । অব ত্যাং যথোপকৃতানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে । দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোহথশব্দঃ সর্বত্র । পৃথিবী পূর্বরূপং—পূর্বো
বর্ণঃ পূর্বরূপম্ ; সংহিতায়াঃ পূর্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্তব্যোহ্যুক্তঃ
ভবতি । তথা দ্যোঃ উত্তররূপম্ । আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যঃ
পূর্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেহশ্বিন্ পূর্বোত্তররূপে ইতি । বায়ুঃ সন্ধানম্ ।
সন্ধীয়েতেহেনেনেতি সন্ধানমিত্যাধিলোপঃ দর্শনমুক্তম্ । অথাধিক্যোতিষমিত্যাदि
সমানম্ ॥ ১-৫ ॥ ৩-৭ ॥

ভাষ্যানুবাদে । অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর ;
যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে
সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না ; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্
অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অব্যবহনপূর্বক উপাসনাত্মক দর্শন
বর্ণনা করিব । সেই এই উপাসনা পাঁচটা অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয়
বিষয়ে [নিবদ্ধ] । সেই পাঁচটা বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম
অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই
অধিলোক । সেইরূপ অধিক্যোতিষ, অধিবিজ্ঞ, অধিপ্রজ্ঞ ও অধ্যাত্ম [উপা-
সনা বলা হইবে] । সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদই লোকপ্রভৃতি
মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা'
এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া
অভিহিত করিয়া থাকেন ।

উক্ত উপনিষদসমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা
হইতেছে । দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জ্ঞাত্য ক্রতির সর্বত্র
'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, নির্দেশের ক্রমানুসারে পর পর
উপাসনা করিতে হইবে । পৃথিবী হইতেছে পূর্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ
'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ।
সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ
অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে আকাশ
হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর রূপ-হইটী যে স্থানে সন্মিলিত হয়, সেই
মধ্যভাগ । বায়ু হইতেছে সন্ধান ; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়,
তাহার নাম সন্ধান । এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল । অতঃপর
অধিক্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে । স সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এত-
দূরূপ ॥ ১—৫ ॥ ৩ ৭ ॥

অথাধিজ্যোতিষম্ । অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ । আদিত্য উত্তর-
রূপম্ । আপঃ সন্ধিঃ । বৈদ্যাতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-
জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সঙ্কলনার্থঃ । অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষঃ [দর্শনমুচ্যতে]—অগ্নিঃ
পূর্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেত্বক্রে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া । আদিত্যঃ উত্তররূপম্ ;
আপঃ (জলঃ) সন্ধিঃ ; বৈদ্যাতঃ (বিদ্যাশ্রমে বৈদ্যাতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্তঃ
সর্বং পূর্ববৎ] । • ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরক্ষিত্য প্রযুক্ত-
মুপাসনম্ ১ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ •

মূলানুবাদ । অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্করে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাঙ্করে আদিত্যদৃষ্টি,
মধ্যমাঙ্করে অপদৃষ্টি আর উক্ত অঙ্করদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যা-দৃষ্টি
করিতে হইবে । ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২ ॥ ৪ ॥

অথাধিবিদ্যম্ । আচার্য্যঃ পূর্বরূপম্ । অন্তেবাস্তত্তররূপম্ ।
বিদ্যা সন্ধিঃ ; প্রবচন-সন্ধানম্ । ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সঙ্কলনার্থঃ । অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যাঃ [দর্শনম্ উচ্যতে] । [অত্র]
আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা
(আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যমঃ) ; প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ পাকর্ষেণ
বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্] ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ । অনন্তর বিদ্যাবিশয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত
হইতেছে—সংহিতার প্রথম অঙ্করে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে । আচার্য্য
অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) ; উত্তরাঙ্করে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্করে বিদ্যাদৃষ্টি এবং
অঙ্কর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে । [প্রবচন অর্থ—গুরু ও
শিষ্য কর্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ] । ইহা অধিবিদ্যা দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্ । মাতা পূর্বরূপম্ । পিতোত্তররূপম্ । প্রজা
সন্ধিঃ । প্রজনন-সন্ধানম্ । ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সঙ্কলনার্থঃ । অথ অধিপ্রজং (প্রজাপিতরে) [উপাসনমুচ্যতে] —

[ভক্ত] যাতা পূৰ্বরূপং পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্ । [সৰং পূৰ্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ । অঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মা তৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাঙ্কবে সন্ত নদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অখাধ্যায়ম্ । অধরা হনুঃ পূৰ্বরূপম্ । উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্ । বাক্ সন্ধিঃ । জিহ্বা সন্ধানম্ । ইত্যধ্যায়ম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সঙ্কলার্থঃ । অথ অধ্যায়ং (আয়ানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনযুচ্যতে] । অধরা হনুঃ (নিষ্কীৰ্ণমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূৰ্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উদ্ধীৰ্ণমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্ । ইতি অধ্যায়ম্ [দর্শনম্ । ব্যাখ্যা পূৰ্ববৎ] ৫৭ ॥

মূলানুবাদঃ । অনন্তর অধ্যায় অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতাব প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাঙ্কবে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাঙ্করে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণকক্ষ তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা অধ্যায় দর্শন ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতীমা মহানসংহিতাঃ । য এবমেতা মহানসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ । সঙ্কীয়তে প্রজয়া পশুভির্কাক্ষবর্চসেনান্না-
ত্বেন স্ববর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাতার্য্যঃ পূৰ্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীর্ষাধায়ে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সঙ্কলার্থঃ । ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিনাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে] । যঃ (যঃ কন্দিমধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; সঃ] প্রজয়া, পততিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন, অন্নাস্তেন (ভক্ষয়েন অন্নেন) স্বর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্মফলেন চ সম্বীয়তে, সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৭৮॥

মূলানুবাদ । ইতি এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিকপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনায়ুক্ত মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পত, ব্রহ্মবর্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুরোহিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । ইতিমাঃ ইতি উক্ত উপদেশান্তে । যঃ কাস্চ দেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে । বেদেতুপাসনং হ্যৎ, বিজ্ঞানাদিকার্যং, ইতি প্রাচীনযে'গ্যোপাসনোতি চ চনাৎ । উপা-সনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রণয়সম্মতিবসত্বাৎ চ অতঃপ্রত্যয়েঃ, শাস্ত্রোক্তা-লঙ্ঘনবিষয়া চ । প্রসিদ্ধশেপাসনশকার্যো লোকে—‘গুরুমুণ্ডে’ ‘রাজান-মুণ্ডান্তে’ ইতি । যো হি গুরুদানু সন্ততমুপচরতি, স উপাত ইত্যাচাতে । স চ ফলমাপ্নোতুপাসনশ্চ, অতোহত্রাপি য এবং বেদ, সম্বীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গাস্তৈঃ ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৭৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাদ-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । প্রতির ‘ইতিমাঃ’ কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চ-বিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা কবে । এখানে ‘বেদ’ (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে ; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং ‘হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর’ এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে । উপাসনা অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অসম্প্রতিভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না । অতএব এই প্রকার ‘চিন্তাচীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক । লোক-ব্য-হারেও ‘গুরু উপাসনা করে’ ও ‘রাজার উপাসনা করে’ ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে ; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্যা করে, তাহাকেই ‘উপাশ্তে’ (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে । [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্ত এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গাস্ত্র ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৬৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে নীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়
অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহনুবাকঃ ।

যশ্চন্দ্রসামুযতো বিশ্বরূপঃ । ছন্দোভ্যোহিধ্যমৃতাং
সম্বভূব । স মেদ্রো মেধয়া স্পৃগোতু । অমৃতস্ত দেব
ধারণো ভূয়সম্ । শরীরং মে বিচর্ষণম্ । জিহ্বা মে মধু-
মন্তমা । কর্ণাভ্যাং সুরি বিশ্রবম্ । ব্রহ্মণঃ কোশোহসি
মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ।

সঙ্কলনার্থঃ । ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্
মন্ত্রানাং—‘যঃ’ ইত্যাদিভিঃ । যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাदीনাং
বা মধ্যো) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্বরূপঃ, সর্ববাপ-
কত্বাৎ), অমৃতাং (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব, অধিক-
স্বেন প্রাদুরভূৎ) । সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজয়া)
মা (মাম্) স্পৃগোতু (সবলং করোতু) । হে দেব, অমৃতস্ত (অমৃতত্বহেতু-
কৃতস্ত ব্রহ্মজানস্ত) ধারণঃ (ধারণ্যিতা আদায়ঃ) ভূয়সং (ভবেয়ং) [অহমিতি
শেষঃ] । মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগাৎ) [ভূয়াং
ইতি শেষঃ] । মে জিহ্বা মধুমন্তমা (মধুরভাবিণী) [ভূয়াং] । কর্ণাভ্যাং

ভূমি (বহ) বিশ্ববৎ (ব্যপ্তবৎ গৃণ্যাম্) । [হ ঔকার, ঙঃ] মেধয়া
(লৌকিকপ্রজ্ঞা) পিহিতঃ (চারুতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ
(উপলব্ধিহীনঃ) অসি (ভবসি) । মে (মম) প্রত্যং (প্রত্যর্থ-বিজ্ঞানঃ)
গোপায় (রক্ষ) [ভূম্] ॥১০৯॥

মূলানুবাদ । যিনি সর্ববৈদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা
সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাপ্তভূত, ইন্দ্র
(সর্বকামপ্রদ) সেই ঔকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন । হে দেব
(প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই, অর্থাৎ আমি যেন
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই । আমার শরীর [বিজ্ঞা গ্রহণের]
উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন
প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাশ্রবণে সহায় হয় । তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি
দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান -
প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে গ্রাহ্য জানিতে পারা যায় না । তুমি
আমার অর্ধাৎ বিজ্ঞা সংরক্ষণ কর ॥১১০॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ । যচ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্ত্রীকামস্ত্র চ তৎ-
প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, স মেধো মেধয়া 'প্ৰণোতু' 'ততো মে বিশ্ব-
মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ । ষঃ চন্দ্রসং বেদানাম্ ঋষভ ইব ঋষভঃ, প্রাধাত্ম্যং ;
বিশ্বরূপঃ সর্বরূপঃ, সর্বব্যাপ্যঃ, "ওদ্ যথা শঙ্কনা স্ফাপি পর্ণানি সংতৃপ্তানি,
এবমোক্তাবণে সপ্তা বাক্ সংতৃপ্তা ; ঔকার এবৈদং সন্দম্" ইত্যাদিসংক্রান্ত্যং ।
অতএব ঋষভমোক্তারস্ত্র । ঔকারো হ্যত্রোপাস্ত্রঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্ততি-
ন্যায়ৈব ঔকারস্ত্র । ছন্দোভ্যঃ বেদোভ্যঃ, বেদা হমৃতম্, তস্মাদমৃত্যং অধিসম্ব-
ভূব, লোক-দেব-বেদ-ব্যাক্তিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিহ্বাক্ষোঃ প্রজাপতেঃ পত্ন্যতঃ ঔকারঃ
সারিষ্ঠেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ ন 'হ' নিত্যস্তোক্তারস্ত্র অঙ্গটসংলগ্নপাণ্ডিত্যব-
কল্পতে ।

সঃ এবভূতঃ ঔকারঃ ইন্দ্রঃ সর্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া
প্ৰণোতু প্রীণতু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে । অমৃতস্ত্রামৃতত্বহেতুভূতস্ত্র
ব্রহ্মজ্ঞানস্ত্র, তদধিকার্যং ; হে দেব, ধারণঃ পার্জিত্য ভূয়াসং ভবেয়ম্ ।
কিন, শরীরং মে মম বিচরণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ । জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাবিত্যর্থঃ ।
কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিস্তরং ব্যগ্রং শ্রোত্রা ভূয়াসমিত্যর্থঃ ।
অনুজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসত্ত্বাভ্যোহুত্বিত্তি বাক্যার্থঃ । মেধা চ তদর্থমেব
হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাশ্রয়ঃ কোশঃ অসি অপেরিব ; উপলদ্ধাবিষ্টঃ নহাৎ ।
অং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে । মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ
আচ্ছাদিতঃ, স অং সামান্যপ্রজ্ঞেরবিদিততত্ত্ব চৈত্যর্থঃ । অতং শ্রবণপূর্ব্বকমায়-
জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ ; তৎপ্রাপ্তাবিস্মরণাদিকং কুর্নিত্যর্থঃ ।
জপার্থী এতে মন্ত্রা মেধাকানন্ত ॥ ১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ । বাহারী মেধা ও শ্রীকাম্যী, তাহাদের সেই মেধা
ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম ‘মঃ ছন্দসাম্’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত
হইতেছে ; কেন না, ‘সেই ইচ্ছা আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন’ এই বাক্যে
মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং ‘সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন’ এই বাক্যে
শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে ।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (দেব) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের
তুল্য । বিশ্বরূপ—সমস্ত বর্ণকে পবিত্রাশ্রয় থাকায় সর্বাঙ্কর স্বরূপ ; কারণ, অপর
অভিতে আছে—‘শব্দ (শলাকা) দ্বারা যে রূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা প্রযুক্ত
হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে ; ‘এই সমস্তই ওঁকার
স্বরূপা’ এই কারণে ওঁকারই উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং
ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমাচীন হইয়াছে । ছন্দঃ অর্থ
বেদ ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় ; সেই অমৃত বেদ হইতে
অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্বেদ ও সপ্তবাহ্যর্হিত হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায়
তপোনিষ্ঠ প্রজ্ঞাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঁকার প্রতিভা হইয়াছিল ।
[এখানে ‘সংবভূব’ অর্থ উৎপত্তি নহে] ; কারণ, নিত্য ওঁকারের মুখা
উৎপত্তি সম্ভব হয় না ।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইচ্ছা—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই
ওঁকার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী
করুক ; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে । হে দেব, আমি যেন
অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি । এখানে ‘অমৃত’ অর্থ অমৃতত্বের হেতু—
ব্রহ্মজ্ঞান ; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব । অপিচ, আমার
শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনে সমর্থ হউক ; আমার জিহ্বা

মধুবিষিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক, কর্ণধার প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেন-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবারের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমায়ার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমায়ার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধি উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভে প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট; অর্থাৎ তুমি এবিধ মহিমা সম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার প্রত্য অর্থাৎ প্রবণতায় লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—বক্ষ কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিদগ্ধ বিদ্বতি দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপা ॥১৯॥

আবহন্তী বিতথানা কুর্বাণা চীরমায়ানঃ ।

বাসাংসি মম পাবশ্চ অন্নপানে চ সর্বদা ।

ততো মে শ্রিয়মাবৎ । লোমশাং পশুভিঃ সহ যাহা ॥২০॥

সম্বলার্থঃ । [এবং মেধাবিষয়ে তপ্যমসাত্ত্বজ্ঞা সম্পত্তি প্রাকামস্ত হোমার্থে ত্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তী যাদান্ । হে ওঙ্কার,] আয়ানঃ (শ্রীকামস্ত)মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) পাবঃ (পানঃ) চ, অন্নপানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্বদা আবহন্তী (সমস্তাং প্রাপযজ্ঞা), বিতথানা (বিবিধং বিস্তার ত্রী) কুমাণ (সম্পাদয়ন্তী) । [যা ত্রীঃ, তাং] লোমশাং (অক্ষমেঘাদিলোমশৃঙ্গাং) পশুভিঃ (অনৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সাহায্যং) শ্রিয় (বর্দ্ধনং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবঃ (আনব প্রাপ্যেতদর্থঃ) । যাহা (ব্রাহ্ম-ব্রহ্মো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিচ্চনার্থঃ) ; যথা, মদাণা বাক্য 'শ্রিয়মাবৎ' ইতি অু আহ—ব্রাহ্ম ইতি নিপাতন্য সাধুরিতি কেচিৎ ॥২০॥

হে ওঙ্কার, যে ত্রী আমাব সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শীলকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর । ‘স্বাহা’ শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । শ্রীকামস্ত হোমার্থী মন্ত্রাঙ্কুনা উচ্যন্তে ।—
আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতথানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেত্তৎকর্গুকর্ষাৎ ; কুর্ষাণা
নির্কর্ষয়ন্তী, অচীং ক্ষিপ্রেমেব ; ছান্দসো দীর্ঘঃ ; চিরং বা ; কুর্ষাণা আত্মনঃ
মম । কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চৈচি যাবৎ ; অন্ন-পানৈ-
চ ; সর্বদা এবমাদীনি কুর্ষাণা শ্রীর্বা, তাং—ততঃ মেধানির্কর্ষনাৎ পরম-
আবহ আনয়, অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি । কিংবিশিষ্টাম্ ? লোমশাং
অজাবাদিযুক্তাম্, অষ্টোশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি । অধিকারাদোক্ষা-
এবাভিসম্বধ্যতে । স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য
মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে ; [আমার সম্বন্ধে] কি ?
তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বদসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্বকালিক
অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী ; বিস্তার-
সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা ; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে
(শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর । নিরোধের ধনসম্পদ অনর্থকরই হইয়া থাকে ; এই
জন্ত মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা] । প্রাধনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া
বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেধাদিযুক্ত এবং অপণাপর পশুগণ
সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর । প্রজাবাদীন ওঙ্কারই এখানে
‘আবহ’ ক্রিয়ার কত্ররূপে অভিহিত হইবাছে । এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত
হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে ‘স্বাহা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

অা মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । বি মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । প্র মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । দমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ
স্বাহা । শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—মন্ত্রান্তরাগ্ৰাহ—‘আ মা’ ইত্যাদীনি । ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়না-
র্ধিনঃ) মা (মাং) মায়ন্ত (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্ত) স্বাহা । [চতুর্দ্বিগুর্ভিনামধ্যয়না-
র্ধিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্ত, প্রায়ন্ত, দমায়ন্ত, শমায়ন্ত ইতি চতুর্ধোদ্রোহঃ ॥]

[হে ওঙ্কার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক ।

ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দিক্ হইতে আমাব নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-
জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্ত' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩৥১১॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । আ ম'যন্ত' ইতি । আয়ন্ত, মামিতি বাবহিতেন
সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ । বি মায়ন্ত' ম' মায়ন্ত' দমায়ন্ত' শমায়ন্ত' ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ । 'আ মায়ন্ত' ইত্যাদি । ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত
হউক । এখানে 'আ' ও 'যন্ত' বাবহিত থাকিলেও অব্যয় মিলিত হইয়া 'আয়ন্ত'
হইবে । 'বিমায়ন্ত', 'প্রমায়ন্ত', 'দমায়ন্ত', 'শমায়ন্ত' ইত্যাদিও ঐক্য ॥৩৥১১॥

যশো জনেশানি দ্বাহা প্রেয়ান্ বস্তুমোহানি
স্বাহা । তং ভগা ভগ প্রবিশানি স্বাহা । স মা ভগ প্রবিশ
স্বাহা । তস্মিন্ মহতশাখো । নিভগাহং ত্বয়ি যুজে স্বাহা ।
যথাপঃ প্রবতা যন্তি । যথা মাসা অহর্জরম্ । এবং মাঃ
ব্রহ্মচারিণঃ । দাতরায়ন্ত মর্কতঃ । স্বাহা । প্রাত্বেশোহসি
প্র মা ভাহি প্র মা পতন্ত ॥ ৪ ॥ ১২

। বিতম্বানা শমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ দ্বাহা দাতরায়ন্ত মর্কতঃ
স্বাহিকং চ ॥ ।

ইতি শীকার্সীয়ায় চতুর্থোহষ্টবাকঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদঃ ।—[ব্রহ্মচারিণাং গমন প্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ] ।
কনে (কনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি [স্বহঃ] । এথা শেদ' (প্রশস্ত-
তরঃ) বস্তুসঃ (বস্তুমন্তমঃ প্রতিশ্রুতেন ধনদান্) । অহম্ অসানি । হে ভগ,
(ভগবান্), তং (ব্রহ্মকোশভূত' হ. (হঃ) প্রবিশানি (তদায়কো ভবানি) ।
হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [হঃ] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োকৈকতমম
ইতি প্রবঃ) । হে ভগ, অহং মহতশাখো (বলভেদে 'তস্মিন্' ওষাভূতে
ত্বয়ি) নিমুখে (নিঃশেষেণ পাপকর্য' শোধয়ামি) । আপঃ (জলানি)
যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন, যন্তি (গচ্ছান্ত), যথা চ মাসাঃ অহর্জরঃ
(অহোহঃ লোকান্) অবয়তি—জীর্ণকরোতি ইত্য' অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং
যন্ত, হে দাতঃ, এবং (তথ) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্ত (প্রাপ্তবন্ত) ।
প্রাত্বেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি 'রম্', [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি
(আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রাত প্রপতন্ত । শীকার্সীয়ায়ঃ মন্ত্রস্য
আগচ্ছ ইত্যর্থঃ । মন্ত্রভাবজ্ঞাতনার্থং সর্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।]
 আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই ; আমি যেন ধনসমাজে প্রধানতম
 হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে
 ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন
 সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন
 নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জর—সংবৎসরের
 অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক্ হইতে আমার
 নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-
 নিকেতন ; অতএব তুমি [শব্দগাত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-
 প্রকাশ কর), এবং সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

• ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি ।
 শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ, বস্তুসো বসীয়সৌ বস্তুতরাঃশ্রুতগুণাঃ ধনবজ্জাতীয়পুরুষাঃ
 বিশেষধনবৎ অসানীত্যর্থঃ । কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং স্বা স্বাং হে
 ভগ ভগবন্ পূজাহ, প্রবিশানি—প্রবিষ্টা চ অনন্তত্বদাত্ত্বৈব ভবানীত্যর্থঃ । স
 ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিণ ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাশু । তস্মিন্ ত্বয়ি
 সহস্রাধে বহুশাধাতেদে, হে ভগবন্, নিমুঞ্জে শোধয়ামাহং পাপকৃত্যাম্ ।
 যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা
 মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোহহর্জরঃ—অহোহিঃ পরিবর্তমানো লোকান্ অরয়-
 তীতি ; অহানি বা অশ্বিন্ জাগ্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ ; তঞ্চ যথা মাসা
 যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্বস্ত বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্ত আগচ্ছন্ত
 সর্বতঃ সর্বদিক্ভ্যঃ । প্রতিবেশঃ অমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ । এবং স্বঃ
 প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—তুচ্ছীলিনাং সর্বপাপহঃপাপনয়নস্থানমসি । অতো মা
 মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়ান্মানম্, প্র মা পদাশ্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্ ; রসবিক্রমিব
 লোহং ত্বময়ং ত্বদাত্মানং কুর্সিত্যর্থঃ । শ্রীকামোহশ্বিন্ বিভা প্রকরণেহতি-
 ষীয়মানো ধন্যর্থঃ ; ধনক কন্ধ্যার্থম্ ; কন্ধ্য চোপান্তহ্রিতকন্ধ্যার্থম্ ; তৎকন্য়ে
 হি বিভা প্রকাশতে । তথাচ স্মৃতিঃ—

“জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ ।

যদা দর্শতে প্রথো পশুত্যাছানমাশ্বিন” ইতি ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-শাস্ত্রম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা কর! হইতেছে যে,]
আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং
আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকান্ত ধনশালী হই । আরও এক কথা ; হে
ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ
করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বাক্ষর লাভ করিতে পারি । হে
ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে
একাত্ম্যভাব (অদ্বিত্যত্ব) হউক । হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই
তোমাতে আমি আমার পাপকন্ড দাঙ্গনা—শোধন করিতেছি । হে
ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতা, তুমিও জলসমূহ স্বরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন
করে, এবং মাসগুলি যেকা অহঙ্কর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ
মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্তি বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ
সর্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক । দিন সমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান
হইয়া সমস্ত লোকের চরণা (জীবিতা) সম্পাদন করে, এইজন্ত, অথবা
দিনগুলি ইহাও মধ্যে জাগ (ক্ষয়) হয়, এইজন্ত ‘অহঙ্কর’ শব্দে সংবৎসর
অর্থ বুঝায় ।

‘প্রতিবেশ’ অর্থ প্রমাপনোদনস্থান অর্থাৎ সঙ্গীতগৃহ । তুমিও প্রতি-
বেশ—প্রতিবেশের দ্বারা বসবসগণের সর্ববিধ পাপজ ছঃষাপনোদনের স্থান ।
অতএব তুমি আমার প্রতি আশুপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও,
অর্থাৎ রসবিদ (পারদসংযুক্ত ?) লোকের দ্বারা আমাকেও তোমার
দাস্যভূত কর ।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনান্ধায়া) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনান্ধনের
কৃত্য-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্মসম্পাদন, কর্মের উদ্দেশ্য—সংকীর্ণ পাপরাশি
রক্ষা ; কেন না, সংকীর্ণ পাপনির্বাপ হইলেই বিজ্ঞা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া
থাকে । স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—‘দাদর্শতল (দর্শনের মধ্যস্থল) নিম্নল
হইলে, লোকতাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্মের
বাহ্যে পাপ বিদ্রুত হইবে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান
প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ॥৪॥২২॥

ইতি তৈত্তিরীয়া শ্রীক্ষণায়া চতুর্থ অশ্রুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোহনুবাকঃ ।

ভূভুবঃ স্তবরিতি বা এতাস্তিশ্রো ব্যাহৃতয়ঃ । তাসামু
হ সৈতাং চতুর্থীম্ । মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে । মহ ইতি তদ্রক্ষ ।
স আত্মা অঙ্গান্য়ত্মা দেবতাঃ । ভুরিতি বা অয়ং লোকঃ । ভুব-
ইত্যন্তরীক্ষম্ । স্তবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১ ॥ ১০ ॥

সম্বলানুবাকঃ । [ইদানীং ব্যাহৃত্যগ্না ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে
—“ভূভুবঃ” ইত্যাদিভিঃ ।] ভূঃ (ভূলোকঃ), ভুবঃ (ভুবলোকঃ), স্তবঃ
(স্বঃ, দ্বালোকঃ) ইতি (এবংষ্টকারণে) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ
(ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাজীষ্টং, আ—সমস্তাং আহরন্তি
প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্বর্ঘ্যাপ্তে ইত্যর্থঃ) । তাসাং (পূর্বোক্তানাং
ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং ‘মহঃ’ ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্তঃ (মহাচমসস্ত
ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিক্তো) বেদয়তে স্ব (দদর্শ ইত্যর্থঃ) ।
[কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-
কালাজ্ঞনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্বৎপ্রত্যয়ালম্বনম্) । অত্মাঃ (ভূরাত্মাঃ)
দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্ৰাঃ) অঙ্গানি (এতস্মা এব শুণীভূতাঃ, [অহঃ
মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাত্মাস্ত্ব ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাহভূতা ইতি দৃষ্টিঃ
করণীয়েত্যাশয়ঃ] । ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভুরিত্যানিভিঃ ।]
অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভুরিতি বৈ (ভুলোকহেন প্রসিক্তঃ;
অন্তরীক্ষং (জ্বাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিক্তঃ; অসৌ লোকঃ
(দ্বালোকঃ) স্তবরিতি (স্বরিতি প্রসিক্তঃ) ॥ ১ ॥ ১০ ॥

স্বলানুবাদঃ । ভূঃ ভুবঃ ও স্তবঃ (স্বঃ) এই তিনটি সুপ্রসিক্ত
ব্যাহৃতি । মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্ত ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের
চতুর্থ—‘মহঃ’ এই ব্যাহৃতিটিকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন । এই
‘মহঃ’ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিক্ত আত্মা । অপর ‘ভূঃ’
প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহাব অঙ্গস্বরূপ । অভিপ্রায়
এই যে, মাহাচমস্ত ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহাকে ব্রহ্মায়রূপে এবং অপব

বাহ্যত্বত্রয়কে ইহার অন্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । এই পৃথিবী-
লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ
দ্ব্যলোক 'স্ববঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ । আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে ।
ভূরিত্যি বা অগ্নিঃ । ভুব ইতি বায়ুঃ । স্ববরিত্যাদিত্যঃ । মহ
ইতি চন্দ্রমাঃ । চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে ।
ভূরিত্যি বা ঋচঃ । ভুব ইতি সামানি । স্ববরিত্যি
যজুঃষি ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সম্বলান্বে । [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাক্ততীনাং দেবতা
উচ্যন্তে]—মহঃ ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ) ; বাব (যতঃ) আদিত্যেন
(আদিত্যেনৈব) সর্বে লোকাঃ (ভূবাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্তন্তে) । 'ভূঃ'
ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'স্ববঃ' ইতি আদিত্যঃ । 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ ;
বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্বাণি জ্যোতীষি মহীয়ন্তে (বর্তন্তে) ; 'ভূঃ'
ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ) ; 'ভুবঃ' ইতি সামানি ; 'স্ববঃ' ইতি যজুঃষি ॥২॥১৫॥

শূলান্বে । [এখন উপাসনাব উপযোগী ব্যাক্তিগণের
দৈবত্বরূপ বলা হইতেছে ---] 'মহঃ' এইটি আদিত্য (জগৎপ্রাণ) ; কেননা,
আদিত্য দ্বারাষ্ট ভূবাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ভূঃ এইটি
প্রসিদ্ধ অগ্নিঃ ; 'ভুবঃ' এইটি বায়ুঃ ; এবং 'স্ববঃ' এইটি আদিত্যরূপে
প্রসিদ্ধ । 'মহঃ' এইটি চন্দ্রমাঃ ; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত
জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 'ভূঃ' এইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদঃ ; 'ভুবঃ'
এইটি সামবেদঃ ; 'স্ববঃ' এইটি যজুঃসংহিতা ॥২॥১৬॥

মহ ইতি বক্ষ । বক্ষণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে ।
ভূরিত্যি বৈ প্রাণঃ । ভুব ইত্যানঃ । স্ববরিত্যি ব্যানঃ । মহ
ইত্যন্নম্ । অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে । তা বা এতান্চ-

তত্ৰশ্চতুর্ক।। চতত্ৰশ্চতত্ৰো ব্যাহতয়ঃ । তা যো.বেদ ।
বেদ ব্রহ্ম । সর্বেষ্যৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজুর্ঋষি বেদ স্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোহ্নুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সম্বলান্বিত। ‘মহঃ’ ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকারঃ ব্রহ্মাণ্ড ওঁকারঃ) ।
বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সর্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ)
মহীয়ন্তে । [এতদন্তঃ ব্যাহতীনাং শব্দায়কত্বমুক্তম্ ; অথেনানীং ক্রিয়াক্রপতা
উচ্যতে] ‘ভূঃ’ ইতি বৈ প্রাণঃ ; ভুব ইতি অপানঃ ; ‘স্ববঃ’ ইতি ব্যানঃ । পুনশ্চ,
‘মহঃ’ ইতি অন্নম্ ; অন্নেন বৈ সর্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে । তাঃ এতাঃ বৈ
চতত্ৰঃ ব্যাহতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতত্ৰঃ চতত্ৰঃ
ব্যাহাতাঃ (বর্ণিতাঃ) । যঃ তাঃ (ব্যাহতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) ।
সর্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহতিবিহুষে) বলিং (ভোগোপহারং) আবহন্তি
(উপানয়ন্তীত্যর্থঃ) । [অণ প্রথম ব্যাহতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ
ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহতিঃ
অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজুর্ঋষি বায়ন ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মাণ্ড-
মিতোবং চতত্ৰঃ ব্যাহতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

শূলানুবাদ। ‘মহঃ’ এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ ; কেন
না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বুদ্ধি পাইয়া থাকে । ‘ভূঃ’
এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ ; ‘ভুবঃ’ এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু ; এবং ‘স্ববঃ’ (স্বঃ)
এইটী ব্যান স্বরূপ । পুনশ্চ, মহ এইটী অন্ন স্বরূপ ; কেন না, অন্ন দ্বারাই
সমস্ত প্রাণ পুষ্টলাভ করিয়া থাকে । সেই যে, এই চারিটী ব্যাহতি,
তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে ।
[যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে
চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় ‘ভুবঃ’ ব্যাহতিটী অন্তরীক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান-
রূপে চতুর্বিধ ; তৃতীয় ‘স্ববঃ’ ব্যাহতিটীও ছালোক, আদিত্য, যজুর্বেদ ও
বায়ন বায়ুরূপে চতুর্বিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহতি ‘মহঃ’ও আদিত্য, চন্দ্র,
ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ] । চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহতি এই-

কপে বাখ্যাত হইল । যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাক্তিত্ব জ্ঞানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন । সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩১১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমামুবাচবাখ্য ॥৫॥

শ্রীকল্প-ভাষ্যম্ । সংহিতাবিষয়মুপাসনযুক্তম্ । তদন্ত মেষাকামস্ত্রীকামস্ত্র চাতুক্রান্ত মন্ত্রাঃ ; তে চ পাবম্পর্ষণে বিজ্ঞোপযোগার্থা এব । অনন্তরং ব্যাক্ত্যায়নো ব্রহ্মণঃ অন্তরূপাংসং স্বারাভ্যক্ষণং প্রাপ্নোতে—ভূত্বৈবঃ সুবরিভ । ইত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ । এতাস্তিহ ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামুষ্ঠাঃ অর্থাৎ বৈ ইত্যনেন । তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাক্ততয়ঃ অর্থাৎ ই-বা-বং । তাসামিহ চতুর্থী ব্যাক্ত্যতঃ মহত তামেতাং চতুর্থী মহাচমস্ত্র-পত্যং মহাচমস্ত্রঃ প্রবেদয়তে, উ হ অ ইত্যেতেষাং বৃত্তান্তকণার্বণং বিদিত-বান্ দর্শ ইত্যর্থঃ । মহাচমস্ত্র-গ্রহণমার্থীহ অরণ্যার্থম্ । অজ্ঞানস্বরূপমপি উপাসনাক্রমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ । ১

যেহং মহাচমস্ত্রেন দৃষ্টা ব্যাক্তিত্বহ ইতি, তদ্বাক্ত : মহাক্তি ব্রহ্ম ; মহাক্তি ব্রহ্ম ; মহাক্তি ব্যাক্তিঃ । কিং পুনঃ ১ স আত্মা আপ্রোতেশ্চাত্তিকশ্চাঃ আত্মা ; ইতরাশ্চ ব্যাক্ততয়ে লোকা দেবা বেদাঃ প্রাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাক্ত্যায়নো আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভেন ব্যাপ্যন্তে যত, ততঃ অজ্ঞান অবয়বো অজ্ঞা দেবতাঃ । দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থঃ লোকাদীনাম্ । মহ ইত্যন্ত ব্যাক্ত্যায়নো দেবো লোকাদয়শ্চ সঙ্কেতবয়বভূতা যতঃ ; অতঃ—আদিত্যাভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি । আত্মনা অজ্ঞান মহীয়ন্তে মহনঃ ব্রহ্মরূপচয়ঃ ; মহীয়ন্তে বর্জন্ত ইত্যর্থঃ । ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ অগ্নেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাক্তিঃ ভূঃ ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপাণ ইতি দ্বিতীয়া ব্যাক্তিঃ ভুবঃ ; অমৌ লোকঃ আদিত্যঃ ষড়্ভূমি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাক্তিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাক্তিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈক্যশ্চতুর্ধা ভবতি । মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈত্যোক্তারঃ, শব্দাদিকারেহন্ত্যাসম্বাং । উক্তার্থমন্তঃ । তা বা এতাশ্চতস্র-শ্চতুর্কেতি । তা বৈ এতাঃ ভূভুবঃ সুবর্গ ইতি চতস্রঃ একৈক্যশ্চতুর্ধা চতুঃ-প্রকারাঃ । দশকঃ প্রকারবচনঃ । চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্ধা ভবত্যর্থঃ । তাসাং যথাক্রান্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ । ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাক্তীঃ যো বেদ, স বেদ বিজ্ঞানীতি । কিং তৎ ?
ব্রহ্ম । নহু ‘তদ্বাক্স স আত্মা’ ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ ‘স
বেদ ব্রহ্মইতি ? ন ; তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদদোষঃ । সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাখ্যাত্যা
আত্মা ব্রহ্মেতি ; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়াস্তরুণলভাভং মনোময়ত্বাদিশ্চ ।
‘শান্তিসমৃদ্ধম্’ ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্যপুণো ন বিজ্ঞায়তে ইতি
তদ্বিবক্ষু হি শান্তিমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা ‘স বেদ ব্রহ্ম’ ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ ।
যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্যপুণেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ ।
অতো বক্ষ্যমাণানুবাকে নৈকবাক্যত্যা অস্ত্যউভয়োহি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্ ।
লিঙ্গাক্ষ ; “ভুরিত্যাগ্নৌ প্রতিষ্ঠিতি” ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে । বিধায়কা-
ভাবাক্ষ ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ চিচ্ছক্কদোহন্তি । ব্যাক্ত্যা-
নুবাকে “তায়ো বেদ” ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বানোপাসনভেদকঃ । বক্ষ্যমাণার্থক
তদ্বিশেষবিবক্ষুহাদিত্যা দনোক্তম্ । .সর্বো দেবা অশ্ব এবং বিদুষে অপভূতাঃ
আবহতি আনয়ন্তি বলিন্, স্বাবাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ ১০—১৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুলাদ । প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে।
তাহার পর মেধাকামী ও গ্রীকামীর জ্ঞাত ও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।
সেই সমুদয় মন্ত্র ও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিচারও উপযোগী । অতঃপর
স্বরাধ্যক্ষলপ্রাপ্তির জ্ঞাত হৃদয়মধ্যে ব্যাক্তিত্বপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে
—‘ভূভূবঃ স্ববঃ’ ইত্যাদি । ঋতির ঈতি’ শব্দটা উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-
হুচক । ‘এতাঃ তিঅঃ (এই তিনটি) এই কথাসিও পূর্বোক্ত ব্যাক্তি
সমূহেরই পরামর্শজাপক । ‘ঐব’ শব্দও সেই পদ্যমুগ্ধ ব্যাক্তিত্বেরই আরক ।
অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটি প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি উহারারা স্মরণ করা হইতেছে ।
এই ‘মহঃ’ ব্যাক্তিটি উক্ত ব্যাক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা চতুর্থী । সেই এই চতুর্থী
ব্যাক্তিত্বটিকে মহাচমসের পুত্র মহাচমস্ত ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ
প্রত্যক্ষ কথিয়াছিলেন । ঋতুক্ত ‘ঐ হ ও স্ব’ এই তিনটি শব্দের অর্থ অতীত
ঘটনার অমুকখন (পশ্চাত্তকখন) ; [কাজেই এখানে ‘প্রোদয়তে’ পদে বর্তমান
কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে] । এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ
থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্মের জায় উপাসনাতো ঋষিস্মরণ করা একটা
বিশেষ অঙ্গ । ১

এই যে, মাহাচমস্ক কল্পিত দৃষ্ট ব্যাঙ্গ্যাত—‘মহঃ’ ; ইহাই সেই ব্রহ্ম । কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদিপারমার্থিক) ; এই ব্যক্তিটীও ‘মহঃ’ ; [এইরূপ সামান্যবন্ধন ‘মহঃ’ের ব্রহ্ম বলা হইয়াছে] । তাহা আবার ককণ ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী) ; ব্যাংগ্যাতক ‘আত্মা’ বাত্ম হইতে ‘আত্মা’ পদটী [নিম্পন্ন হইয়াছে] । আর ব্যক্তি সকল ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ সমূহ আদিগা চক্ষুঃ এবং ও অন্তঃস্বরূপ এই ‘মহঃ’ ব্যক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত । যেহেতু অপর ব্যক্তিটিরই মহঃ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা—ব্যাঙ্গ্যিত সকল ইহার অন্তঃস্বরূপ (অপ্রমাণ) । ইহাণে ‘দেবতা’ শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (আপেক্ষা) । যেহেতু দেবতাপ্রাণ ও লোকসমূহ সবলেই এই ব্যক্তিটিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ, সেই হেতুই প্রাণ ও বালিনেন যে, লোক প্রভৃতি অসংখ্যাদি দ্বারা ইহা মনিত থাকে ; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অসংখ্য মনিত হইয়া থাকে । ‘মহনঃ’ (মহীভূ) বাত্মর অর্থ ব্রহ্ম—উপচয়, স্তূত্রগ্রন্থ ‘মহাবিশ্বঃ’ অর্থ ব্রহ্মপ্রাপ্ত । প্রথমা ব্যাঙ্গ্যাত ‘ভূঃ’ হইতে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, অগ্নি ও প্রাণস্বরূপ, দ্বিতীয় ব্যক্তিভূবঃ হইতে—অস্তরিক, বায়ু, সাম ও অপান স্বরূপ ; তৃতীয় ব্যক্তি ‘স্বঃ’ (স্বঃ) হইতে—জুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ ; চতুর্থ ব্যক্তি ‘মহঃ’ হইতে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্তঃস্বরূপ । এইরূপে এক একটী ব্যক্তিই চারিপ্রকার । পুনশ্চ ‘মহঃ’ এই ব্যক্তিটী ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম অপর ও ব্রহ্ম ; কেন না, শব্দবিশয়ক কথা প্রসঙ্গে ওঙ্কার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না । অন্য অংশের অর্থ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ‘ভূঃ’ বা এতাদৃশ ব্রহ্মভূত্যা ইত্যাদি । সেই এই ‘ভূঃ’ স্বঃ স্বঃ ও মহঃ’ এই চারটী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকটী ব্রহ্মাচারি প্রকার । ‘বা’ শব্দটী ‘প্রকার’ অববোধক । ইহার অর্থ এই যে, চারটী ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই চারি-প্রকার হইয়া থাকে । পূর্ণকায়ত ব্যক্তিগণ সমূহের যে, পুনরবার উদ্দেশ্য, একরূপে উপাসনা প্রাপন করাই তাহা প্রয়োজন ।

যে ব্যক্তি পূর্বেই ব্যক্তিগণ সমূহ জানেন, সে জানেন—[কি জানে ? ব্রহ্মকে [জানে] । প্রাণ, ‘তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা’ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সম্বন্ধে, ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবজ্ঞাত-প্রাপনের কথার বলা উচিত হয় নাই । না, ব্রহ্মবিশয়ে বিশেষ । জানাতপ্রায়ে এই কথা নির্ভরত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই । [তাহা ইহা এই যে] চতুর্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম ‘ব্রহ্ম’ হইয়াছে । প্রাণ, চন্দ্র, সূর্য, উপাসনা ও মনোময়গাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শান্তিসমৃদ্ধত্ব’পর্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ কথিত হই-
 য়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই । এষ্ট শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্মসমূহ বলিতে
 ইচ্ছুক হইয়াই ‘স বেদ ব্রহ্ম’ এইরূপে অবিজ্ঞাতের ত্রায় ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছে,
 অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই । বক্ষ্যমাণ ধর্মসমূহ সহকারে
 যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে মথার্ব জানেন । অতএব পরবর্তী অমু-
 বাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্প-
 প্রতিপাদনে ত্র্যংপর্য্য বুদ্ধিতে হইবে । এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে ।
 ‘ভূঃ’ এই মন্ত্রে ‘অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে’ ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্রেরই
 গ্রাহক । সতত উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহা অত্র কারণ,
 কেন না, [পরবর্তী অমুবাকে] উপাসনাবিষয়ক ‘বেদ’ বা ‘উপাসীত’ ইত্যাদি
 কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই । এই ব্যাখ্যতি প্রকরণে যে, ‘তৎ যো বেদ’ বাক্য
 আছে, তাহাও পরবর্তী অমুবাকের সহিতই সম্বন্ধ ; সুতরাং কখনই উপাসনার
 ভেদপ্রতিপাদক নহে । বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদনার্থ
 প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । এবস্থিধ
 জানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অল্পভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার
 উদ্দেশে বলি (উপহাৰ) আনয়ন করেন । ১—৩ । ১৩—১৫ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমামুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

অষ্টোহনুবাকঃ ।

আভাষভাষ্যম্ । ভূভুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্ত হিরণ্য-
 গর্ভস্ত ব্যাহত্যান্নো একগোহজাতীয়া দেবতা ইত্যুক্তম্ । যস্ত তা অল্পভূতাঃ,
 তস্মৈতস্ত একগঃ সাক্ষাৎপলকার্ধ্যমুপাসনার্ধ্যক হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম
 ইব বিষ্ণোঃ । তস্মিন্ হি তদ্ব্যক্ষোপাস্তমানং মনোময়তাদিধর্মবিশিষ্টং সাক্ষাৎ-
 পলভ্যতে, পাণ্যবিবাহলকম্ । মার্গশ্চ সর্কাস্ত্রভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যমু-
 দাক আরভ্যতে ॥

আভাষ ভাষ্যানুবাদ । পূর্বে কথিত হইয়াছে যে ; ভূঃ ভুবঃ
 ও স্রবঃ স্বরূপ সন্ধ্যাত্ত দেবতাগণ ‘মহঃ’ ব্যাহতিক্রমী হিবণ্যগর্ভনামক একেরই

অজ্ঞ বা অবয়ব । এখন, উক্ত দেবতাগণ যীশ্বর অজ্ঞ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে । 'বক্ষুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা' যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রকৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের দ্বায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে । এখন সন্ধ্যাভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দেশ করা আবশ্যিক ; সেইজন্য পদবস্তী অথবা ক আরম্ভ হইতেছে—

স য এষোহন্তুহৃদয় আকাশঃ । তন্মিয়ং পুরুষো
মনোময়ঃ । অমৃতো হিরণ্যময়ঃ । অন্তরেণ তাল্লুকে । য এষ
স্তন ইবাবলম্বতে । সেন্দ্রযোনিঃ । যত্রান্যো কেশান্তো
বিবর্ততে । ব্যাপোহ শীর্ষকপালে । ভূরিতাগৌ প্রতিতিষ্ঠতি ।
ভুব ইতি বায়ো ॥১॥১৬॥

সন্ধ্যাভাবঃ । যঃ এষঃ (অমৃতবর্ণগোচরঃ) অমৃতহৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীক-
মধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তান্ময় (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ)
অমৃতঃ (অমৃতভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রাণঃ) অমৃতঃ হিরণ্যময়ঃ (জ্যোতির্ময়ঃ
অপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পূর্ন হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভি-
বাস্যতে] । যন্ত এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তবেণ তাল্লুকে (তাল্লুকয়োর্মধ্যে)
স্তন এব অবলম্বতে (লব্ধমানঃ সন্ প্রতিষ্ঠতি) ; সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ)
ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্ত পরমায়নঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিধারম্) । যত্র (ইন্দ্রযোনৌ
মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ কেশানাং অস্তঃ সূত্রঃ শীর্ষকপালে (শিরসঃ
কপালপঞ্চদশমঃ) ব্যাপোহ (ত্রিহা—বিদাগ্য) বিবর্ততে [যথা, তথা মনো-
ময়াদ্ভ্যদর্শী বিজ্ঞান মূর্ত্ত্যবিনিজ্জম্য এতন্মোকাদিষ্টিতা সঃ ইত্যেবংরূপঃ
মোহাশয়ঃ, তন্ময়] অর্থো প্রতিতিষ্ঠতি । ভুবত্যাং (বধ্যমব্যাক্তিরূপো
যো বায়ুঃ, তন্ময় বায়ো (প্রতিতিষ্ঠতি) ॥১॥১৬॥

সন্ধ্যাভাবঃ । সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে
এই অমৃত স্রুপ হিরণ্যময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন । তাল্লুকের
মধ্যে যে, স্তনের দ্বায় মাংসখণ্ড লব্ধমান আছে, যেনানে কেশমূল

(প্রস্তাবিত) পুস্তক। যেহেতু ক্রীষ্ণ-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বস্তুগুলি অসংখ্য। তাহা হইলেও এই পুস্তকটিতে কেবলমাত্র ঐহিক-জীবন-সংক্রান্ত বস্তুগুলি লিখিত হইয়াছে। অতঃপর এই পুস্তকটিতে লিখিত বস্তুগুলি কেবলমাত্র ঐহিক-জীবন-সংক্রান্ত বস্তুগুলি লিখিত হইয়াছে। অতঃপর এই পুস্তকটিতে লিখিত বস্তুগুলি কেবলমাত্র ঐহিক-জীবন-সংক্রান্ত বস্তুগুলি লিখিত হইয়াছে।

হৃদয় হইতে যে প্রাণের স্রোত বহিয়া আসিতেছে, তাহা
যোগশাস্ত্রে যোগশক্তি নামে অভিহিত হয়। যোগশক্তি বা যোগ
হইবে যে, উক্ত শক্তি যোগের দ্বারা প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
প্রদর্শন আছে। যোগশক্তি প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
যেখানে পরবর্ত্তিত হইবে। যোগশক্তি প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
হইয়াছে; সেই প্রদেশে যোগশক্তি প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
বিদারণপূর্বক যোগশক্তি প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
তাঁহা যোগশক্তি প্রাণের স্রোত হইবে নাহসবণ
আত্মদর্শী হিমা
অধিষ্ঠান স্বরূপে
সেই অগ্রগত পাঠ্য
ব্যক্তি যোগশক্তি
করেন।

সবারিহাঙ্গম।
 আধোতি নন্দন।
 বিজ্ঞানপাতক।
 প্রাণারামঃ মনঃ।
 যোগোপাসনং ॥২॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible]

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যায়কে) ব্রহ্মণি [প্রতিষ্ঠিত] । [সঃ] স্বারাজ্য (স্বরাড্ভাবঃ ব্রহ্মভাবঃ) আপ্নোতি ; তথা মনসঃ পতিঃ (মনোবৃত্তি প্রবর্তকতয়া সর্কেষ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি । ততঃ (তত্তত্ত্বাবাপ্তেবেব) বাক্‌পতিঃ, চক্ষুঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্কীয়কত্বাৎ, সর্কপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ] । পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্ম্য তৎ), ব্রহ্ম ; সত্যায় (সত্যং—অবিতত্বাৎ আত্মা স্বরূপং যস্ম, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্ম, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরণং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোহস্তেত্যর্থঃ) ; শাস্তিসমৃদ্ধং (শাস্তিঃ সর্কীয়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্, তং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বন্] উপাস্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ । সুব এই ব্যাহতিক্রমী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহতিক্রমী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন । এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগেন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন । আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শাস্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম ; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥২॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । সুবরিত্তি তৃতীয়ব্যাহৃত্যায়নি আদিত্যে । মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যায়নি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতীতি । তেষাং ভাবেন স্তিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতিভবতি অজ-ভূতানাং দেবতানাং, যথা ব্রহ্ম । দেবশ্চ সর্কে অস্মৈ অঙ্গনে বসিষ্ণু আবহাস্ত অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে । আপ্নোতি মনস্পতিম্, সর্কেষাং হি মনসঃ পতিঃ, সর্কীয়কত্বাদ্বক্ষণঃ সর্কেহি মনোভিস্তম্যহুতে । আপ্নোত্যেবং বিদ্বান্ । কিঞ্চ, বাক্‌পতিঃ সর্কীয়ং বাচং পতিভবতি । তথৈব চক্ষুঃপতিঃ চক্ষুঃ পতিঃ । শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ । বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ । সর্কীয়কত্বাৎ সর্কপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ । কিঞ্চ,

ততোহপ্যধিকতরমেতত্ত্ববতি । কিং তৎ ১ উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ
শরীরম্, আকাশবহা স্তম্ভঃ শরীরম্—ই-আকাশশরীরম্ । কিং তৎ ১ প্রকৃতং
ব্রহ্ম । সত্যায়, সত্যং মূর্ত্যমূর্তম্ অবততং করুণং বা সাত্বা স্বভাবোহস্ত, তদিত্যং
সত্যায় । প্রাণারামম্, প্রাণেষ্টারনগং ক্রৌড়া যস্ত তৎ প্রাণারামম্ ; াণানাং
বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্ । মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকদেব যস্ত
মনঃ, তন্ময় আনন্দম্ । শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিক্রপশমঃ, শান্তিষ্ঠ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি-
সমৃদ্ধম্ ; শান্ত্য' বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভাত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্ । 'মৃতম্ অমরণ-
দীক্ষা' ; এতচ্ছাধিকং পদবশেষং তদৈব মনোদয় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিহ । এবং
মনোময়ত্বাদি নৈমিকশিষ্টং যথৌক্তং ব্রহ্ম . ৫ প্রাচীনযোগা, উপাস্থ ইত্যচাৰ্য্য-
বচনোক্তিরাদরার্থা ॥২ ১৭॥

হ্যতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠাঙ্কবাক্যম্ ।

ভাষ্যানুবাদে । 'মনস্তর' শব্দঃ (যঃ) এই তৃতীয় ব্যাহতি
স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন] । তাহার পর প্রধানভূত মহ এই
চতুর্থ ব্যাহতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অভিপ্রায় এই যে-
পূৰ্ব্বোক্ত ৩য় প্রভৃতিভাবে অবস্থিত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্ভাব
প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা তিনিও তখন অঙ্গদেবতাগণের অধিপতি
হন । তখন অধীন দেবতার সাক্ষ্যে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বাণ বা
উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মে উদ্দেশ্যে করেন । যথোক্তপ্রকার
'বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি কে সমস্ত মনের প'তকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ
তিনি সর্বাঙ্গব ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সৰ্ব্ব প্রকার আধিপত্য
অর্জিব করেন—প্রাপ্ত হন ।

অপিচ, তিনি বাক্যপতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন । সেই প্রকার চক্ষুঃ
সমূহের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ
সর্বাঙ্গতাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সৰ্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই
করণবান্ হইয়া থাকেন । 'তৎপর তদপেক্ষা আরও আধিক এষ্ট বল হয় ;
ভাষ্য কি ? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর আকাশ বাহ্যে শরীর, অথবা
আকাশের দ্বারা স্তম্ভ বাহ্যে শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর । সেই আকাশ-
শরীর বস্তুটি কি ? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম ব্রহ্মই আকাশ-শরীর । সত্যায়—
মূর্ত্যমূর্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমুদ্বয়) বাহ্যে যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম । ‘প্রাণারাম’—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ বহু
 বা ক্রীড়া বাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় বাহাতে
 তাহার নাম প্রাণারাম । বাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক
 তাহা মনআনন্দ । শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি
 তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ । অমৃত অর্থ—
 মরণরহিত ; এই বিশেষণটি অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং
 মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটি বৃত্তিতে হইবে ।
 হে প্রাচীনকোণ্য, তুমি উক্ত মনোময়াদি ধর্মাবশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা
 কর ; ইহা আচার্য্যের আদ্যোক্তি বৃত্তিতে হইবে । উপাসনা শব্দের যে,
 অর্থ কি, তাহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ
 অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠাঙ্কবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহনুলাকঃ ।

আভ্যাসভ্যাসম্ । যদেহস্যাকৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাশ্রয়জন্ম, তস্মৈ-
 বেদানীং পৃথিব্যাদিপাণ্ডক্তস্বরূপোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসম্ব্যাসযোগাৎ পণ্ডক্তি-
 ছন্দঃসম্পত্তিঃ ; ততঃ পাণ্ডক্তং সর্গম্ । পাণ্ডক্তম্ যজ্ঞঃ, “পঞ্চপদা পণ্ডক্তিঃ ;
 পাণ্ডক্তো যজ্ঞঃ” ইতি প্রোক্তে । তেন যৎ সৰ্বং লোকাভ্যাত্মকং পাণ্ডক্তং
 পরিকল্পয়তি, যঃ সৈব তৎ পরিকল্পয়তি । তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন
 পাণ্ডক্তাত্মকং প্রজাপতিম্ ভস্মদ্যতে । তৎ কথং পাণ্ডক্তং বা ইদং সর্গমিত্যত
 আহ—

আভ্যাস-ভ্যাস্যানুলাদ । পূর্বে বাহ্যতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের
 উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাণ্ডক্ত
 স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যায়ুক্ত, পণ্ডক্তি
 ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত] । এইরূপে পঞ্চ সংখ্যার মান্য থাকায় পৃথিবী
 প্রভৃতিতে ‘পণ্ডক্তি’ ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে ; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত
 পৃথিব্যাতির পাণ্ডক্ত্যাব কথিত হইতেছে । ‘পণ্ডক্তি’ ছন্দটি পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাশ্বক) ; যজ্ঞও পাণ্ডু—পঞ্চাশ্বক' এই ত্রুটি অনুসারে যজ্ঞও পাণ্ডু ; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাও সম্পাদিত হইতেছে , (১) । অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাণ্ডু কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে । সেই পাণ্ডুরূপে বিরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাণ্ডুরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং ত্রৌর্দিশোহিবাস্তুরদিশঃ । * অগ্নির্বায়ু-
রাদিত্যশ্চন্দ্রম! নক্ষত্রাণি । আপ ওষধয়ো বনস্পত্যয়ঃ ।
আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্ । অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোহপানো
বান উদানঃ সমানঃ । চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ । চক্ষু-
মাত্মনঃ স্নাবাস্তি মজ্জা । এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ । পাণ্ডুরং
বা ইদংসর্বম্ । পাণ্ডুরনৈব পাণ্ডুরম্প্রণোতীতি ॥১।১৮ ॥
[সর্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোহনুবাচঃ ॥ ৭ ॥

সন্নলোহঃ । [যদেতদ্ ব্যাক্তিরূপং ত্র্যক্ষোপাস্তমুক্তম্, অধুনা তন্ত্বেব
পংক্তি-পৃথিব্যাদিষক্লপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাदिभिः ।] [তত্রাদৌ

(১) ভাষ্য—‘পণ্ডিত’ নামে একটি বৈদিক ছন্দ আছে । পণ্ডিত ছন্দের প্রত্যেক
চরণে পাঁচটি করিয়া অক্ষর থাকে । এখানেও পাঁচ পাঁচটি পদার্থে এক একটি ভাগ দিয়া
লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, তৃণপঞ্চক, গ্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও দাতৃপঞ্চক, এই চরটি বিভাগ
কল্পনা করা হইয়াছে । পণ্ডিত ছন্দের সহিত ত্রৈলোক্য পঞ্চকসংখ্যার মান্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি
প্রত্যেক ভাগে পাণ্ডুত্ব কল্পনা করিয়া তদুপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে । ‘পাণ্ডু’ অর্থ
পণ্ডিত ছন্দঃস্বরূপ । এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

‘‘পৃথিব্যাধে: কথং পাণ্ডুত্বম্? ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতাং পণ্ডিত্যখ্যত্ব চন্দ্রস: সম্পাদনাদিত্যাহ
পঞ্চসংখ্যোতি । ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পণ্ডিত্যখ্যত্ব: সম্পাদনং, যজ্ঞেব সম্পাদনমপি কর্ত্ব:
শক্যতে, ইত্যাহ—পাণ্ডুত্বং যজ্ঞ ইতি । পণ্ডিত্যজ্ঞমান-পুণ্ড-দেব-মন্ত্রমবিতৈ: পঞ্চভি: সম্পাদ্য
ইতি যজ্ঞ: পাণ্ডু ইত্যর্থ: । (আনন্দসিংহ) । অনুবাদ অনাবশ্যক ॥

অধিদৈবতযুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবলোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্বাঙ্কঃ), অবাস্তবদিশঃ (আগেষ্যাঙ্কঃ), [এতৎ দৈবতপাণ্ডুক্তম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি; তথা আপঃ, ওষধিঃ (তৃণলতাঙ্কঃ), বনস্পত্যঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), 'এতৎ পঞ্চ' ; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাণ্ডুক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূত পিকারহাৎ অধিভূতম্ভোক্তিঃ] । অ. ৮ পৃথিব্যাভবাস্তরদিগন্তং লোকপাণ্ডুক্তম্ অগ্ন্যাণি নবোক্তং দৈবতপাণ্ডুক্তম্, অবাঙ্গায়াভং ভূতপাণ্ডুক্তং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনস্তরং) অব্যায়ং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (উক্তগানী বায়ুঃ), বানঃ (প্রাণা পানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসকধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাণ্ডুক্তম্] । তথা চক্ষুঃ, শ্রাবঃ, মনঃ, বাক্, হৃৎ, [এতদিত্তিয়পাণ্ডুক্তম্] । তথা চর্য, মাংসম্, মায়, (শিরা) অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাণ্ডুক্তম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাণ্ডুক্তম্) অধি-
বিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্বং বৈ (প্রাসিদ্ধৌ) [পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ] পাণ্ডুক্তং (পঞ্চাক্ষরপাণ্ডুক্তিচ্ছন্দোরূপং—
পঞ্চসংখ্যাক্রাওহাৎ পাণ্ডুক্তম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাণ্ডুক্তন (পঞ্চাঙ্কেন)
এব পাণ্ডুক্তং স্পৃণোতি (প্রাণয়তি—পোষাৎ পোষকং চৈতৎ ষয়মপি পাণ্ডুক্তমে-
বেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মুহানানুলাদ । [পূর্বে বাহ্যতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাণ্ডুক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটি বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে]

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ভুবলোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটি অবাস্তর দিক্, [এই পাঁচটি লোকপাণ্ডুক্ত] । অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটি [দেবতাপাণ্ডুক্ত] । আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্প ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটি ভূতপাণ্ডুক্ত] । উক্ত তিনপ্রকার পাণ্ডুক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা ।

প্রাণ (উর্জগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটি প্রাণ-পাণ্ডুক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও শ্রব্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই পাঁচটি ধাতুপাণ্ডুক্ত । ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থপ্রকটকোন লোক) এইরূপে পাণ্ডুক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাণ্ডুক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাণ্ডুক্ত দ্বারাই পাণ্ডুক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮ ।

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক বাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । পৃথিব্যন্তরীক্ষং জ্যোতিশোঃবাস্তুরাদিশ ইতি লোকপাণ্ডুক্তম্ । অগ্নির্জায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাণ্ডুক্তম্ । আপ ওষধয়ো বনস্পত্য আকাশ আশ্রয়তি, ভূতপাণ্ডুক্তম্ । আশ্রয়তি বিরাট, ভূতাদিকারাৎ ইত্যভিভূতমিতি অধিঃ। কাশিদ্দেবত-পাণ্ডুক্তদ্বয়োগলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাণ্ডুক্তয়োঃ যোশ্চাভিহিতত্বাৎ । অথ অনন্তনম্, অধ্যাত্মং পাণ্ডুক্তত্রয়মুচ্যতে -- পাণাদি বায়ুপাণ্ডুক্তম্ । চক্ষুর্গাদি ইন্দ্রিয়পাণ্ডুক্তম্ । চর্ম্মাদি ধাতুপাণ্ডুক্তম্ । এতাদৃশাদং সর্বমধ্যায়ম্ বাহক পাণ্ডুক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য স্বাযর্পেবং, এতদর্শনসম্পন্নো বা কশিচদৃষিঃ, যথো-চকৃত্বান্ কামত্যাং পাণ্ডুক্তং বা ইদং পাণ্ডুক্তেনৈব আধ্যাত্ম্যকেন, সম্ব্যাসামান্যতঃ, পাণ্ডুক্তং বাহ্যং স্পৃশ্যতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মত্বযোগলভ্যত ইত্যেতৎ । এবং পাণ্ডুক্তমিদং সর্কামিত যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । পৃথিবী অস্তরীক্ষ (ভূলোক) স্বর্গ, পুরাদি দিক্ ও অবাস্তর দিক্ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারাই হইতেছে লোকপাণ্ডুক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহাদি দেবতাপাণ্ডুক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পত্য, বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আশ্রা, ইহারাই ভূতপাণ্ডুক্ত । এখানে ২২তম প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ার আয়া অর্থ—বিরাট । এখানে যে ‘অধিভূত’ শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাণ্ডক্ত ঘরেরও উপলক্ষণ ; কারণ, লোকপাণ্ডক্ত ও দেবতাপাণ্ডক্ত, এই দুইটী পাণ্ডক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে ।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাণ্ডক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি বায়ু পাণ্ডক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাণ্ডক্ত এবং চর্মাঃপ্রভৃতি বাত্ম পাণ্ডক্ত । এ পর্য্যন্ত বাহ ও অধ্যাত্ম বাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাণ্ডক্ত বস্তু । ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাণ্ডক্তস্পষ্টিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন । কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাণ্ডক্ত ; আধ্যাত্মিক পাণ্ডক্ত অমুসারে বাহ পাণ্ডক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে । যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাণ্ডক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতিব ফলে নিম্নেও প্রজ্ঞাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

ইতি শ্রীকাথ্যায়ৈ সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোহনুবাকঃ ।

আভাসভাষ্যান্ । ব্যাহত্যাশ্রমো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্ । অনন্তরং চ পাণ্ডক্তব্রহ্মপেণ তস্মৈবোপাসনমুক্তম্ । ইদানীং সর্বোপাসনাব-ভূতস্তোকারস্তোপাসনং বিধিস্থিতে । পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্তমান ওঙ্কারঃ শব্দমাত্রেইপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি ; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্তা-পরস্ত চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ “এতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি” ইতি শ্রুতেঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদে । ইতঃপূর্বে ব্যাহতিকল্পী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে । তাহার পর পাণ্ডক্ত ব্রহ্মপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে । এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঙ্কারোপাসনার বিধান করা হইতেছে । ওঙ্কার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে ; কেননা, ওঙ্কার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি) । শ্রুতি বালিয়াছেন—‘এই ওঙ্কার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়’ ইতি :

ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতৌদত্তসর্বম্ । ওমিত্যেদনুকৃতির্ অ
 ৷ অপ্যো আবেত্যাশ্রাবয়ন্তি । ওমিতি সামানি গায়ন্তি ।
 ওম শোমিতু শস্ত্রাণি ৷ ২২ ৷ । ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতি-
 গৃণাতি । ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌত ৷ ওমিত্যগ্নহোত্রমনুজানাতি ।
 ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যামাহ ব্রহ্মোপাপন্নবানীতি । ব্রহ্মো-
 বোপাপ্নোতি ॥ ১ ॥ ১৯ ॥ [ওঁম্ দশ ॥]

ইতি শীকারাধায়েইষ্টমোহনুবকঃ ॥ ৮ ॥

সংলক্ষ্যার্থঃ । ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্) । ওঁম্ ইতি
 (এষ শব্দঃ) ইদং সর্বম্ (সমস্তং জগৎ) ; এবং চিস্তনীয়মিতিভাবঃ । অপিচ, ওঁম্
 ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমিতিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্তা
 শীকারং প্রকাশয়তি ইতিভাবঃ) । তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিষ্ঠাগার্হং মন্ত্রং দেবান্
 শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেতজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমস্তাং দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি)
 [ঋষিভ্যঃ] ; [৫ অ বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ] । ওঁম্ ইতি [কৃত্বা]
 সামানি গায়ন্তি । ওম্, শোম্ (৭ অ সুখং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনু-
 করণাৎ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি) ।
 অধ্বর্যুঃ (যাজুঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাওঁম্নঃ কায়ানাং বিহিতো
 ব্যাপারঃ গবঃ—কশ্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকশ্মণীত্যর্থঃ, প্রতিগৃণাতি
 (উচ্চারণাৎ) । ব্রহ্মা ঋষির্বিশেষঃ । ওঁম্ ইতি প্রসৌত (কশ্ম অনু-
 জানাতি) । ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি । ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যাম্—ব্রহ্ম
 (বেদঃ) উপাপন্নবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্-ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (ক্রেতে) ।
 (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সাম্যোপোন্নাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদঃ । ওঁম্ এই পদটাই ব্রহ্মা ; কারণ, ওঁম্ই সর্বাঙ্গিক ।
 ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (বেহ কোন কাজের
 কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে) ।
 যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র
 শ্রবণ করাইয়া থাকেন । ওঁম্ উচ্চারণপূর্বক সামগান করেন ;
 [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন ; যজুর্বেদগণ শ্রোতক কস্মৈ ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্বে ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার কলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্য-। ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ওঁ-মিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্বং হি শব্দস্বরূপমোক্ষাধেয়ং ব্যাপ্তম্, “তদবধা শব্দনা” ইতি শ্রুত্যাঙ্করাৎ । “অভিধান-তত্ত্বং হ্যভিধেয়ম্” ইত্যত ইদং সর্বমোক্ষার ইত্যুচ্যতে । ওঁকারস্ত্যর্থ উত্তরো গাথঃ, উপাস্ত্বাৎ তস্ম ।

ওঁমিত্যেতৎ পদ্যুক্ততঃ অঙ্ককরণম্ । করোমি যাস্তামি চেতি কৃতমুক্ত ওঁমিত্যঙ্করো গাথঃ, অতঃ প্রকারোহঙ্করুতিঃ । হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থাচ্ছাতকাঃ । প্রসিদ্ধং হি ওঁকারস্ত্যঙ্করুতিত্বম্ । অপিচ, ওঁপ্রাবদেতি প্রৈষপূর্বমাত্রাবয়বস্তি প্রতিপ্রাবয়বস্তি । তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ । ওঁমশোমিতি শব্দাণাং শব্দসম্বন্ধে শব্দশব্দসম্বন্ধিত্বোপপাদ্যে । তথা ওঁমিতি অধ্বযু্যঃ প্রাণগরঃ প্রাণগুণাতি । ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রমোক্ত অঙ্কজানাতি । ওঁমিতি অগ্নিপোক্তম্ অঙ্কজানাতি, জুহোমান্তুক্ত ওঁমিত্যেবান্তুক্তং প্রযচ্ছাত । ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওঁমিত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রাতঃপাত্নতে অধ্যেষ্যমত্যর্থঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাস্ত্বানি ইতি প্রাপ্নুধ্যৎ গ্রহীত্বামিতি উপাপ্নোত্বেব ব্রহ্ম । “তথা, ব্রহ্ম পবমানানম্ উপাপ্নানীত্যান্নানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যেবাহ । স চ তেনোক্ষাধেয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্বেব । ওঁকারপূর্ণং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলাৎ যস্মাৎ, তস্মাদোক্ষাৎ ব্রহ্মেদুপা-সীতেনিতি বাচ্যার্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি নীক্ষাধায়েহষ্টমাস্ত্রাণ্যাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্র-ভাষ্য-। প্রতিতে ওঁম্ শব্দে পূর্ব য়ে ইতি শব্দটা আছে, উহা স্বরূপানন্দশব্দ । ওঁম্ এই শব্দপটী এককে মনে মনে ধারণ করবে—উপাসনা কখনে ; [কারণ ? যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয় অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দবগ্গই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; কারণ, অতঃপ্রতিতে আঃ যে, [অথথপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইতাদি । অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তথ্যোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্বাধিকবোধক ওঁকার শব্দকে সর্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে । ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্ত ; এই জন্ত তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি প্রত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য । ওঁম্ এই শব্দটী হইতেছে অমুক্তি—অমুক্তরণ (অমুক্তীকারসূচক) ; কেহ কোন কাণ্ডের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অমুক্তরণ করিয়া থাকে ; ততএব ওঁকার পদটী অমুক্তি । স্তুতির হ স্ব ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধ-সূচক অর্থাৎ ওঁকারের যে, অমুক্তিরূপ স্ব প্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে ।

অপিচ, ঋষিকণ্ঠ ‘ও শ্রাবয়’ (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন (১) । এইরূপ সামগগণ (বাহাণ সামগান করেন) ; তাহারাই ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন । শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও ‘ওম্ শোম্’ বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন । এইরূপ অধ্বয়গণ প্রতিকর্ষে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক, যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অমুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অধিষ্ঠোক্ত হোমের অমুক্তি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ‘আমি হোম করি’ এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অমুমতি দিয়া থাকেন । এইরূপ ব্রাহ্মণগণের বেদ অধ্যয়নের পূর্বে ‘আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব’ এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন । অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে ‘ওম্’ এই প্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঁকারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । যেহেতু ওঁকারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরজ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঁকারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাণ্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে অষ্টমাত্মবাক্যের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

স্বাত্ত্ব স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । তপশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, ‘ও শ্রাবয়’ অর্থাৎ অমুক্ত অমুক্ত মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও । এই কথাই পরসেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । ‘ও শ্রাবয়’ ও ‘আশ্রাবয়ন্তি’ কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাধীতরঃ। তপইতি
তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো
মৌদগল্যঃ। তন্ধি তপস্তন্ধি তপঃ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোহিনুবাচঃ ॥ ৯ ॥

অব্রল্লাপ্রতিঃ। [যন্ত পুনত্রন্ধজিজ্ঞাসোকুপাসনৈরপি নান্তমুখতা স্তাৎ,
তেন তু তদর্থং পথমং কর্তব্যং করণীয়মিত্যাহ—‘ঋতং চ’ ইত্যাদি]। ঋতং
(যথাশাস্ত্রং কথ্যবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)।
স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং, তদর্থবিজ্ঞানং
চ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং,
কায়মনোবাক্‌ভিরনুজীয়মানং কৰ্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ
(বহিরিঙ্গিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-
প্রবচনাভ্যাং সহ কথ্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাঙ্গঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ
বা) [আধাতব্যঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যঃ]।
মামুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎ-
পাদা]। প্রজনঃ চ (গোত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)।
[সর্করৈনৈতঃ কর্তব্যমুৎপাদ্যপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এত-
দর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্করোন্মেষঃ, যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং
শ্রেয়ঃ সন্নিহিতামতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষ্যণাং মতভেদ উপলব্ধতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্মামকো
বা) রাধীতরঃ (রাধীতরগোত্রীঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব)
[অন্তুষ্ঠেয়ং মতভেদে]। তপোনিত্যঃ (তপোনীষ্টং, তন্মামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ
(পুরুশিষ্টৈরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অন্তুষ্ঠেয়ং
মতভেদে]। তপা নাকঃ (তন্মামকঃ) মৌদগল্যঃ (মুদগলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে) অমুষ্ঠেয়ে ইতি মন্ততে] । [কৃতঃ ?]
হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ ; [তস্মাৎ তে
এবামুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ । আদরার্থঃ দ্বির্ভচনম্] ॥১২০॥

মূলানুবাদি । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও
একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্যানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভি
প্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসাবে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ,
স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ—
অধ্যাপনা, অথবা প্রতাহ কর্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ । সত্য অর্থ যথার্থ কথন,
অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম । তপঃ অর্থ - প্রাজাপত্য ও
চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি । দান অর্থ - বহিরিন্দ্রিয়-সংযম । শম অর্থ—
অন্তঃকরণের সংযম । ‘অগ্নয়ঃ’ অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়
অগ্নি । অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে । অতিথির পূজা করিবে ।
মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে । সন্তানোৎপাদন কর্তব্য । পৌত্র উৎপাদন
অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক । [বুদ্ধিতে হইবে যে, এ সমস্ত
কার্য্য যেমন কর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে
কর্তব্য । এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও
প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে] ।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে ।] সত্যবাদী
অথবা সত্যবচা নামক রাখীতর (রখীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,
সত্যই অমুষ্ঠেয় । মুদগলপুত্র (মৌদগল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায়
ও প্রবচনকেই মুখ্য অমুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায়
ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্তা । [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ ‘তদ্বি তপঃ’
কথার দ্বির্ভুক্তি করা হইয়াছে] ॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রানুসারিত্বম্ । বিজ্ঞানাদেবাপ্রোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ প্রৌ-
স্বাৰ্ত্তানং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ইত্যন্তস্তস্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি
সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপলভ্যসং—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্ । স্বাপ্যায়োহধ্যয়নম্ ।
প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা । এতানি ঋতাদীনি অমুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা । তপঃ কৃচ্ছাদি । দমঃ বাহু করণোপশমঃ ।
 শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ । অগ্নয়শ্চ আধাতব্যঃ । অগ্নিহোত্ৰঃ চ হোতব্যম্ ।
 অতিথয়শ্চ পূজ্যঃ । মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ ; তচ্চ যথাশ্রা-
 মনুষ্ঠেয়ম্ । প্রজা চোৎপাতা । প্রজনশ্চ প্রজননম্ স্বতো ভাৰ্য্যাগমন-
 মিত্যর্থঃ । প্রজাঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ ।
 সর্কৈরেতৈঃ কৰ্ম্মভিযুক্তস্তাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোহনুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থং
 সর্কৈণ স্বাধ্যায়-প্রবচনগ্রহণম্ । স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্ । অর্থজ্ঞানাদীনং
 চ পরং শ্রেয়ঃ । প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধৰ্ম্মবুদ্ধ্যর্থঞ্চ ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-
 রাদরঃ কার্য্যঃ ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যন্ত, সোহয়ং
 সত্যবচাঃ, নাম ঐ তন্ত । রাধীতরঃ পৃথীতরসগোত্রঃ, রাধীতর আচার্য্যো মনুতে ।
 তপ ইতি তপ এব কৰ্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ, তপোনিত্য
 ইতি বা নাম ; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্তাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মনুতে ।
 স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ যুগলস্তাপত্যং মোদগল্য
 আচার্য্যো মনুতে । তচ্চি তপস্তচ্চি তপঃ । যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব
 তপঃ, তস্মাস্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি । উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং
 পুনর্গ্রহণমাদিকার্য্যম্ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি নীকাধ্যায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই)
 স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্বে কথিত হওয়ায়, প্রতিশ্রুতি-
 বিহিত কৰ্ম্মরশ্মির অনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয় ; সেই আশঙ্কা নিবারণের
 উদ্দেশ্যে, এখন কৰ্ম্ম সমূহের পুরুষাথ- (মুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জ্ঞ
 পরবর্তী প্রতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে ।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্বেই (ঋতং বদিস্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে ।
 স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিজ্ঞা গ্রহণ) । প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা,
 অথবা ব্রহ্মবজ্জ (নিত্য পাঠ) । এই ঋত প্রকৃতি বিষয়গুলি—‘অনুষ্ঠান করিবে,’
 এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে । সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা
 প্রথম প্রতিতে বৈষ্ণব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ । তপঃ অর্থ কৃচ্ছ ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১) । দম অর্থ--বহিরিহ্মিয় সমূহের সংযম । শম অর্থ--
অন্তঃকরণের সংযম । 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান--গ্রহণ করিতে
হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে । অতিথিগণের পূজা করা কর্তব্য ।
মানুষ অর্থ--সাংসারিক লোক-ব্যবহার ; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্তব্য ।
এজা (সজ্ঞান) উৎপাদন কর্তব্য । প্রজন অর্থ--প্রজনন অর্থাৎ গর্ভকালে
ভাষ্যতে উপগত হওয়া । প্রজ্ঞাতি অর্থ--পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে
দারপরিগ্রহ করান । এই সমুদয় কয়ে লিঙ্গ ব্যক্তিরও ব্রতসহকারে স্বাধ্যায় ও
প্রবচন অবশ্যমুঠেয় ; এই অতিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের
সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে,
স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান ; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম
শ্রেয়ঃ (মোক) । আর প্রবচন হইতেছে অদীত বিজ্ঞার বিশ্বাস-নিবারণক এবং
ধনরক্ষি-কারক ; এইজন্ত স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যিক ।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে--] সত্যবচাঃ
—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই
সত্যবচাঃ ; সেই রথীতরগোত্রীয়--রথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয়
বলিয়া মনে করেন । তপোনিষ্ঠ্য অর্থাৎ যিনি সর্বদা তপস্তায় তৎপর, অথবা
তাহার নামই তপোনিষ্ঠ্য ; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্ট আচার্য্য মনে
করেন যে, উক্ত তপস্বী একমাত্র কর্তব্য । নাকনামক মুদগ্গলপুত্র--মৌদগল্য
আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয় ; কেন না,
যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্তা সেই হেতু ঐ দুইটাই অনুষ্ঠেয় । অগ্রে
কথিত থাকে সবেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা
কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে নবম অনুবাকের তাম্রাঙ্গুদ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য--কৃচ্ছ্র অর্থ দামশ দিনসাধ্য প্রাজাপত্য নামক ব্রত । প্রাজাপত্যের
লক্ষণ এইরূপ--"জ্যাহং প্রোক্তব্রাহ্মণঃ সায়ং জ্যাহমন্ত্রাদ্যচিৎ । জ্যাহং পরং চান্দ্রায়ণং
প্রাজাপত্যং চরন্ বিজঃ ॥" অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে ।
তিনদিন ঘষাচিত লভ্য ভক্ষণ করিবে । আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না । ইহাই
প্রাজাপত্যের নিয়ম । চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য । চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার । কৃষ্ণ
প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে ।

দশমোহনুবাকঃ ।

অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা । কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিবা । উর্দ্ধপবিত্রো
বাজিনীব স্বমৃতমশ্বি । দ্রবিশ্চন্দ্রসবর্চসম্ । স্নমেধা অমৃতোক্ষিতঃ ।
ইতি ত্রিশঙ্কোর্বৈদানুবচনম্ ॥ ১ ॥২১॥ [অহংষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ । পূর্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসমুৎপাদে হি নিত্যমবস্থা-
পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—“অহং বৃক্ষস্ত” ইত্যাদিঃ । অহং বৃক্ষস্ত (সংসারতরোঃ)
রেরিবা (প্রেরয়িতা, কৰ্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অশ্বি] । (মম) গিরেঃ
(পর্বতস্ত) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্তিঃ [উন্নতা ভবতু] । বাজিনি (বাজম্
অগ্নং, তদ্ব্যত সবিতরি) স্বমৃতং (স্ন—উদ্ধং, অমৃতং, যুক্তিঃ—তৎসাধনম্
আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং] । [অহম্] উর্দ্ধপবিত্রঃ (উর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং
জ্ঞানপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম যন্ত, তাদৃশঃ) অশ্বি (ভবামি) । তৎ, দ্রবিশ্চ
(ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চসং (দীপ্তিমং ব্রহ্ম), স্নমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ)
অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্বিকারশ্চ) [অক্ষীতি শেষঃ] ।
ইতি (এবং যথাক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্ত ঋষেঃ) বৈদানুবচনং
(বেদঃ—বেদনং, তদন্তু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ । আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কৰ্ম্মদ্বারা
প্রবর্তক । গিরিশৃঙ্গের আয় আমার সমুন্নত কীর্তি হউক ; এবং বাজিতে
অগ্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি
উর্দ্ধপবিত্র, উর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-
মান আছেন । আমিই ধনের আয় প্রিয়, জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ; উত্তম
মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ
বর্জিত । ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু)
এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুদ্ধা প্রতিপত্ত্ব হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৬ গ্রাস পূর্ণ করিবে ।
ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম ।

শাক্তভাষ্যম্ । অহং বৃক্ষস্ত রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থে মন্ত্রান্নায়ঃ ।
স্বাধ্যায়শ্চ বিজ্ঞোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ । বিজ্ঞার্থঃ ই ইদং প্রকরণম্ ; নচান্যার্থঃ
নবগম্যতে । স্বাধ্যায়েন চ বিজ্ঞস্বস্ত্য বিজ্ঞোৎপত্তিরবকল্পতে । অহং বৃক্ষস্ত
উদ্ভেদাত্মকস্ত সংসার-বৃক্ষস্ত রেরিবা প্রেরয়িতা অহমাত্মান্না । কীর্তিঃ খ্যাতিঃ
গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছিতা মম । উর্দ্ধপবিত্রঃ উর্দ্ধঃ কারণং পবিত্রং পাবনং
জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যন্ত সর্বাশ্রনো মম । সোহহং উর্দ্ধপবিত্রঃ ; বাজিনি
ইব বাজবতীব, বাজমগ্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধঃ
অমৃতমাত্মত্বং বিজ্ঞং প্রতিস্থতিশেভ্যঃ, এবং স্ম অমৃতং শোভনং বিজ্ঞ-
মাত্মত্বম্ অশ্মি ভবামি । ১

দ্রবিণং ধনং সূবর্চসং দীপ্তিমদেদাত্মত্বম্, অশ্মী ত্যমুবর্ততে । ব্রহ্মজ্ঞানং বা
আত্মত্বপ্রকাশকত্বাৎ সূবর্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ । অশ্মিন্
পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েতাধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ । সূমেধাঃ—শোঃনা মেধা সৰ্বভূতপক্ষণা
যন্ত মম, সোহহং সূমেধাঃ ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারণৌলযোগাৎ
সূমেধম্ ; অত এব অমৃতঃ অমরগুণম্, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা ;
অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ “অমৃতোক্ষিতোহম্” ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্ । ইহি এবং
ত্রিশঙ্কোঃ ঋষেত্রক্ষভূতস্ত ব্রহ্মবিদঃ বেদাহুবচনম্ ; বেদঃ বেদনম্ শাস্ত্রিক-
বিজ্ঞানম্, তন্ত প্রাপ্তিমহু বচনং বেদাহুবচনম্ ; আশ্রনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রথাপনাপঃ
বামদেবদং ত্রিশঙ্কনা আর্ষণে দর্শনে দৃষ্টো মন্ত্রান্নায় আত্মবিজ্ঞাপ্রকাশক
ইত্যর্থঃ । ২

অন্ত চ জপো বিজ্ঞোৎপত্ত্যর্থোহিবগম্যতে । ‘স্বাতক’ইতি ধর্মোপকাসাদনভূতক
বেদাহুবচনপাঠাদেতদবগম্যতে । এবং শ্রোতস্মার্তেন নিত্যেন কৰ্ম্মসু
যুক্তস্ত নিষ্কামস্ত পবং ব্রহ্ম বিবিদিতোরাধাণি দর্শনানি প্রাচুর্ভবন্ত্যাদি-
বিষয়গীতি ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে দশমাহুবাক ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা’ এই মন্ত্রটি এখানে পাঠ্যরূপে
পঠিত হইয়াছে । বিজ্ঞাপ্রকরণে থাকার বুঝা যাউতেছে যে, বিজ্ঞা-মুৎপত্তির
জন্তই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা । বিজ্ঞালাভের উপায় প্রদর্শনই এই
প্রকরণের উদ্দেশ্য, তজ্জন্য অত্র কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ।
স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিজ্ঞ হইলেই বিজ্ঞার উৎপত্তি সত্ত্বপর হয় ।

আমিই অন্তর্গ্যামিরূপে বৃক্ষের তায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্তক। আমার কীর্তি—খ্যাতি বা মহিমা পরমতত্ত্বের তায় উদ্ভিত বা সমুন্নত। আমিই উর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ উর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, বাহ্যে—সর্বাঙ্গ-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাম্বনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—উর্দ্ধপবিত্র; বাহ্যে—বাক্য অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট স্বর্ঘ্যেতে ঘেরাপ; অর্থাৎ শত শত ঋতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, স্বর্ঘ্যেতে ঘেরাপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও স্ম অমৃত—উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি।

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটির অল্পবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবীণ অর্থ—দ্রবীণের তায়; ধনে (দ্রবীণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবীণের তায়; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সর্বদসত্ত্ব বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবীণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। হ্রমেধা অর্থ—গাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান স্ম—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—হ্রমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা স্ম (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটির অমৃত + উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদমুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশচুনাংক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদু ঋষির এই প্রকারই বেদামুদ্বচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্ম-কল্প বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অমৃত) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদামুদ্বচন। বামদেবের তায় ত্রিশচু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদামুদ্বচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটির জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালভের জন্য, ঋতিস্মৃতিবিহিত নীত্যাকর্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিয়ত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আৰ্য্য বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমাসু বাক্যেভ্যে ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনুচ্যাচার্য্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি ।—সত্যং বদ ।
ধর্ম্মং চর । স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ । আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা
প্রজাতন্তুং মা বাবচ্ছেৎসীঃ । সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধন্যান্ন
প্রমদিতব্যম্ । কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈঃ ন প্রমদিতব্যম্ ।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ । সম্প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরাণ্যে গ্রন্থে নিয়মেন কৰ্ত্তব্যানামুপ-
দেশার্থমহমারম্ভঃ—‘বেদম্’ ইত্যাদিঃ । আচার্য্যঃ অশ্বেবাসিনঃ (শিষ্যম্) বেদং
অনুচ্য (অধ্যাপ্য) অহু শাস্তি (উপদিশতি) । [উপদেশপকারানাহ—] সত্যং
বদ (প্রমাণাবগতমেব তৎ ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ) । ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং
কর্ম্ম) চর (আচর) । স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা
কার্য্যঃ) । আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থে) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহুত্যা
(আনীয়, বিজ্ঞানলক্ষণার্থং দত্তা) [আচায়েণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদি-
সন্তানং) মা বাবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিক্ষেপং মা কার্য্যঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তান-
নুৎপাদয়েত্যর্থঃ) । সত্যং (বোধোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন
কার্য্য ইতি ভাবঃ) । ধন্যং ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানং ন বিরম্ব্যমিত্যর্থঃ
ভাবঃ) । কুশলাৎ (আয়ুর্জ্যোতিষাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতৈঃ
(ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্ । তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং
ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কৰ্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১২২॥

মূলানুবাদ । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসন লাভেব পূর্বে শিষ্যকে যে সমস্ত
কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্তী
শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে ।] আচার্য্য (মানিত্রীদাতা গুরু)
শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি
সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেক্রপ অবগত হইবে ;
ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে । ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ
শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে । স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না । আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে] ; সম্ভান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে । সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না । ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না । আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না । মাতুলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না । অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে ॥ ১১ ২২ ॥

শাক্তব্রহ্মবিজ্ঞানম্ । বেদমন্যুচেত্যেবমাদিকর্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাপ্তব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রোতব্রহ্মাণ্ডানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অমুশাসন-প্রভেদে পুরুষসংস্কারার্থবাৎ । সংস্কৃতস্তু হি বিদুঃসংস্কারজ্ঞানমঙ্গলসেবোপজায়তে । “তপসা কল্মষং হন্তি বিজ্ঞানামৃতমমৃতং” ইতি হি স্মৃতিঃ । বক্ষ্যতি চ “তপসা ব্রহ্ম বিজিগ্যাসস্ব” ইতি । অতো বিজ্ঞোৎপত্তার্থমমৃষ্টেয়ানি কর্ম্মাণি । অমুশাস্তীত্যমুশাসনশব্দাদ্ অমুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ । প্রাপ্তপত্তাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিজ্ঞানরাস্তাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপপত্ত্যানি । উদিত্যাহ ব্রহ্মবিজ্ঞানাম্ “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ।” “ন বিভেতি কুতশ্চন ।” “কিমহং সাধু নাকরবম্”—ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈকিকগ্ৰহণং দর্শয়িষ্যতি । অতোহবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতহরিত-কল্পদ্বারেণ বিজ্ঞোৎপত্তার্থানি কর্ম্মাণীতি । মন্ত্রবর্ণাচ্চ—“অবিজ্ঞায়া যুক্তাং তীর্থা বিজ্ঞানামৃতমমৃতং” ইতি । ঋতাদীনাং পূর্ব্বজ্ঞোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যপহাৎ কর্তব্যতানিয়মার্থঃ ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অষ্টেবাসিনম্ শিষ্যম্ অমুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অমু পশ্যাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ । অতোহবগম্যতে—অধীতবেদস্ত ধর্ম্মজিগ্যাসামকরা গুরুকুলান্ন সমাবহিতব্যমিতি । “বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ” ইতি স্মৃতেশ্চ । কথমমুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণ-বগতং বক্তব্যং চ বদ । তদ্বৎ ধর্ম্মং চর ; ধর্ম্ম ইত্যমৃষ্টেয়ানাং সামান্ত্রবচনম্, সত্যাদিবেশবনির্দেশাৎ । স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ বা প্রমদঃ প্রমাদং বা কার্য্যঃ । আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দবা বিজ্ঞা-নিজ্ঞয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চাহুজাতঃ অমুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রকৃতভুক্তং

প্রজ্ঞা-সন্তানং বা বাব্ধেৎসীঃ ; প্রজ্ঞাসত্ত্বেকিচ্ছিত্ত্বিন কৰ্ত্তব্য। অমৃতপ্ত-
মানেহপি পুত্র, পুত্রকামাদিকাম্যা তদ্বৎপত্তৌ যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ;
প্রজ্ঞা-প্রজন-প্রজ্ঞাতিত্বনির্দেশসামর্থ্যাৎ ; অত্রথা প্রজ্ঞাশেচ্যোতদেকমেবাব-
ক্ষ্যৎ । সত্যং ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কৰ্ত্তব্যঃ ; সত্যচ্চ প্রমদনম্নত-
প্রসঙ্গঃ ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ ; বিশ্বত্যাগানুতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অত্রথা
অসত্যবচনপ্রতিবেদ এব স্যাৎ । ধৰ্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ ; ধৰ্ম্মশব্দস্তানুষ্ঠেয়বিশেষ-
বিষয়ত্বাদ্ অনমুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কৰ্ত্তব্যঃ, অমুষ্ঠাতব্য এব ধৰ্ম্ম ইতি যাবৎ ।
এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থং কৰ্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্ । ভূতিঃ বিভৃতিঃ, তস্যৈ
ভূতৌ ভূত্যাৰ্থাঙ্গলযুক্তাৎ কৰ্ম্মণো ন প্রমদিত্যম্ । বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন
প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কৰ্ত্তব্যো ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । বেদাধ্যয়নের পৰ ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত
ঐতিশ্যবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কৰ্ত্তব্য। সেই সমুদয়ের কৰ্ত্তব্যতা-
জ্ঞাপনার্থ ‘বেদম্ অনুচ্য’ ইত্যাদি ঐতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন না, অধীত-
বেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন ঐতির প্রয়োজন । সংস্কার
দ্বারা বিত্তকচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান ‘নশচয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন
হইয়া থাকে । কারণ, স্বতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে, ‘তপস্তা দ্বারা পাপক্ষয় করে, এবং
বিজ্ঞা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে’ । স্বয়ং এই উপনিষদও
বলিবেন—‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞান’ । অতএব বিজ্ঞা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কৰ্ত্তব্য । [এই ব্যাখ্যায় ঐতিহ্যে অনুশাসনের নিত্যতা
বোধক] ‘অনুশাস্তি’ পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—ঐত্বানু অনুশাসন লক্ষণে
প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে । প্রথমে কৰ্ম্মোপদেশও ইহার অপরাধ কারণ,
অর্থাৎ এই জন্তই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিজ্ঞারস্তের আগে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মসমূহের উল্লেখ করা
হইয়াছে । ঐতি নিজেই ব্রহ্মবিজ্ঞা সমুৎপত্তির পর, ‘অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি)
লাভ কবিতা থাকে’, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না’ ‘আমি কেন উত্তম
কৰ্ম্ম করি নাহি’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কৰ্ম্মের অনাবশ্যকতা
প্রদর্শন করিবেন । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূৰ্ব্বসংকিত পাপধ্বংস-
পূৰ্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য । ‘অবিজ্ঞা (নিত্যকৰ্ম্ম) দ্বারা
মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কৰ্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞা
(উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে’ (১) ইত্যাদি মঙ্গল্যক্য হইতেও

(১) তাৎপৰ্য্য—অবিজ্ঞাত কৰ্ম্মণা অগ্নিহোতাদিানা মৃত্যুঃ স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে। কর্মের আনর্থক্যশঙ্কা পরিহারার্থ পূর্বে ‘ঋত’ প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্মের অবশ্যকর্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে। ১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অস্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অমুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের ‘অমু’—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝায় যে, অদীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মভঙ্গ না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। ‘অবগত হইয়া কন্ম করিবে’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অমুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন। ২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বশিষে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অমুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিছার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অমুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মাহুতরূপা পত্নী গ্রহণপূর্বক প্রজা-তন্ত (সন্তানের ধারা বা বস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। স্রষ্ট্রিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটি কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত স্বত্বকরা আবশ্যক; নচেৎ কেবল ‘প্রজনন’ এই একটীমাত্রের নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদা হওয়া কর্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থেই মিথ্যাতে অমুরাগ বা সম্পর্ক। ‘প্রমাদ’ শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভ্রুপেও মিথ্যা

শব্দবামুভয়ং তীর্ষা অতিক্রমা, বিছারা দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতায়ত্বম্ অমৃত্তে প্রাপ্যোতি। ইতি স্রোশোপনিষদি শাকরভাষ্যম্। সম্ভাৰ্থ এই যে, অবিচ্ছিন্ন অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কন্ম। যত্নে অর্থ—অভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবতাব প্রাপ্তি।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল । ধর্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না । ধর্মশাস্ত্র সাধারণতঃ অমুঠেয় কর্মবিশেষবোধক , তাহার অমুঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্মামুঠান করিবে । এইরূপ, আত্ম রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না । ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না । অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাত্ম্যং ন প্রমদিত্যবম্ । মাতৃদেবো ভব ।
পিতৃদেবো ভব । অচার্য্যদেবো ভব । অতিথিদেবো ভব ।
যান্ননবজ্ঞানি কর্ম্মাণি । তানি সেবিতব্যানি । নো ইতরাণি ।
যান্নশ্রাকং হুচরিতানি । তানি ত্রয়োপাস্তানি । নো
ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

অন্ননার্থঃ । কিন্তু দেব-পিতৃকার্য্যাত্ম্যং ন প্রমদিত্যবম্ । মাতৃদেবঃ
(মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয় যন্ত, সঃ তথা) ভব । পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ
যন্ত, সঃ তথা) ভব । অচার্য্যদেবঃ ভব । অতিথিদেবঃ ভব । [সত্যঃ] যান্নি
অনবজ্ঞানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি
(অবজ্ঞানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি] । অশ্রাকং (অচার্য্যপদবীতাজ্যং)
যান্নি হুচরিতানি (সদাচারঃ), তান্নি ত্রয়া (শিষ্যেণ) উপাস্তানি
(সেবিতব্যানি) । ইতরাণি (অ-হুচরিতানি—আচার্য্যগণাহুষ্টিভাজাপি) নো
(ন) [উপাস্তানি] ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । তথা দেবপিতৃকার্য্যাত্ম্যং ন প্রমদিত্যবম্,
দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কৰ্ত্তব্যে । মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যন্ত সঃ, হং ভব সত্যঃ ।
এবং পিতৃদেবঃ ভব ; অচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবহুপাস্তা
এতে ইত্যর্থঃ । যান্নপি চাত্তানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি
কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কৰ্ত্তব্যানি ত্রয়া । নো ন কৰ্ত্তব্যানি ইতরাণি
সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্তপি । যান্নি অশ্রাকমচার্য্যাজ্যং হুচরিতানি শোভনচরিতানি
আন্নাদ্যাবিরুদ্ধানি, তাংলৈব ত্রয়োপাস্তানি অদৃষ্টার্থীহুঠেয়ানি নিয়মেন
কৰ্ত্তব্যানীভ্যেতৎ । নো ইতরাণি বিপরীতাজ্যচার্য্যকৃতান্তপি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বের ঠায় দেবকার্য ও পিতৃকার্যে প্রমাদ-
 প্রস্তুত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য ও পিতৃকার্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃ-
 দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও;
 আচার্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য ও
 অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবস্ত অর্থাৎ
 অনিন্দিত কর্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম তুমি অমুষ্ঠান করিবে,
 কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম সাবস্ত (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম শিষ্টাশুষ্ঠিত হইলেও
 করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের অুচরিত—বেদাদির আবিরুদ্ধ যে সমু-
 দয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের স্ত্রু সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অমুষ্ঠান
 করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার
 অনুসরণ করিবে না ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চাক্ষুষেষ্টিয়াংমো ব্রাহ্মণাঃ । তেষাং ত্রয়াসনেন
 প্রশ্বসিতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্ । অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্ । শ্রিয়া
 দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্ । অথ যদি
 তে কশ্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্মাৎ— ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্তর ভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যাদিধর্ম্মৈঃ অশ্ব-
 অশ্বস্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন কল্লিাদয়ঃ, তেষামাসনেন
 আসনদানাদিনা ত্রয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং
 শ্রমস্ত্র্যাপনেনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনমিত্তে সমুদ্বিতে,
 তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোহপি ন কর্তব্যঃ; কেবলং তদ্বক্তৃসারগ্রাহিণা ভবি-
 তব্যম্ । যৎ কিঞ্চিদেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্ । অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্ ।
 শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্ । হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্ । ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্ ।
 সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকারণেণ দেয়ম্ । অথ এবং বর্তমানস্ত যদি কদাচিত্তে তে

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ—“উপনয়ন দদেধ আচার্য্যঃ পরিকীর্তিতঃ।”
 (মহু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন। অথবা,
 “আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাতারে স্বাপয়তাপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যন্তেন কীর্তিতঃ।” অর্থাৎ
 যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিখা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ
 আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন ॥

তব শ্রোতে স্মার্তে বা কর্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ
স্তাৎ ভবেৎ — ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা আযুক্তাঃ । অলুক্ষা
ধর্মকামাঃ স্ত্রাঃ । যথা তে তত্র বর্তেরন্ । তথা তত্র
বর্তেথাঃ । অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মার্শিনঃ । যুক্তা
আযুক্তাঃ । অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্ত্রাঃ । যথা তে তেষু বর্তেরন্ ।
তথা তত্র বর্তেথাঃ । এষ আদেশঃ । এষ উপদেশঃ । এষা
বেদোপনিষদ্ । এতদনুশাসনম্ । এবমুপাসিতব্যম্ ।
এবম্ চৈতদুপাস্তম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্রয়োপাস্তানি
বিচিকিৎসা বা স্মার্তেষু বর্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীকার্থায় একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সম্বল্লান্থঃ । তথা, যে কে চ (অপি) অস্বচ্ছ্যেখ্যাসঃ (অস্বচ্ছ্যোহপি প্রশস্ত-
তরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্রয়া তেথাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসন-
দানাদিনা) প্রথাসিতব্যম্ (প্রথাসঃ প্রমাপনয়ঃ) [কর্তব্যঃ] । শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া
অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ) ।
শ্রীনা (সম্পদা) দেয়ম্ ; ত্রিষা (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; (দ্বা ন কীৰ্ত্তনীয়মিতি ভাষঃ) ।
ভিষা (ভয়েন, নতু দশ্বেন) দেয়ম্ । সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্ ।
অথ (এবং বর্তমানস্ম) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্মকিচিকিৎসা বা
(কর্মণি কর্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (গুণে সদাচারে বা
সংশয়ঃ) স্তাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সন্মার্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ)
যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্ৰযুক্তাঃ), অলুক্ষাঃ
(অরুক্ষাঃ বৃহস্পতাবাঃ) ধর্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্ত্রাঃ
(ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তেষু (কর্মসু বৃত্তেসু বা) যথা (যেন
প্রকারেণ) বর্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), তন্ম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ)
বর্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্তথা] । এবঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিৰূপঃ) আদেশঃ

(বিধি:), এষ: উপদেশ: (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অমূল্যজনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতি:) বেদোপনিষদ্‌ (বেদরহস্তম্), এতৎ (বচনজাতং) অমূল্যশাসনং (রাজশাসনভূতম্) । এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্তমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাগম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতবাম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩-৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীকাধ্যায়ে একাদশাঙ্কবাক্যার্থাঃ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় স্মৃতিরিত (সদস্মৃষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর—অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। ঐশ্বভানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্ম বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসম্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহাব মধোও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ. অর্থাৎ কর্তব্যনির্দ্ধারক বিধান ; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা) ; ইহাই বেদোপনিষদ্. অর্থাৎ বেদের রহস্য ; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন ; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এই প্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধায়ে একাদশ অনুবাকের বাখ্যা ॥১১॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণ্যঃ, তত্র কর্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন্, সম্বন্ধঃ কর্তব্যঃ ; সম্বর্শনো বিচারকর্ম্যঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পবপ্রযুক্তাঃ অলক্ষাঃ অক্লকা অকুরমত্তরঃ, দর্শ্যকামাঃ অদৃষ্টার্শিনঃ অকামহতা ইত্যোক্তং ; স্মৃতাঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্মণি বৃত্তে বা বৃত্তেরন, তথা ষ্মপি বৃত্তে ধাঃ । অথ অভ্যাপ্যাতেন্, অধ্যাপ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষণে গম্ভীৰ্জমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিত্, তেন্ চ যথোক্তং সর্বমুপনয়েৎ—যে তত্রৈত্যাदि । এষ আদেশঃ বিধিঃ । এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি । এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যোক্তং । এতদেবাত্মশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্ ; আদেশবাচাস্ত বিশেষকৃত্যং । সপেবা বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ । যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সঙ্গমপাসিতবাং কৃত্বাম্ । এবম্ চ এতদুপাস্তম্ উপাস্তমেব তেতৎ নাহুপাস্তম্, ইত্যাদির্বার্হম্ পুনর্বার্হনম্ ॥১

অত্রৈতচ্চিহ্নাঃ—বিজ্ঞাকর্মণোক্তিবৈকার্থম্—কিং কর্মভা এব কেবলোভাঃ পরং শ্রেয়ঃ ? উত বিজ্ঞা-সংব্যপেক্ষতাঃ ? বাহোঃশিদ্ধিলাকর্মভ্যাং সংহতাত্ম্যম্ ? বিজ্ঞায়া বা কর্ম্যাপেক্ষায়াঃ ? উত কেবলোভা এব বিজ্ঞায়াঃ ? ইতি । তত্র কেবলেভা এব কর্ম্যভ্যঃ স্মৃতাঃ, সমগ্রবেদার্থজ্ঞানবৎ ; কর্ম্যাদিকারাতঃ, “বেদঃ কৃত্বেন্নোহিগণ্ডবাঃ সরহস্তো বিজ্ঞানা” ইতি শ্রবণাৎ । অদিগমশ্চ মহোপনিষদর্শেনাত্মজ্ঞানাদিনা । “বদ্বান্ যজতে” “বদ্বান্ যজযতি” ইতি চ বিদ্বান্ এব, কর্ম্যাদিকারঃ পদার্থ্যে সর্কার, জাহা চাক্ষুজ্ঞানমিতি চ । কৃত্বেন্ন বেদঃ কর্ম্যার্থ ইতি হি মন্তস্তে কেচিত্ । কর্ম্যভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোহনর্থকঃ স্মৃতাঃ । ন ; নিত্যস্ম্যোক্ত্য । নিত্যো হি মোক্ষ ইচ্ছতে । কর্ম্যকার্যজ্ঞানিভ্যং প্রসিদ্ধম্ লোকে । কর্ম্যভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্মৃতাঃ ; তচ্চানিচ্ছ । নহু কাম্য প্রতিবিছরোপ্রনাস্তাৎ আরক্স চ কর্মণ উপভোগেনৈব ফল্যৎ, “নতাত্তর্ধানাচ্চ প্রত্যাবাহুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; তচ্চ ন, কর্ম্যশেষসত্ত্বাৎ তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্ । কৰ্ম্মশেষস্ত চ নিত্যাহুতানেনাবিরো-
ধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ । ২

যদুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন ; ঐতজ্ঞান-
ব্যাতিরেকাহুপাসনশ্চ । ঐতজ্ঞানমাত্রেণ হি কৰ্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানম-
পেক্ষতে । উপাসনক ঐতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষকলম্ ; অর্থান্তর-
প্রসিদ্ধেচ্চ স্তাৎ ; “শ্রোতব্যঃ” ইত্যুক্তম্ । তদ্যতিরেকেণ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইতি যজ্ঞান্তরবিধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্ । ৩

এবং তর্হি বিজ্ঞাসংব্যাপেক্ষেভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ স্তান্মোক্ষঃ ; বিজ্ঞাসহিতানাঞ্চ কৰ্ম্মণাং
ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্ ; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থ্যনামপি
বিষ-দধ্যাদীনাম্ মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিজ্ঞা-
সহিতৈঃ কৰ্ম্মভিশ্মৌক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ ; ন ; আরভ্যস্তানিত্যত্বাদিত্যা-
ক্তো দোষঃ । বচনাদারভ্যোহপি নিত্য এবৈতি চেৎ ; ন ; জাপকত্বাচনশ্চ ।
বচনং নাম যথাভূতস্তার্থশ্চ জাপকম্, নাবিদ্যমানশ্চ কৰ্ত্ত্ব । নহি বচন-
শতেনাপি নিত্যমারভ্যতে ; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ । এতেন বিদ্যা-
কৰ্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মৌক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্ । ৪

বিদ্যা-কৰ্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্তকে ইতি চেৎ ; ন ; কৰ্ম্মণঃ ফলাস্তর-
দর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কৰ্ম্মণো দৃশ্যন্তে । উৎপত্ত্যাদি-
ফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ । গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—“সূর্য্যদ্বারেণ”
“তয়োর্দ্ধিমায়ন” ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ ;
ন ; সর্কগতত্বাদাস্তৃভাশ্চানন্তত্বাৎ । আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্কগতং ব্রহ্ম,
ব্রহ্মাব্যতিরিক্তাশ্চ সর্কে বিজ্ঞানাত্মনঃ ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ । গম্বরত্বদ্বিত্ব-
দেশঃ চ ভবতি গম্ববাম্ । ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব
গম্যতে । তদনন্তত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ “তৎ সৃষ্টী তদেবাহু প্রাবিশৎ ।” “ক্ষেত্রজ্ঞকাপি
মাং বিদ্ধি সর্কক্ষেত্রেয়ু” ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতৈভ্যঃ । গঠৈত্বার্থ্যাদি-
শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্তাৎ যজ্ঞপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং
“স একধা”, “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি” “জ্ঞীভির্কী যানৈর্কী” ইত্যাদি-
শ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তানাম্ । কার্য্যে হি
ব্রহ্মণি জ্ঞাদয়ঃ স্মাঃ ; ন কারণে ; “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “যত্র নান্তৎ পশুতি”
“তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ৫

বিরোধাক্ত বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । প্রলীনকর্ত্তাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয় হি বিজ্ঞা তদ্বিপরীতকারকসাম্যেন কর্মণা বিরূধ্যতে ।
ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্থক্বেতি উত্তরথা দ্রষ্টুং শক্যতে ।
অবশ্যং হস্ততরমিথা স্তাৎ । অন্ততরস্ত চ মিথ্যাব্যপদেশে যুক্তঃ সৎ স্বাভাবিকা-
জ্ঞানবিষয়স্ত বৈতন্ত্য মিথ্যাব্যম্ ; “যত্র হি বৈতমিব ভবতি” “মৃত্যোঃ স
মৃত্যুমাশ্নোতি ।” “অথ যত্রাত্মং পশ্যতি তদন্নম্ ।” “অন্তোহিসাবন্তোহিহমস্মি ।”
“উদরমন্তরং কুরুতে ।” “অথ তন্ত ভয়ং ভবতি” ইত্যাদিশ্রুতিশ্রুতিভাঃ । সত্যং
চৈকত্বস্ত “একৈববাহুদ্রষ্টব্যম্” “একমেবাদিতীয়ম্” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্”
“আত্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ । ন চ সম্প্রদানাদিকারিকভেদাদর্শনে
কর্মোপপদ্যতে । অন্ততদর্শনাপবাদান্চ বিজ্ঞাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রয়ন্তে । অতো
বিরোধো বিজ্ঞাকর্মণোঃ ; অতশ্চ সমুচ্চর্যাহুপপত্তিঃ । ৬

তত্র যদুক্তং সহস্রভাষ্যং বিজ্ঞাকর্মণ্যভাঃ মোক্ষ ইত্যেতদহুপপন্নমিতি ;
তদযুক্তম্, তাৎসহিতত্বাৎ কর্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—সদ্যুপমৃষ্ট কত্রাদি-
কারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দক-
রজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্মবিধি-শ্রুতীনাং নিষিদ্ধস্বাবিরোধঃ ।
বিহিতানি চ কর্মণি । স চ বিরোধো ন যুক্তঃ প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি
চেৎ ; ন ; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্ । বিজ্ঞোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ
সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিজ্ঞয়া নিবৃত্তিঃ
কর্তব্যোতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রযুক্তেতি ন বিরোধঃ । ৭

এবমপি কত্রাদিকারকসম্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরূধ্যত এবোতি
চেৎ ; ন ; বধাপ্রাপ্তমেব কারকান্তিহমুপাদায় উপান্তহরিতক্ষণার্থং কর্মণি
বিদধচ্ছাস্ত্রং যুক্ত্যং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকান্তিহে ব্যাগ্রিয়তে ।
উপচিতহরিতপ্রতিবন্ধস্ত হি বিজ্ঞোৎপত্তির্নাবকল্লাতে ; তৎকয়ে চ বিজ্ঞোৎ-
পত্তিঃ স্তাৎ ; ততশ্চাবিজ্ঞানিবৃত্তিঃ, তত আত্মজিক-সংসারোপবসঃ । অপি চ,
অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্মণি ; তত-
স্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ । তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্ব-
দর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামাহুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্তত্বাৎ কামাহুপপত্তৌ
স্বাত্মত্ববস্থানং মোক্ষ ইত্যতোহপি বিজ্ঞাকর্মণোর্কিরোধঃ । বিরোধাদেব চ
বিজ্ঞা মোক্ষং প্রতি ন কর্মণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মগতে তু পুরোপচিতপ্রতিবন্ধা-
পনয়নদ্বারেন বিদ্যাহেতুঃ প্রতিপত্ত্বন্তে কর্মণি নিত্যনীতি । অত এবাশ্বিন্

প্রকরণে উপলভ্যানি কৰ্ম্মাণীত্যবোচাম । এবঞ্চাবিরোধঃ কৰ্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্
অতঃ কেবলায়। এব বিজ্ঞায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্ । ৮

এবং তর্হি আশ্রমাস্তরানুপপত্তিঃ, কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিচ্ছোৎপত্তেঃ । গৃহস্থসৈব
বিহিতানি কৰ্ম্মাণীতৈতাক্রম্যমেব । অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োহনুকূলতয়াঃ
শ্রুত্যাঃ । ন ; কৰ্ম্মানেকত্বাৎ । নহ্মিহোত্রাদীশ্রুতব কৰ্ম্মাণি ; ব্রহ্মচর্যাং তপঃ
সত্যবচনং শমো দমোহিংস। ইত্যেবমাদৌশ্রুপি কৰ্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি
বিচ্ছোৎপত্তৌ সাধকতমানুসঙ্গীর্ণাণি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ ।
“তপসা ব্রহ্ম বিজিগ্রাসস্ব” ইতি । জন্মান্তরকৃতকৰ্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যবিচ্ছোৎ-
পত্তিসম্ভবাৎ, কৰ্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কৰ্ম্মসাধ্যায়াক বিজ্ঞায়াং সত্যং
গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব । লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্ । পুত্রাদিসাধ্যোভ্যশ্চ অয়ং
লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্ত নিত্যসিদ্ধানুদর্শিনঃ,
কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপগতঃ কথং প্রযুক্তিরূপপত্ততে ? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি
বিচ্ছোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিণাকাধিরক্তস্য কৰ্ম্মস্তু প্রয়োজনমপগতঃ কৰ্ম্মভ্যো
নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, “এত্রিজ্ঞান্ বা অয়েহহমশ্রাং স্থানাদশ্ন” ইত্যেবমাদিশ্রুতি-
লিঙ্গদর্শনাৎ । ৯

কৰ্ম্ম প্রতি ঐতের্থত্বাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম প্রতি
ঐশ্বের্যধিকো যত্নঃ; মহাশ্চ কৰ্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্ ;
তপোব্রহ্মচর্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকৰ্ম্মণাং গার্হস্থ্যেহপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ
ইতরেবাং, ন যুক্তস্বল্যবাদিকল্প আশ্রমভিত্তস্তেতি চেৎ; ন; জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ ।
যত্নস্তং কৰ্ম্মণি ঐতের্থধিকো যত্নইগ্ন্যদি, নাসৌ দোষঃ ; যতো জন্মান্তরকৃত-
মপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিচ্ছোৎপত্তেঃ প্রতি ;
যেন চ, জন্মেনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ ; কেচিৎ কৰ্ম্মস্তু প্রযুক্তা অবিরক্তা
বিজ্ঞাবিষোদনঃ । তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমাস্তরপ্রতিপত্তি-
রেবেশ্বতে । কৰ্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ । পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্ষসাদিলক্ষণস্ত কৰ্ম্মফলভ্যাসম্ব্যয়-
ত্বাৎ তৎ প্রাত চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ ঐতের্থধিকো যত্নঃ কৰ্ম্মহুপ-
পত্ততে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে শ্রাদ্দিদং মে শ্রাদ্দিতি । উপায়ত্বাচ্চ ।
উপায়ভূতানি হি কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞাং প্রতীত্যবোচাম । উপায়ে চাধিকো যত্নঃ
কন্তব্যঃ নোপায়ে । ১০

কর্মনিমিত্তত্বাধিদায়্য। স্বহস্তরানর্থকামিতি চেৎ—কর্মভ্য এব পুণ্যোপ-
চিত্তহরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্মভাঃ পৃথগুপানিষচ্ছ বণাদি-
যজ্ঞোহনর্থক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাতাবাৎ । ন ই. 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিজ্ঞোৎ-
পজ্ঞতে, নতীশ্বর প্রসাদ-তপোধানানন্তমুখানাৎ' ইতি নিয়মোহস্তু ; অহিংসাত্রিক-
চর্যাদীনাঞ্চ বিজ্ঞাঃ প্রতাপকারকভাৎ, সাক্ষাদেব চ কাশ্যব্রাহ্মণ-মনন-
নিদিধ্যাসনাদীনাম্ । অতঃ সিদ্ধান্তপ্রমত্তরাণি । সর্বেষাঞ্চাবিকারো
বিজ্ঞায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিজ্ঞায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥১—৪৥২৪—২৫॥

ইতি শীকাধ্যায় একাদশাঙ্কবাকভাগ্যম্ ॥১১॥ •

ভাষ্যানুবাদ । যে কোন বাশষ্ট লোক আচার্য্যব্রহ্মভূতি
গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কল্মষ প্রভৃতি
নহে ; তাহাদের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস
ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাহাদের প্রমোদন করিতে হইবে । অথবা
কোনও সভা উপলক্ষে তাহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইবে (পদত
হইলে) । তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না, কেবল তাহাদের
প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিবেচ্য প্রদর্শন করিবে না) ।
আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করবে, তাহা শ্রদ্ধাপূরক দিবে ;
অশ্রদ্ধাপূরক দান করিবে না । শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ), তদনুসারে দান
করিবে । লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গলাহুত্তব করিবে না) ; এবং
ভয়ে ভয়ে দান করিবে । সংবিদ্ অথ টেম্ভ্রাদি কার্য্য, সেই সাংঘ্যপূরক
দান করিবে । এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও প্রতিবাহিত
বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত
হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই ঠাণে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত,
সংমর্শী—বিচার সমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আগুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত
(যাহারা পর-পরিচালিত নয়), এবং অলুপ্ত—ক্রম বাক্ত্ররগাক্ত নহে ও ধর্ম্মকামা—
পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই
সমুদয় কর্ম্ম বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে
তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারগুহান
করিবে । ইহার পর যদি তাহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসত্তাবের আশঙ্কা
হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ “যতজ” ইত্যাদি পুণ্যোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনু-
সারে চলবে । ইহাই আদেশ বিধি ; ইহাই উপদেশ—। পতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তজ্জপ। ইহাই বেদোপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অমুশাসন অর্থাৎ জৈমিনের বাণ্য ; পূর্বেই ‘আদেশ’ কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অমুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সম্ভব]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অমুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ ‘এবমু’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বিকল্পিত করা হইয়াছে ॥১

বিজ্ঞা (উপাসনা) ও কর্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞাসাপেক্ষ কর্ম হইতে হয় ? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিজ্ঞা ও কর্ম হইতে হয় ? কিংবা কর্মসাপেক্ষ বিজ্ঞা হইতে হয় ? অথবা কর্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিজ্ঞা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্যাধিকার দৃষ্ট হয় এবং ‘দ্বিজ্ঞাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অদিগত হওয়া আবশ্যক’ এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর ‘বেদবিৎ যজ্ঞ করে।’ ‘বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান’ এবং ‘[বেদার্থ] জানিয়া অমুষ্ঠান করিবে’ ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্যাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্যানুষ্ঠানের জ্ঞানই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত ॥১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটা নিত্য, (জ্ঞাত নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্মজ্ঞ বা কর্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্মফলই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত, অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের অমুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্মের (যাহার অমুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম) অমুষ্ঠানের ফলে প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জ্ঞান আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, জন্মান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জ্ঞানও শরীরান্তর উৎপন্ন

হইতে পারে ; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষতঃ নিত্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে বিরোধ নাই, তখন কৰ্ম্মক্ষেত্রে ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না ।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত দোষ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কৰ্ম্মক্ষেত্রে অধিকার—ইত্যাদি । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাক্ত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যেহেতু ঐশ্বর্য জ্ঞান (শাক্ত জ্ঞান) হইতেই কৰ্ম্মক্ষেত্রে অধিকার জন্মে ; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না । মোক্ষ-ফলের জগৎ-শ্রোত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে । দোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রোত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত ; কেন না, ‘শ্রোতব্যঃ’ বলিয়াও আবার পৃথক্ভাবে ‘মন্তব্যঃ’ ও ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে । আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ; [সুতরাং ঐশ্বর্যজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে] ।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞা-সাপেক্ষ কৰ্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক ? বিজ্ঞা-সহিত মিশ্রিত কৰ্ম্ম সমূহের ত অল্পপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে ? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মস্ত ও শরীরাদির সহিত সাম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কাৰ্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিজ্ঞা-সহযোগে কৰ্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে ; এ কথা যদি বল, তদন্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, আরভা বা জগৎ পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্বেই বলা হইয়াছে । যদি বল, মোক্ষ আরভা অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও ঐশ্বর্য বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে] । বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই বখাযখ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না । কেন না, শত শত কথাও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রই উৎপন্ন বস্তুও অবিদ্যমান বা নিত্য হইয়া যায় না । ইহা দ্বারাই বিজ্ঞা

ও কর্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্তর হইল ।

যদি বল, বিজ্ঞা ও কর্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয় । তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয় । দেখিতে পাওয়া যায়—কর্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) ; অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত । যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্মই হইতে পারে, অর্থাৎ ‘স্বর্গ্য দ্বারে গমন করেন’, ‘সেই মূর্খতা নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন’] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে ‘প্রাপ্য’ কর্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন । ব্রহ্ম সর্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বগত বা সর্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না । সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্ত্য হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্তী হইয়া থাকে । যে বস্তু বাহ্য হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না । আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্ত বা একই বস্তু, তাহাও—‘তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’, ‘আমাকেই সর্বদেহে ক্ষেত্রজ—জীব বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় । আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐর্ষ্যা-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) সংক্ষেপে—সাধারণতঃ কর্ম চারি প্রকার । যথা উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য ও প্রাপ্য । তন্মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বস্তুকে ক্রিয়াঘাত্য বিচ্ছিন্ন বা অভিব্যক্ত করিলে হইবে উৎপাদ্য কর্ম । যেমন—মুক্তিকানিধিত খট । এক বস্তুকে অন্তরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য কর্ম । যেমন—কাঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নিষ্প্রিত হইবে কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা শুদ্ধাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য কর্ম । যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্মল করা, অথবা জ্বর্ণ গৃহের সংস্কার করা । ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম । যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি । এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম বা ক্রিয়াকল নাই ।

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক — 'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি প্রতিটির অর্থই সঙ্গত হয় না ? না, ঐ সমুদয় প্রতি কার্য্য ব্রহ্ম — হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে) । কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে । যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অত কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি প্রতিতে সর্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে ।

বিশেষতঃ বিজ্ঞা ও কর্ম্ম পরস্পর পরিত্রাণী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চ বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না । কেননা, কর্ত্ত্ব-কর্ম্মাদি কারণভেদ নিবারণ করাই বিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিষয় ; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত — কার্য্যাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ । একই বস্তু কখনই কর্ত্ত্বকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক সম্ভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না । ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে । উভয়ের মধ্যে একটিকে মিথ্যাবলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দৈতত্বাবের মিথ্যায় কখনই যুক্তিযুক্ত ; কারণ — 'যে অবস্থায় তৈত্তের তায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু গাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অন্ন (পরিচ্ছন্ন)', 'আমি অত্ম এবং আমার উপাস্ত্র অত্ম — আমা হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অন্নমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত প্রতি হইতে ঐক্য সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয় । আর একতাই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুপ্রতি দ্বারাও সমর্থিত হয় । তাহাও পর, তাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্পদানাদি কাবকেব প্রতীতি না থাকিলে কন্যাশুষ্ঠানেরও উপপাদ্য হয় না । বিজ্ঞা-নিক্রমণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় । অতএব বিজ্ঞা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; বিরোধ বশতঃ উহাদের সমুচ্চ উপপন্ন হইতে পারে না ।

পূর্বে যে, একত্রাশুষ্টিত বিজ্ঞা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না । ভাল, তাহা হইলে 'এ প্রতিবিরোধ উপস্থিত হয় ; কেননা, প্রতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে । অতিপ্রায় এই যে, সর্গাদিবিষয়ে দ্ব্যস্তিজ্ঞান-বিমর্দক ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের তায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসম্ভাব-বিমর্দকরূপেই
বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কৰ্ম্মবিদীর আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না
থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ
শ্রুতিতেই কৰ্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অমুরোধেই
ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না;
কারণ, পুরুষার্ঘ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য বা অভিপ্রেত বিচার
উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত
করিতে হইবে; এইজন্ত সংসারের কারণীভূত অবিচারও নিবৃত্তিসাধন করিতে
হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিচার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং
কৰ্ম্মবিদীর সহিত বিজ্ঞাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। ৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকৰ্ম্মাদি কারকের সম্ভাব-প্রতিপাদক কৰ্ম্ম-
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিযাই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না,
কেন না, কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহাবসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ
করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্ত কৰ্ম্মসমূহ বিধান করিয়া যুগ্মক
চিত্তশুদ্ধি ও ফলাপির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও
কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত
আছে, তাহার হৃদয়ে বিজ্ঞোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি
বিধ্বস্ত হইলেই বিজ্ঞা-সমুৎপত্তি হয়; তাহা হইতেই অবিচারও নিবৃত্তি হয় এবং
তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্বে কখনই হয় না।
অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই
কামনানুসারেই কৰ্ম্মাকুষ্ঠান করে; এবং সেই কৰ্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার
শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে
আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে
না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া
তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পাবে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিতরূপ
মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের মধ্যে পদস্পর্শ
বিরোধ আছে; [কিন্তু বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]।
উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা কোনও কৰ্ম্মের
অপেক্ষা করে না। নিত্য কৰ্ম্ম সমূহ কেবল পূর্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-
বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিজ্ঞা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র । আমরা পূর্বেই বলিয়া রাখি।ছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিজ্ঞা-
প্রকরণে কৰ্ম্মেণ উল্লেখ করা হইয়াছে । এইরূপে কৰ্ম্মবিধায়ক কৃতিসমূহের
কোনও বিরোধ থাকে না । অতএব কেবল বিজ্ঞা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ
লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল ।

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আগ্রহের কোনকপেই
উপপত্তি হয় না ; যেহেতু, যেই কৰ্ম্মাক্ষুষ্ঠান বিজ্ঞোৎপত্তির একমাত্র
কারণ ; সেই কৰ্ম্মাক্ষুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত, সুতরাং
একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয় ; [ব্রহ্মচর্যাাদি আশ্রমের
কোনই প্রয়োজন হয় না] । এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কারবার
বিধায়ক কৃতিসমূহও এ পক্ষে অমুকূল হইতে পারে । না, এ আপত্তিও
হইতে পারে না, কারণ, কৰ্ম্ম অনেকপ্রকার । গৃহস্থের পক্ষে বিহিত
কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মই যে কৰ্ম্ম, তাহা নহে ; পরম অপরাপর
আশ্রমেও কৰ্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, উপবাস, সত্য বচন, শম দম ও অহিংসা
প্রভৃতিও বিজ্ঞাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কৰ্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে
বিद्यমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কৰ্ম্মও
বিহিত আছে, (১) । এখানেও পরে বলা হইবে যে, উপাসনা যাবা এক্ষণে
জানিতে ইচ্ছা কর' ই'ত । যেহেতু জন্মান্তরীয় কৰ্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের
পূৰ্ণেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিজ্ঞোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কৰ্ম্মাক্ষুষ্ঠানের
নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কৰ্ম্মফলেই যদি
বিজ্ঞা লাভ হয়, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত ।
বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য
আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে
বীতস্পৃহ, তিনি কৰ্ম্মাক্ষুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং
কেনই বা তাহার কৰ্ম্মাক্ষুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে ? ফলতঃ তখন তাহার কৰ্ম্মাক্ষু-
ষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব । আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) তৎপৰ্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে ওরূপে লিখিত আছে—“দেবদজ-
শ্চিত্তজ ধারণা” (৩.১৭) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিহীনস্থানে—স্থিরভাবে রক্ষা
করা, তাহার নাম ধারণা । আর—“তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” (পাতঞ্জল ৩.২২)
অর্থাৎ যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিনয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার
নাম ধ্যান ।

লোক বিজ্ঞা উৎপন্ন হইলে পর, বিজ্ঞার পরিপাক বা পরিপকতা দশায় কন্মাস্থ-
 ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কন্ম হইতে
 নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব । এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় ।
 যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] ‘অরে মৈত্রেয়ি, আমি
 এই গৃহস্থাস্রম হইতে প্রত্যাখ্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি’ ইত্যাদি ।১০

ভাল, কন্মাস্থ ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন
 এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কন্ম প্রতিপাদনে
 শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কন্ম সমূহ
 বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কন্মাস্থ ঠানে লোকের ক্লেশ-বাছল্যও রহিয়াছে, এবং
 অজ্ঞাত আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যাदि যে সকল কন্ম করিতে পারা যায়,
 গার্হস্থ্যাস্রমেও সে সকল কন্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয়
 কারণে এবং অজ্ঞাত আশ্রমের জ্ঞাত স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের
 সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । না,
 একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ ।
 পূর্বে যে, বলা হইয়াছে—কন্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিকা ইত্যাদি ;
 ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কন্ম এবং ব্রহ্মচর্যাदि
 নিয়মও বিজ্ঞাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দশন কোন কোন
 লোককে জন্মাবধি বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন
 লোককে আবার কন্মের নিবৃত্ত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিজ্ঞাবিদেষীও দেখিতে
 পাওয়া যায় । অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্য-
 শালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই সঙ্গিত
 হয় । কন্মফলের বাছল্যও অপর কারণ ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যেভ্যঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি
 কন্মফল স্বভাবতই অসাধ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা
 হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কন্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া
 সম্ভব ; কেন না, সর্বত্রই ‘আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক’ ইত্যাকার
 কামনার বাছল্য দেখিতে পাওয়া যায় । উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাদিকের অপর
 কারণ ; উপায় বিষয়েই সর্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেষ (ফল) বিষয়ে নহে ;
 অভিশ্রায় এই যে, কন্মসমূহ হইতেছে বিজ্ঞালাভের উপায় ; [এই জন্যই যে,
 তন্নিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিকা থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্বেই
 বলিয়াছি ।১০

যদি বল,—বিজ্ঞা যদি কন্মনিমিত্তক অর্থাৎ কন্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অত্র বিষয়ে ক্রতির প্রযুক্তপ্রদর্শন করা নির্ব্বক হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কন্মদ্বারা ই বিক্ষত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কন্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্র করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না — একথা বলিতে পার না, কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশানুগ্রহ, তপশ্চা ও ধ্যানাদির অকুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিজ্ঞা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেন না, অংসী একচর্য্যাভিও বিজ্ঞা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিজ্ঞা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গাহস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিজ্ঞাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিজ্ঞা হইতেই যে, প্রেযো লাভ হয় (মুক্তি লাভ হয়.), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—১৥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে এবাদশ অববাকেন ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

শমো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শমো ভবত্বর্য্যমা । শম-
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শমো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
ননস্তে বায়ো ব্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । দ্রামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাবাদিষম্ । সাতমবাদিষম্ । সত্যমবাদিষম্ । তন্মামা-
বীৎ । তদ্বক্তারমাবীৎ । আবান্মাম্ । আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥ ২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পক্ষ ৮ ॥]

॥ ৩ম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ৩ম ॥

ইতি দ্বাদশোহিনুবাকঃ ॥ ১২ ॥

ইতি কৃষ্ণবজ্রকৌদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীকাবলী নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সমুদ্রঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥ ৭ ॥]

সরলার্থঃ । অতীতবিজ্ঞাপিগমে সস্তাব্যমানানামুৎসর্গানামুৎসর্গমা-
র্থোহয়ং শাস্তিপাঠঃ । অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ । বিশেষত্বম্, তত্র
এদিস্তামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু স্মৃতিতকালপ্রয়োগ
ইতি ॥১১২৬॥

মুনানুবাদ ।—ইহার অনুবাদ সর্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে
॥১১২৬॥

শাক্ষরভ্যশ্যম্ । অতীতবিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুৎসর্গশমনার্থং শাস্তিঃ পঠতি
—শং নো মিত্র ইত্যাদি । ব্যাখ্যাতমেতৎ পূৰ্ব্বম্ ॥১১২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি ত্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদ-

শিষ্ণস্ত্রীমচ্ছন্দঃরতগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বাণ্যে

শিক্ষাবল্লীভাষণং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ । অতীত বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে সস্তাবিত বিয়পশমনের
নিমিত্ত “শং নঃ” ইত্যাদি শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন । এই মন্ত্র পূর্বেই
(সর্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী ।

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ঃ ।

আভাসভাস্যাম্ । অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ
পৃষ্ঠিতা । ইদানীন্ত বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ । ঠাতে—

আভাসভাস্যানুলাদ । পৃথকস্থিত বিজ্ঞানাভেরাধায় নিবৃত্তির
কৃত্য পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শান্তিমত পঠিত হইয়াছে ; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ
(সাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রাপ্তিব পতিবন্ধক উপসর্গ
নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ । শং নো ভবত্বর্ধ্যমা । শং
ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ । শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ । নমো ব্রহ্মণে ।
নমস্তে বায়ো । ত্বমেব প্রত্যক্ষং বক্ষ্যামি । ত্বামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্ম বদিষ্যামি । স্নাতং বদিষ্যামি । সত্যং বদিষ্যামি । তন্মামবতু ।
তদ্বক্তারমবতু । অবতু মাম্ । অবতু বক্তারম্ । *

ওঁম্ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্ষ্যং কব-
বাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুবাদঃ । [বক্ষ্যমাণবিজ্ঞাপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানা বিধানানুপশান্তয়ে
শান্তিরিয়ং শিষ্টোহ পঠাতে—‘শং নঃ’ ইত্যাক্ষা ‘সহ নৌ’ ইত্যাক্ষা চ] । নৌ
(আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জানপন্নিয়োগেন) পাবয়তু
[ব্রহ্ম ইতি শেষঃ] । নৌ সহ ভুনক্তু (বিজ্ঞানফলং ভোজয়তু) । বীর্ষ্যং (বিজ্ঞা
তেজোহতিশবৎ) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ) । নৌ (আবয়োঃ)
অধীতং (বিজ্ঞাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্ষ্যবস্তৃৎ) অস্ত ; অথবা তেজস্বিনৌ
(আবাং) [ভবাবঃ] ; অধীতং (অধীতং) বীর্ষ্যবৎ] অস্ত (ভবতু) । মা
বিদ্বিষাবহৈ (বিদ্বিষাবহৈ) ।

* কচিং পুস্তকে ‘শংনো মিত্রঃ’ ইত্যাদিঃ ‘অবতু বক্তারম্’ ইত্যাদিঃ ‘শান্তিমন্তোহয়ং’ নান্তি ।
ব্রহ্মবাদী ভাষ্যাংশোহপি তত্র নান্তি ।

বিদ্যিবাবহৈ (পরস্পরঃ প্রতি বিদেধঃ মা করবাবহৈ) ইতি । [শান্তিমন্ত্র
ত্রির্জনঃ ত্রিবিধোৎপাতশাস্ত্যর্থম্ আদরার্থঃ চ বিজ্ঞেয়ম্ । শং ন ইত্যাদি
শান্তিমন্ত্রস্ত পূর্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১২৭॥

মূলানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিদ্বের
সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিদ্ব প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রবয়
পঠিত হইতেছে । ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা
করুন । ব্রহ্ম আমাদের বিজ্ঞাফল ভোগ করান । আমাদের অধ্যয়ন
বীৰ্য্যশালী হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদেধ না করি । ‘শংনঃ’
ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরুক্তি
অনাবশ্যক । ত্রিবিধ বিদ্ব নিবারণের জন্ত তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত
হইয়াছে ॥১২৭॥

শাকলভাষ্যান্ । ‘শং নো মিত্রঃ’ ইতি ‘সহ নাববতু’ ইতি চ ।
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি পূর্ববৎ স্পষ্টম্ । সহ নাববতিতি । সহ নাববতু,
নো শিষ্যাচার্যো সত্বেব অবতু রক্ষতু । সহ নো ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু ।
সহ বীৰ্য্যং বিজ্ঞানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্বৰ্জ্জয়াবহৈ । তেজস্বিনৌ
তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্ববীতম্ অস্ত, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্তিতার্থঃ । মা
বিদ্যিবাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্ত আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদিত্যাদিবিষেঃ
প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মালীঃ—মা বিদ্যিবাবহৈ ইতি । মৈব নো ইতরেতরং বিদেধ-
মাপদ্যাবহৈ । শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্জনমুক্ত্যর্থম্ । বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিদ্ব-
প্রশমনার্থী চেয়ঃ শান্তিঃ । অবিয়েনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পর-
শেষ ইতি ॥১২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—‘শং নো মিত্রঃ’ ও ‘সহ নাববতু’ ইত্যাদি । ভগাধো
‘শং নো মিত্রঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; [সুতরাং
এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।] ‘সহ নো অবতু’ অর্থ—শিষ্য ও
আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন ; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে
তুল্যরূপে বিজ্ঞাফল ভোগ করান ; আমরা সমানভাবে যেন বিজ্ঞালাভের
উপযোগী বীৰ্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি । তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও
শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থ্যাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থ-
জ্ঞানের যোগ্য হয় । আমরা যেন বিদেধ না করি । অতিপ্রায় এই যে,

বিজ্ঞানগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্ট বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অত্যাশংক্যতঃ কখনও 'বিষেষ বটিতে পারে, সেই বিষেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্ত এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবট্ঠৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিবেষ না করি। তিনবার শাস্তিষদ উক্তির অভিপ্রায় পূর্বেই ব্যাখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিজ্ঞান উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে ব্রহ্মনিবানোন্মত্ত এই শাস্তি-মন্ত্ৰ পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শাস্তিধারা নিঃসরে আত্মবিজ্ঞা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে ; আত্ম-বিজ্ঞাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান ॥১১২৭

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ । তদেবাত্ম্যুক্তা । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । যো বেদ নিহিতং গুহ্যম্ । পরমে বোমন্ । যোহিহ্নুতে সর্বান্ কামান্ নহ । ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি ।

তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্ততঃ । আকাশাদায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অদ্ব্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধীভোহন্নম্ । অগ্নাং পুরুষঃ । স বা গম পুরুষোহন্নরমময়ঃ । তস্মৈ নমো শিবঃ । অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ । গয়মাত্মা । ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপোষ গ্লৌকো ভবতি ॥১১২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে

প্রথমোহনুবাকঃ ॥১১॥

সরলার্থঃ ।—প্রথম* কর্ম্মাবিকল্পাত্ম্যাপাসনানি সোপাধিকমায়দর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সঙ্কোপাধিনিমিত্তাঃ দর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্য' ইত্যাদি ।

ব্রহ্মবিদ্য (ব্রহ্ম—ব্রহ্মত্বম্, পরং ব্রহ্ম বৈদ্যি—বিজ্ঞানাতীতি ব্রহ্মবিদ্য পুরুষঃ) পরং (সর্বাতিশাযি ব্রহ্ম) আপ্রোতি । তৎ : তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যাপ্যোক্তার্থ-দ্বয়ে) এষা (ব্রহ্মমায়া পক্ষ) অভ্যক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি । তৎ, যঃ পুরুষঃ), পরমে বোমন্ (বোয়স্মি অদম্যাকাশে) গুহ্যম্ (গুহ্যবৎ দুস্প্রবেশ্যম্ ব্রহ্ম) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসঙ্গিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিন্নবাসিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম্)। [অত্র চ, সত্যাদৌনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি দিজেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জ্ঞানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশিচতা (যেণাবিনা—সর্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাস্বকপেণ) সৰ্মান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাগ্নোত্তীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো-ন্নয়নসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব নিম্নার্ধং দ্রষ্টয়িতুমাহ—‘তস্মাৎ’ ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আশ্বিনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (স্থলঃ শব্দ-তন্মাত্রাদিঃ) সত্ত্বতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণক-সত্ত্বতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সত্ত্বতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শরূপ-রসস্বভাৱাঃ সত্ত্বতঃ); অদ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সত্ত্বতঃ); পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (ভূগুণভাৱাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অগ্নাৎ (ভোজনতঃ পোষণরূপেণ পরিণতঃ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সত্ত্বতঃ)। সঃ (অন্নসত্ত্বতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধো, ‘বৈ’-পরিণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্মাৎ (পুরুষস্মাৎ) ইদং (প্রসিদ্ধং মন্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাণাভাদিভ্যঃ); ইদং (নাভেরোধাভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছঃ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অৰ্ধে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি . ॥১২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্বে কণ্ঠের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিক্রপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটা মন্ত্র পঠিত আছে—‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম’ ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটাই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না ; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আব
অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । পবন বোম অর্থ—
হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি ; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে
যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত
কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন. অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত
করেন ইতি । এখানেই যে, মন্ত সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত
'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত
তাহার সর্বসংকারণ প্রদর্শিত হইতেছে] । সেই এই ব্রহ্ম হইতে
শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল ; আকাশ হইতে শব্দ-
স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট
অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল,
জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন
হইল । সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (ভূগ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন
হইল ; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত
সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন
হইল । এই ভ্রূত এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম
বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ । সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরসে শির,
দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ. বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা
(সর্ববাস্তুর প্রধান) ; এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহা
অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ
একটী শ্লোক অর্থাৎ সংজ্ঞাপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১৭২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমাস্ত্রবাক্যব্যাপ্য ॥১৭॥

শাংকর-ভাষ্যে । সংতিতাদাবসখাণি কস্মাভবান্ধাত্তাপসনা
হ্মাজানি । অনন্তরঞ্চ অস্বঃসোপাধিকমাদ্ভদর্শনযুক্তং ব্যাখ্যতিষ্যদেণ স্বাভাষ্য-
ফলম্ । নটচৈবত্যা অশেষতঃ সংসারবীজস্তোপমদর্শনমস্মি । অতঃ অশেষোপদ্রব-
ীজস্তাজ্ঞানম্ নিবৃত্ত্যর্থং বিক,সকোপাধিবিশেষাদ্ভদর্শনার্থমিদমাত্রভাতে—

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিত্যাদি । প্রয়োজনং চাত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞান্য অবিজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ । বক্ষ্যতি চ —“বিদ্বান্ন বিভেতি
কুতশ্চন” ইতি । সংসারনিমিত্তে চ সতি, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্বত” ইত্যনুপপন্নম্,
“কৃতাক্রতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ” ইতি চ । অতোহবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞান্য
সৰ্ব্বান্নব্রহ্মবিষয়াদাত্মাহিকঃ সংসারাভাব ইতি । স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্ । নিজ্ঞাত্যেহি
সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিজ্ঞানশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ততে । শ্রবণাদিপূৰ্ব্বকং
হি বিজ্ঞানফলম্, “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতাস্তরেভাঃ । ১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মৈতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমম্ভূতং ব্রহ্ম, তদ্বৈতি বিজ্ঞানাতীতি
ব্রহ্মবিদ, আপ্রাপ্তি প্রাপ্রাপ্তি পরং নিরতিশয়ম্ ; তদেব ব্রহ্ম পরম্ ; ন হ্যন্য
বিজ্ঞানাদন্যন্ত প্রাপ্তিঃ । স্পষ্টঞ্চ কৃত্যন্তঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিম্বেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি—
“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদি । ২

নহু সৰ্ব্বগতং সৰ্ব্বশ্চ চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি ; অতো নাপ্যম্ । আপ্তিশ্চ অন্যথা-
গেন, পরিচ্ছিন্নশ্চ চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা । অপরিচ্ছিন্নং সৰ্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মৈত্যতঃ পরি-
চ্ছিন্নবদন্যন্যবচ্চ তস্মাপ্তিরনুপপন্না । নায়ং দোষঃ । কথম্ ? দর্শনাদর্শনাপেক্ষাত্বাৎ
আপ্ত্যানাপ্তয়োঃ ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপত্বাপি সত্যোহস্ত জীবন্ত ভূতমাশ্রয়ত্বাৎ
পরিচ্ছিন্নান্নময়াস্তাৎ দর্শনাদাসক্তচেতসঃ । প্রকৃতসম্ব্যাপ্তবগন্ত আত্মনোহিবাব-
হিতস্তাপি বাহ্যসম্ব্যাবিষয়সম্প্রতিষ্ঠিততয়া স্বরূপভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-
ভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিজ্ঞান্য অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাশ্রয় আত্মনেন প্রাপ্তপন্নত্বাৎ
অন্নময়াত্তনাত্মভ্যো নাভ্যোহহমস্মীত্যভিমততে । এবমবিজ্ঞান্য আত্মভূতমপি
ব্রহ্ম অনাপ্তং জ্ঞাত্ব । তস্মৈবমবিজ্ঞান্য অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপশ্চ প্রকৃতসম্ব্যাপ্তবগন্ত
নোহবিজ্ঞান্যানাপ্তশ্চ সত্যঃ কেনচিত্তং স্মারিতশ্চ পুনস্তস্মৈব বিজ্ঞান্য আপ্তিবগ্না, “থা
কৃত্যপদিষ্টশ্চ সৰ্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মবদর্শনেন বিজ্ঞান্য তদাপ্তিরূপপত্তত এব । ৩

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সৰ্ব্বশ্চ বক্ষ্যত্বশ্চ । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি
পরমিত্যানেন বাক্যেন বেদতয়া স্মৃতিতয়া ব্রহ্মণোহনির্দিষ্টব্রহ্মপৰিশেষশ্চ
সৰ্ব্বতো বাহ্যত্ব-স্বরূপবিশেষসম্পর্কসমর্থশ্চ লক্ষণশ্চাভিধানেন স্বরূপনির্দিষ্টতয়া,
অনিশেষেণ চোক্তবেদনশ্চ ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণশ্চ বিশেষেণ প্রত্যাগাত্মতয়া
অন্যত্রাপেণ বিশেষত্বায়, ব্রহ্মবিজ্ঞানফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্,
স সৰ্ব্বাত্মভাবঃ সৰ্ব্বসংসারধন্যাতাতব্রহ্মস্বরূপহমেব, নাভ্যদিত্যেতৎ প্রদর্শনায় চ
এষা ঋগুদাঃত্রয়তে—তদেবাভ্যুক্তৈতি । ৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেহর্থেষু এষা ব্ৰহ্ম অভ্যুত্থা স্মৃত্যতী । সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্ । সত্যাদীনি হি জ্ঞানি বিশেষণার্থানি
পদানি বিশেষ্যস্ত ব্রহ্মণঃ । বিশেষ্যঃ ব্রহ্মণঃ বিবক্ষিতঃ হাভেদঃ সত্য । বেত্তত্বেন যতো ব্রহ্ম
প্রাপ্যত্বেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যঃ বিজ্ঞেয়ম্ । অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যভাভেদেব
সত্যাদীন্তে কবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাদিকরণানি । সত্যাদিভিত্তিস্থিতিবি-
শেষনৈর্কিংশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যাস্তরেভ্যো নিষ্কার্যতে । এবং হি তত্ত্বজ্ঞাতং
ভবতি, যদন্তোভ্যো নিষ্কার্যিতম্ ; যথা লোকে নীঃ সঃ সঃ সৃষ্টিভাঃ পদানি ॥৫

নহু বিশেষ্যঃ বিশেষণান্তরং, বা ভচবদ্বিশেষ্যঃ, যথা নানং ব্রহ্মকোঃ পদানি ॥
যদা হি অনেকানি দ্রব্যানোকজাতীযানি অনেকাবশেষণযোগীন চ, তদা বিশেষণ-
স্বার্থবদম্ ; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুরনি, বিশেষণাত্তব্যযোগাৎ, যথা অস্মাবেক স্মাদিত্য
ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন বহুভাবানি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নালোৎপন্নবৎ ।
ন ; লক্ষণার্থাদ্বিশেষণানাম্ । নাবং দোষঃ । কস্মাৎ ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশে-
ষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্তেব । কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যযোগশেষণবিশেষ্যয়োরা
বিশেষঃ ? উচ্যতে—সজ্ঞানীয়েভ্য এব নিবৃত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্ত,
লক্ষণঃ তু সর্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাবকাশানি ॥ লক্ষণার্থক বাক্যমিত্য-
বোচাম ॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বন্ধাৎ পরাধ্বাৎ, বিশেষ্যাত্মা হি তে ; অতএব
একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বন্ধাৎ—সত্যং লক্ষ,
জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি । সত্যমিতি—যদপেক্ষ যন্নিশ্চিতং, তদপেক্ষ ন ব্যাভি-
চরতি, তৎ সত্যম্ । যদপেক্ষ যৎ নিশ্চিতং, তদপেক্ষ ব্যাভিচরং তদনৃত্যমিত্যুচ্যতে ।
অতো বিকারোহনৃতম্, “ব্যচরিত্বং বিকারো নামধেয়” শ্রুতিকেন্দ্রং সত্যম্”,
এবং সন্দেহ সত্যমিত্যবধারণাৎ । অতঃ “সত্যং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবৃত্তম্ ।
অতঃ কারণস্তং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ ।

কারণস্ত চ কারণম্ । ইত্যং মূৰ্দ্ধনিকপত্যা চ প্রাপ্তা ; অত ইদমুচ্যতে—
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি । জ্ঞানং জ্ঞাপ্তিদ্রব্যোপ-ভাবসামনো জ্ঞানশব্দঃ, নহু জ্ঞান-
কৰ্ত্তৃ ব্রহ্মবিশেষণভাৎ সত্যানন্তাত্ম্যং সহ । ন হি সত্যাত্মী অনন্তত্যা চ জ্ঞান-
কৰ্ত্তৃঃ সত্যপপত্তেত । জ্ঞানকৰ্ত্ত্বেন হি বিক্রয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ,
অনন্তক ? যদ্বি ন কৃতশ্চিং প্রবিভক্তং, তদনন্তম্ । জ্ঞানকৰ্ত্ত্বেন চ জ্ঞেয়-
জ্ঞানাত্ম্যং প্রবিভক্তমিত্যনন্তত্যা ন সত্যং, “যএ নান্ত দ্ব্যজানানি স ভূমা, অথ
যত্রাত্ত্বিজানানি তদনন্তম্” ইতি শাস্ত্রভাঃ । “নাত্ত্বদ্বিজানানি” ইতি বিশেষ-

প্রতিবেদ্যং আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ ; ন ; ভূম-লক্ষণবিধিপরাধাক্যাস্ত ।
 “যত্র নাভ্যং পশ্চতি” ইত্যাদি ভূয়ো লক্ষণবিধিপরাং বাক্যম্ । যথা প্রসিদ্ধমেব
 অতোহত্বেং পশ্চতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূম্বরূপং তত্র
 জাপ্যতে । অতঃপ্রহণত্ব প্রাপ্তপ্রতিবেদ্যার্থত্বান্ন স্বায়নি ক্রিয়াস্তিত্বপরাং বাক্যম্ ।
 স্বায়নি চ ভেদাভাবাঘিজনানুপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জাত্ৰতাবপ্রসঙ্গঃ,
 জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ ; ন ; যুগপদনশ-
 ত্বাৎ । ন হি নিরবয়বস্ত যুগপচ্ছজ্ঞেয়-জাতৃত্বোপপত্তিঃ । আত্মনশ্চ ঘটাদি-
 বদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্ । ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্ত জ্ঞানোপদেশো-
 হর্থবান্ । তস্মাৎ জাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ । সন্মাত্রত্বক্যানুপপন্নং জ্ঞান-
 কর্তৃত্বাদি বিশেষবধে সতি ; সন্মাত্রত্বক সত্যম্ “তৎ সত্যম্” ইতি প্রত্যস্তরাৎ ।
 তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্ত প্রয়োগান্তাবসানো
 জ্ঞানশব্দঃ । “জ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্তার্থ, মূঢ়াদিবদচিক্রপতা-
 নিবৃত্ত্যর্থক প্রযুক্ত্যতে । “জ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্বম্, লৌকিককৃত
 জ্ঞানস্ফাণ্ডবদর্শনাৎ । অতন্তান্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি ॥৯

সত্যাদীনামনৃত্যাদিপদান্নিবৃত্তিপরাধাৎ বিশেষ্যস্ত চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধ-
 ত্বাৎ—“যুগত্বাভ্যাসি স্নাতঃ যপুং কৃতশেষরঃ । এষ বক্ষ্যামুতো যাতি শশশৃঙ্গ-
 ধনুর্ধরঃ” ইতিবৎ শূন্তার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদি বাক্যাস্তেতি চেৎ ; ন ; লক্ষণার্থত্বাৎ ।
 বিশেষণত্বেনাপি সত্যাদীনাম লক্ষণার্থপ্রাধান্তমিত্যাবোচ্যম্ । শূন্তো হি লক্ষ্যো-
 অনর্থকং লক্ষণবচনম্ । অতঃ লক্ষণার্থত্বান্নাত্মমাহে—ন শূন্তার্থত্বেন । বিশেষণার্থ-
 ত্বেনাপি চ, সত্যাদীনাম স্বার্থাপরিতাগ এব । শূন্তার্থত্বেন হি সত্যাদিশব্দানাং
 বিশেষ্যনিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ । সত্যান্তর্থে রর্থবধে তু তদ্বিপরীতধর্মবজ্ঞ্যো বিশে-
 ষ্যোভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্ত নিয়ন্তৃত্বানুপপত্ততে । ব্রহ্মশব্দোহপি স্বার্থে নার্তবানেব ।
 তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবদপ্রতিবেদ্যধারেণ বিশেষণম্ ; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থ-
 সমন্বয়েনৈব বিশেষণে ভবতঃ ॥১০

‘তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ’ ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুর্যৈশ্চ ব্রহ্ম ।
 “এতস্মানন্দময়মাত্মানমপসঙক্রামতি” ইত্যে চ আত্মতাং দর্শয়তি । তৎ প্রবেশাচ্চ ;
 “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইতি চ তদ্বৈশ্বব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি ।
 অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম । এবং তর্হি আত্মত্বজ্ঞানকর্তৃত্বম্, ‘আত্মা জ্ঞাতা’ ইতি
 হি প্রসিদ্ধম্, “সোহকাময়ত” ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; অতো

জ্ঞানকর্তৃজ্ঞানজ্ঞাপ্তির ক্ষেত্রেত্যুক্তম্। অনত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জ্ঞপ্তিজ্ঞানমিতি
 হাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিতাঃ প্রসঙ্গোত; পারতন্ত্র্যক; ধার্মধানাং কাবচা-
 পেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোহস্মি অনিতাঃ পরতত্ত্বতা চ। ন; স্বরূপা-
 ব্যতিরেকেন কার্যাহোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বাপ্নং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে;
 অতো নিতৈব। তথাপি বুদ্ধেরূপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিহৈরাক্ষয়াকারপরি-
 গামিত্বা বেষজ্ঞাতাকারাবতাসাঃ, হে আত্মবিজ্ঞানস্মি বিষয়ভূতা উৎপত্তমানা
 এবাভ্যবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদান্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবশ্যাশ্চ তে 'বজ্ঞান-
 শব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব দৃশ্যা 'বক্রয়াকপা ইত্যবिवেকিভিঃ পবি-
 কল্পান্তে। ১১

যত্ত্ব জ্ঞানো বিজ্ঞানম্, ১২ সতি উপকাশবদগ্ৰন্থাৎস্বচ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং
 স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারিণাত্মস্বাভাসম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্বভাবানাং চ
 তেনাবিভক্তদেশকালীয়াং কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়ত্বত্বাৎ। ন
 তস্মাত্তদবিজ্ঞেয়ং স্তম্ভং বাবহিতং বিপ্রকষ্টং ভূতং ভবঃ বিশ্বদ্য অস্তি। এতৎ
 সর্বত্র তদ্বজ্ঞ। মন্তর্ণোক্ত—“অপানিপাদো জ্ববনো গ্রন্থীতা পশুতাচক্ষুঃ স
 গুণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্মাপ্তি বেত্তা তমাহরগাং পুঙ্খম মহাত্মনম্”
 ইতি। “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্কিপ'রলোপো যিচ্ছতেহবিনাশিত্বাৎ, নতু
 তদ্বিতীয়মস্তি” ইত্যাদিপ্রত্যেতৎ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদি
 নিমিত্তানপেক্ষ্যত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেনি নিত্যত্বপ্রসঙ্গিঃ; অতো নৈব
 ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়াকপত্বাৎ ৥১২

অঃ এত চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্বজ্ঞ। তথাপি
 বদাত্মস্বাচকেন বুদ্ধিবর্ষবিশেষণ জ্ঞানশব্দেন ব্রহ্মজ্ঞাত; নতু ইত্যেত, শব্দ-
 প্রবৃত্তিহেতু-জ্ঞাত্যা'দিদৃশ্যনতি ব্রহ্ম। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ববিশেষপ্রত্যক্ষমিত
 স্বরূপত্বাদ্ব ব্রহ্মণঃ সত্যসত্তাসামান্যবিশেষণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি;
 নতু সত্যশব্দবাচ্য বহু। এতৎ সত্যাদিশব্দা ইত্যেতৎসম্মিধানাদিত্যেত-
 ন্নিয়মানিয়ামকঃ সত্ত্বঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্তকা লক্ষণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি।
 অঃ সিদ্ধম্ “যতো বাচো নিবর্তন্তেহ প্রাপ্য মনসা সহ” “অনিক্ষেহ নিলয়নে”
 ইতি চাবাচ্যম, নীলোৎপলবদবাক্যার্থব্রহ্ম লক্ষণাঃ ৥১৩

তদ্যথাব্যাপ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজ্ঞানান্তি, নিতীত্যং দিত প্ৰহায়ান,
 গৃহতেঃ সংবরণার্থম্—নিগূঢ়া অগাং জ্ঞানভেদজ্ঞাতুপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ,
 গুণাবস্থা ভোগাপবর্গো পুরুষার্থাবিতি বা, তস্মাৎ পরমে প্রকৃষ্টে বোমন বোয়স্মি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে ; তদ্ধি পরমং বোম, “এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ” ইত্যক্ষরসন্নিবর্ত্য ; ‘গুহায়াং বোমন্’ ইতি বা সামান্যিকরণাদব্যাকৃতাকাশ-
মেব গুহা ; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্কে পদার্থাস্ত্রিষু কাণেষু, কারণত্বাৎ স্বস্মতরহাচ্চ ;
তস্মিন্তনুনিহিতং ব্রহ্ম । হাদ্ধিমেব তু পরমং বোমেতি ত্রায্যন্, বিজ্ঞানান্বয়েন
বোয়ো বিবক্ষিতত্বাৎ । “যো বৈ স বহির্দ্বা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোহন্তঃ-
পুরুষ আকাশঃ যোহয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ” ইতি ঐত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হাদ্ধি-
বোয়ঃ পরমত্বম্ । তস্মিন্ হাদ্ধি বোয়স্মি যা বুদ্ধিগুহা, তস্তাং নিহিতং ব্রহ্ম
তদ্যাবৃত্ত্য বিবিক্ততয়োগলভ্যত ইতি । ন হত্বা বিধিষ্টদেশকালসম্বন্ধোহস্তি
ব্রহ্মণঃ, সর্কগতত্বান্নির্কিশেষত্বাচ্চ । ১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ; কিম্ ? ইত্যাহ—অগ্নুতে ভুঙ্তে সর্কান্
নির্কিশেণান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ । কিমশ্বদাদিবৎ পুত্রবর্গাদিন্
পর্যায়ণ ? নে’্যাহ—সহ যগপদ্ একক্ষণোপাট্টানেব একযোগলভ্য
সবিত্ত্বপ্রকাশব্রহ্মিতয়া ব্রহ্মব্রহ্মপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম “সত্যং জ্ঞানম্”
ইতি । এতন্তদ্ব্যচ্যো—ব্রহ্মণা সহেতি । ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মব্রহ্মপেণৈব
সর্কান্ কামান্ সহাগ্নুতে ; ন তথা, যথোপাধিক্তেন স্বরূপেণানো
জলস্বরূপাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদি-
করণাপেক্ষাংশ্চ সর্কান্ কামান্ পর্যায়ণাগ্নুতে লোকঃ । কথং তর্হি ?
যথোক্তেন প্রকারেণ সর্কজেন সর্কগতেন সর্কায়না নিত্যব্রহ্মাশ্বরূপেণ
ধর্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্কান্ কামান্ সহাগ্নুত-
ইত্যর্থঃ । বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্কজেন । তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্কজত্বম্ ।
তেন সর্কজস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অগ্নুত ইতি । ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ । ১৫

সর্ক এব বস্মার্থঃ “ব্রহ্মবিদাপোতি পরম্” ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন স্মৃত্ততঃ ।
সচ স্মৃতিতোহর্থঃ সংক্ষেপতো মদ্বৈপ বাখ্যাতঃ ; পুনস্তস্মৈব বিস্তবেণার্থনির্ণয়ঃ
কর্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বৃতিস্থানোবো গ্রহ আরভাতে—তস্মাদ্ধা এতস্মাদিত্যাদি ।
তত্র চ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তত্বাৎ
আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতঃচেতি । তদ্ব্যথা দেশতো-
হনন্ত আকাশঃ ; ন হি দেশতন্তস্ত পরিভেদোহস্তি । ন তু কালতঃসানন্ত্যং
বস্তুতঃশচাকাশস্ত । কথ্যং ? কার্যত্বাৎ । নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কাল-
তোহপ্যন্তবস্তুম্ অকার্যত্বাৎ । কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছদ্যতে ;
আকার্য্যক ব্রহ্ম । তস্মাৎকালতোহভ্যানন্ত্যম্ । তথা বস্তুতঃ । কথং পুনর্ক-

স্তব আনন্ধ্যম্ ? সৰ্বানন্তৰাং । ভিন্নং হি বস্তু বস্তুস্তরস্তাস্তো ভবতি ; বস্তুস্তর-
বুদ্ধির্হি প্রসক্তাষস্তুস্তরান্নিবৰ্ত্ততে । যতো বস্তু বুদ্ধেনিবৃত্তিঃ । স তস্তাঃ ।
তদ্বৰ্ণা গোত্ববুদ্ধিরম্বৰ্ণাং নিবৰ্ত্ততে, ইত্যম্বৰ্ণাস্তং গোত্বম্—ইত্যম্ববদেব ভবতি ।
স চাস্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ । অতো বস্তুতোহপ্যা-
নন্ত্যম্ । ১৬

কথং পুনঃ সৰ্বানন্তৰাং ব্রহ্মণ ইতি ? উচ্যতে—সৰ্ববস্তুকারণাং ।
সৰ্বেষাং হি বস্তুনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম । কার্য্যাপেক্ষয়া
বস্তুতোহন্তবস্তুমিতি চেৎ ; ন ; অন্তত্বাং কার্য্যস্ত বস্তুনঃ । নহি কারণ-
বাস্তিরেকেন কার্য্যং নাম বস্তুতোহন্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবৰ্ত্তেত ; “বাচারগুণং
বিকারো নামধেয়ং মূক্তিকেতোব সত্যম্” এবং ‘সদেব সত্যম্’ ইতি ণত্যস্তরাং ।
তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাং দেশতত্ত্বাবদনস্তং ব্রহ্ম । আকাশো হনন্ত ইতি প্রাসক্তঃ
দেশতঃ ; তস্মদেব কারণম্ ; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ধ্যম্ । নহি
অসৰ্ব্বগতাং সৰ্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিকিদ্গৃহেত । অতো নিরতিশয়-
মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ । তথা অকার্য্যত্বাং কালতঃ ; তত্ত্বস্তবস্তুরাভাবাচ্চ
বস্তুতঃ ; অত এব নিরতিশয়সত্যম্ । ১৭

তস্মাদিতি মূগবাক্যত্বজ্ঞতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে ; এতস্মাদিতি মূগবাক্যকোন
অনন্তরং যথালক্ষিতম্ । যদ্বন্ধ আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যকোন মূক্তিম্, যচ্চ “সঃ
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মন আত্মব্রহ্ম-
বাচ্যত্বং ; আত্মা হি তৎ সৰ্ব্বতঃ ; “তৎ সত্যং স আত্মা” ইতি শ্রুতাস্তরাং ; অতো
ব্রহ্ম আত্মা । তস্মাদেতস্মাদব্রহ্মণ আত্মব্রহ্মণাং আকাশঃ সত্ত্বতঃ সন্মুৎপন্নঃ ।
আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূক্ত-দ্রব্যবান্ । তস্মাদাকাশাৎ শ্বেন
স্পর্শগুণেন, পূৰ্ণেন চ আকাশগুণেন শ্বেন দ্বিগুণো বায়ুঃ, সত্ত্বত্ব ইত্যনন্তৰ্ত্ততে ।
বায়োশ্চ শ্বেন রূপগুণেন পূৰ্ণীভ্যাক্ষ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সত্ত্বতঃ । অগ্নেশ্চ শ্বেন
রসগুণেন পূৰ্ণৈশ্চ ত্রিগুণৈশ্চ চতুর্গা আপঃ সত্ত্বতঃ । অস্ত্যঃ শ্বেন গন্ধগুণেন
পূৰ্ণৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সত্ত্বতঃ । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভাঃ
অন্নম্ । অন্নং রেতোকপেণ পরিণতং পুরুষঃ শিরঃপাণাদ্যাকৃতিমান্ । ১৮

স তৈব এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি
সৰ্কেভ্যোহৈকেভ্যস্তেজঃসত্ত্বতঃ রেতো বীজম্ । তস্মাদ্ যো জায়তে, সোহপি তথা
পুরুষাকৃতিরেব ত্বাং ; সৰ্ব্বজাতিযু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনং ।
সৰ্কেষামপান্নরসবিকারত্বং ব্রহ্মণঃগুহ্যে চাবিশিষ্টে, কথ্যং পুরুষ এব গৃহ্যতে ?

প্রাধাত্ম্যং । কিং পুনঃ প্রাধাত্ম্যং ? কর্মজ্ঞানাধিকারঃ । পুরুষ এব হি শক্ত্বা-
দর্থিহ্ম অর্থ্যুদন্তত্বাচ্চ কর্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, “পুরুষে হেবাবিস্তরামাত্মা, স
হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশুতি, বেদ শ্রুতং, বেদ
লোকালোকৌ, মর্ত্যো নামৃতমীক্ষতীত্যেবং সম্পন্নঃ ; অথৈতরেবাং পশ্নামশনামা-
পিপাপে এবাভিবিজ্ঞানম্” ইত্যাদিশ্রুতাত্তর্যদর্শনাৎ ৷১৯৥

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যায়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্মৈ চ বাহ্যাকার-
বিশেষেদ্বনাশ্চানু আত্মাবাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কক্ষিৎ সহসা অন্তর-
তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্তৃমশকৌতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া
শাখাচক্ষ-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্যাহ - তত্ত্বদমেব শিরঃ ৷২০৥

তস্মৈ অস্মৈ পুরুষস্তান্নরসময়স্ত ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্ । প্রাণময়াদিধ-
শিরসাং শিরশ্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গে মা ভূদ্বিতি ইদমেব শিব
ইভ্যুচ্যতে । এবং পক্ষাদিষু যোজন্য । অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুখস্ত,
দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অয়ং সর্বো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ । অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ
আত্মা অঙ্গানাম্ “মধ্যং হেবামঙ্গানামাত্মা” ইতিশ্রুতে: । ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্
যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । প্রতিষ্ঠিত্ত্যনযেতি প্রতিষ্ঠা । পুচ্ছমিব পুচ্ছম্,
অশোলম্বনসামান্যত্বাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্ । এতৎ প্রকৃত্যোরবেশাং প্রাণময়াদীনাং
রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তক্রুততাত্রপ্রতিমাবৎ । তদপোষ শ্লোকো ভবতি । তৎ
তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১৷২৮৥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমাত্মবাকভাষ্যম্ ৷১৥

ভাষ্যানুবাদ । যাহা কথের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ
প্রথমতঃ ‘সংহিতা’ প্রকৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে ; অন্তর
বাহ্যত্ব দ্বারা স্বাভাৱ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে । কিন্তু
তথ্য ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয় না ।
অতএব সর্বানুগে বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তিব জ্ঞাত সর্বোপাধিবিবর্জিত
নির্কিংশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—‘ব্রহ্মবিদ্
আপ্নোতি পরম্’ ইত্যাদি ।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রয়োজন হইতেছে—অবিজ্ঞান নিবৃত্তি (১) ; তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জ্ঞান জন্মবরণপ্রবাহ ধামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—‘বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না’ ইতি। সংসাররূপ কারণ বিজ্ঞান থাকিতে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছে যে, ‘কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সম্বাদ দেয় না’। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্বাঙ্গিক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যিক ; এই জ্ঞান শ্রুতি নিজেই ‘ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্’ এই বাণীদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়াদিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

(১) তাৎপর্য—নমু যথা ‘আপ্নোতি ব্রাহ্মজ্ঞান’ ইত্যপবিত্রাফলমুক্তং সংসারপোচরমেব, তথা পরবিজ্ঞানফলমপি “সোহব্রহ্মতে সর্ক্সান্ কামান্” ইতি সর্ক্সবিষয়-সাধ্যানান্যনান্ সংসারপোচর-নেব লক্ষ্যমিষ্যতি, কথমাতান্তিকঃ সংসারভাবঃ? ইত্যন্ত গ্রাহ—প্রয়োজনং চাত্তাঃ ততি। সর্ক্সকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিবাঙ্কিতবিবক্ষিতা। সাচ স্বভাবানন্দানন্তিবাঙ্কিতরূপাবিজ্ঞাননিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারপোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (জান-দগিরিকৃত টীকা)।

সর্ক্সার্থ এই যে, পূর্বে কথিত অপর বিজ্ঞান ফলনির্দেশের সময় যেমন ব্রাহ্মজ্ঞান (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিজ্ঞান ফলনির্দেশের ফলেও যে, ‘তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন’ বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোমলকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত। এই আশঙ্কা-নিরাসেব যন্ত্র প্রাচ্যকার ‘প্রয়োজনং চাত্তাঃ’ বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিজ্ঞান মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে “সর্ক্সান্ কামান্” কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিজ্ঞান, সেই অবিজ্ঞাননিরাস দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। ‘অন্যচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারপোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিজ্ঞান প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিজ্ঞান হইতেছে তাহার সাধন বা নির্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক ; নচেৎ বিবেচক লোকের সেৱণ অশ্লিষ্টকার প্রযুক্তি জন্মে না। এই জ্ঞান লাভকারণ বলিয়াছেন—“জ্ঞাতার্থঃ জ্ঞাতসম্বন্ধঃ জ্ঞাতুং জ্ঞাতা প্রযুক্তিতে। গ্রহাহী তেন বস্তুভ্যাঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ” ইতি ।

প্রতিপাত্ত বিবয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিস্তার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে’ ইত্যাদি অত্র শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিজ্ঞাফল লাভ হয়।১

‘ব্রহ্মবিদ’,—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ; ‘আপ্নোতি’ অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘পর’ শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অত্র বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—‘যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়’, ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সৰ্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক বস্তুর) দ্বারা তাহার প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্ৰাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাত্ম দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নিশ্চিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্র আসক্ত বা অশুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন [‘দশমঃ ত্রয়সি’ স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সন্নিবেশপূরণে অর্থাৎ অত্র ব্যক্তিতে দশম সংখ্যা নির্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) তাৎপৰ্য্য - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটা অসিদ্ধ পদ আছে—একদা দশজন লোক গ্রামা-
জ্ঞেরে ঘাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সঁতারে পার হইল। পর
পায়ে ঘাইয়া তাহারা মনে করিল যে,আবরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না?
তখন পরামর্শ দ্বির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আবরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবে অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবস্থা বশতঃ) অল্পময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুরূপে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অল্পময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে । এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিস্টাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে । সেই পূর্বোদ্ধৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিস্টা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের জায় হইয়াছিল, তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; ঠিক তেমনি প্রাণের উপদেশানুসারে আপনার (আত্মা) সর্বাঙ্গিক ব্রহ্মত্ব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ।

‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্’ এই বাক্যটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাত্ত বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থহৃৎক) । ‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্’ এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্ত্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই ; সেই হেতু সর্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কখন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে সাধারণ বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে অথচ পরে সাধারণ লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাত্মনিরূপে বিজ্ঞেয়, তন্মমিত, এবং ব্রহ্মবিদ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সত্যত্ব অবশ্যতঃ সর্বপ্রকার সংসারধর্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপই ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই ‘তদেবাভ্যাক্তা’ বলিয়া এই শব্দ (মন্ত্র) উদ্ধৃত (উল্লিখিত) হইতেছে । ৪

কি না । তৎকালে গণনা আরম্ভ হইল । কিন্তু সকলেই নিজকে বাধ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না , সুতরাং দশম ব্যক্তি দ্বারা গণিত—ছিন্ন করিয়া দশ জনেই কাদিতে আরম্ভ করিল । এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উভাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, উভারা মূঢ়, তাই মজা ভ্রমে পড়িয়াছে । তিনি উভাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাদিও না । তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে । তোমরা আবার গণনা কর । তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল ; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র ‘সেই আগন্তুক ভ্রাতৃ লোকটি অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক বলিল যে, ‘দশমঃ স্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই দশম ; তখন উভাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সকার হইল ।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে (“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-
হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটা স্বাক্ষর (মন্তব্য) পঠিত আছে—‘ব্রহ্ম
সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদদ্বয়
বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদরূপে (জ্যেদরূপে) ব্রহ্মই এখানে
বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ
বিবক্ষিত (প্রতিবচনের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে
হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতাই সমান বিভক্তিরুক্ত সত্যাদি
পদ তিনটি সমানাদিকরণ (একই বিশেষ্যে অধিত)। অভিপ্রায় এই যে,
ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য
হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই
সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মুহূৎ সুগন্ধী উৎপল
(পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটি অত্রপ্রকার
উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা ঐ ঠিক তেমনই।

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত
করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে
পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে,
যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অত্রপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য
হয়, তখনই নির্দ্বারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই
বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর
বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন ‘ঐ একটি আদিত্য’। তেমনি ব্রহ্মও একই
বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-
ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে
লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে,
বিশেষণের আন্বৰ্য্যক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন
হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য,
কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত কবাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—
তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষ্য
ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ। বলা হইতেছে—বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ
বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর ‘লক্ষণ’
সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাহর আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাহরই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-ব্রহ্ম) বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে। ৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অধিত নহে ; কারণ উহার পরার্থক, অর্থাৎ উহার ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অধিত) হইয়া থাকে ; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য' অর্থ, যাহা যেকপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অগ্রথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেকপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকাণে যে বস্তু যেকপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জড় বস্তু মাঝেই অনৃত ; [কারণ, উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারূপে নামমাত্র ; উহার উপাদান মূর্তিকাই একমাত্র সত্য' এই প্রতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সংপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অংএবং 'সত্য ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের বারংবারও সিদ্ধ হইল ৷৭

ব্রহ্মকে কারণ বলয়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলয় দুটো কারণ মূর্তিকার দ্বারা অচিদ্রপহও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমানের কারণ-পদবাচ্য (কার্যজনক) হইয়া থাকে ; এবং মূর্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐকপ কারণতা গাভ কবিয়া থাকে ; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মূর্তিকাপ্রভৃতি কাবকের দ্বারা জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার কবিত্তে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞান-ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞাপি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটি ভাববিহিত অনট প্রত্যয়যোগে নিম্পন্ন ; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা নহে ; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের দ্বারা এই পদটিও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

যতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূম্বা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অঙ্গ বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অগ্ন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে' না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূম্বার লক্ষণ বিধানই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আগ্ন্যদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূম্বার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আগ্ন্যদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্য শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অগ্ন্যবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূম্বা; ইহাই ভূম্বার স্বরূপ। ঐ বাণীটি স্বভাবপ্রাপ্ত অগ্ন্যদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মা যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেররূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্য বিরোধ [উপস্থিত হইত] ॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরঞ্জন বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির দ্বারা বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির দ্বারা সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সাধক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞান কর্তৃত্ব প্রকৃতি বিশেষ ধর্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সম্মাত্ররূপতাও অসম্ভব হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ার প্রতিব 'জ্ঞান' শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে ; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্তা নহে] । কর্তৃবাদি কারক-
ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির দ্বারা অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের
বিশেষরূপে ত্রক্ষশব্দের (জ্ঞানঃ ত্রক্ষ) প্রয়োগ করা হইয়াছে । ব্যবহারিক
জ্ঞান যেমন সান্ত্ব—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ত্রক্ষকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও
অন্তবত্তা বা সান্ত্বত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—‘অনন্ত’ । ৯

যদি বলা, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনুবাদি স্বয়-
নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ত্রক্ষ বস্তুটীও যখন উৎপাদি বস্তুর দ্বারা
লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন —‘এই বক্ষ্যাপূত্র মৃগতৃষ্ণা-জগে মান করিয়া, আকাশ-
কুমুদে নিম্নিত মালা শিরে ধারণ পূরক শব্দের শব্দে নিম্নিত ধনুঃ গ্রহণ করত
গমন করিতেছে ।’ এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, ‘সত্যঃ জ্ঞানম্ অনন্তঃ
ত্রক্ষ’ এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে । না, তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ত্রক্ষো স্বরূপনির্দেশ
করাই ঐ বাবের প্রকৃত অর্থ । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি
বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রদান ; [সুতরাং ইহাতে সর্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব
কল্পনা করা চলে না] । যে স্থানে লক্ষ্য পদাধিষ্ঠা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই
লক্ষণনির্দেশ নিরর্থক হয় । অতএব লক্ষণার্থপ্রদান বলিয়াই আমরা মনে
করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে । আর যদি বিশেষণপ্রদানই হয়, তাহাপি
এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থহীন নিষ্ফল হয় না । কেন না, সত্যাদি
পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অর্থ
পদার্থ হইতে পৃথক করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না । পক্ষান্তরে,
সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অপর্বানু (সাধক) হইলেই তদ্বিপরীত
ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ত্রক্ষকে নিয়মিত করিতে
সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে) । তাহাব পর একাংশও নিয়মিত থাকে সাধকই
বটে । অনন্ত শব্দও অন্তবহু ধর্ম্মের প্রতিবেদ করিয়া ত্রক্ষের বিশেষণ
হইয়াছে । সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্বকই বিশেষণত্ব লাভ
করিয়াছে । ১০

‘তন্মাৎ বৈ এতন্মাদ্ আত্মনঃ’ এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী ‘ত্রক্ষ’ অর্থে গম্য
হওয়ার বেদিভার আত্মাকেই ত্রক্ষস্বরূপ বুঝিতে হইবে । ‘এই আনন্দময় আত্মাকে
প্রাপ্ত হয়’ এই বাক্যও ত্রক্ষের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে । [জীবরূপে
ত্রক্ষের] প্রবেশও উহার অপরিহার্য্য ; — ‘তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই প্রতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জাতৃত্বই), সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই প্রতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাব-রূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপত্তিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পর্যাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্যত্ব বা ক্ষমতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটিও আত্মার জ্ঞান নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে 'ক্ষুরণ' হয়, সে সমুদয় 'ক্ষুরণ' আত্মা বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়। ১১

আর বাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু স্বর্ধাগত প্রকাশের জ্ঞান এবং অধ্বিগত উচ্চতার জ্ঞান ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অথ কোন কারণেব অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতাই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্বাপেক্ষা অতিশয় হৃদয়; তন্নিম্ন যে, আরও কোন হৃদয় ব্যবহৃত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অবিজ্ঞের বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কণ নাই,

প্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতবা আছে, তাহা তিনি জানেন ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না ; জানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।’ এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য) ; তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সৰ্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়] । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে । এই অতী ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্ষ (‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞান জ্ঞান নহে ; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে । অভিপ্রায় এই যে, কাব্যকসাধ্য ক্রিয়ায়ক জ্ঞানই ধাত্বর্ষ ; এবং তাহা কারকের সাধ্যায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য । এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্ষই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না । ১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্তাও নহে ; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে । ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদৰ্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিঃ ধর্ম্যবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না ; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জ্ঞাতৃত্বভিত্তি কোন দৃষ্টে তাহাতে নাই (১) । ‘সত্য’ শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই সুব্যায় । ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্যবিরহিত ; সুতরাং সর্বপকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক ‘সত্যঃ ব্রহ্ম’

(১) তাৎপর্য—‘যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অথবা জ্ঞানস্বরূপ । ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিবিস্তৃত কিছু নহে । অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অমৃতবস্তু এবং শাস্তিসিদ্ধ ও বটে । এটো অস্তু বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই । কিন্তু নির্মূল বুদ্ধি-দৰ্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অজ্ঞাত হয় না । বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাতরকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয় । এই কারণে আন্তঃচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র । বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না ; এই অভিপ্রায় জ্ঞানের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন ।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি ঋতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্য ও নীলোৎপলাদি শব্দের দ্বারা অবাক্যার্থ (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাশব্দ পরম—উৎকৃষ্ট বোম্বে—অব্যাকৃত (স্থূল) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই ঋতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম বোম্ব; অথবা 'গুহা' ও 'বোম্ব' শব্দের সামান্যধি করণরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষত্বভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও তৈরিকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম বোম্ব হওয়া চায্য; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে বোম্ব পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর ঋতি হইতেও বোম্বের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তত্ত্বিগ্ন অগ্নি কোন-রূপেও নির্কিংশে ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সঙ্ঘর্ষ হয় না। ১৪

এবং এখানকার সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কামা বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই পুত্র—পর্যায়ক্রমে ত্রি ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—
স্বর্য়্যালোকের ত্রায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি
দ্বারা [ভোগ করে]। ‘সত্যং জ্ঞানম্’ বাক্যে আমরা বাহার কথা বলিয়াছি,
‘ব্রহ্মণা সহ’ এই বাক্যও সেই কথাই বলা হইতেছে। সৰ্বভাবাপন্ন
বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,
কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত স্বর্য়াদির ত্রায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-
স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেকপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তান্তসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের
ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে
সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ববাপী ও সর্বাঙ্গক বঙ্গায়স্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন
নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একট
সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ অর্থ—যেধাবী—
সর্বজ্ঞ; কেননা, সর্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্গায়রূপে
ভোগ করেন। যন্ত্রের সমাপ্তি স্তূপনার্থ ‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ১২

‘ব্রহ্মবিদ্ব আপোতি পরম্’ (ব্রহ্মজ পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ হন), এইবাক্যেই
সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ স্তূপকারে অভিহিত হইয়াছে। এমন সেই
হৃত্তিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই পস্তি-
স্থানীয় (ব্যাক্যাত্তানীয় পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে—‘তত্ত্বাঙ্গা এতৎসৎ’
ইত্যাদি। এই যন্ত্রের প্রথমে এককে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে।
বঙ্গ যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদে
তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত,
তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন
স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ
পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য বা জ্ঞত পদার্থ; জ্ঞত
পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; বঙ্গ অকার্য্য বস্তু, অতএব
কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত।
বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অজ বা পৃথক
নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছিন্নকারী
হইয়া থাকে, কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তরূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে
নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিজ্ঞমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটাই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোড়বুদ্ধি অর্থ হইতে নিবৃত্ত হয়, এষ্টজ্ঞ অর্থই গোড়ের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক; ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য বা ব্রহ্মজ্ঞ বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবস্তু হইতে পারে? [কেন না, কার্য ও কারণ ত অভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবস্তু সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য বা জ্ঞাত পদার্থ-মাত্রই অন্ত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর ঐতিহ্যে (ছান্দোগ্যে) আছে—‘মুক্তিকার বিকার বা কার্য অর্থই বাক্যারক্ষ নামমাত্র; মুক্তিকাই সত্য’, এইরূপে একমাত্র সত্যেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সাক্ষ্য নহেন; সুতরাং

(১) ভাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মুক্তিকা-নির্মিত বস্তু পদার্থ আছে, তাহান নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মুক্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জ্ঞাত ঐতিহ্য কার্যমাত্রকেই ‘বাক্যারক্ষণ’ (বাক্যারক্ষ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য (‘মুক্তিকেতব সত্য’) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উপর ব্রহ্মকাণ্ড; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত । কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অনন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও
জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন
ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈনিক আনন্দ্যও সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, জগতে কোথাও
কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে
পাওয়া যায় না । এই কারণেই আত্মার দেশব্যাপিত আনন্দ্য সর্বাপেক্ষা
অধিক । এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার
অন্ত হয় না ;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্বিন্ন কোন বস্তু না থাকায়, বস্তু দ্বারাও
সান্ত নহে (অনন্ত) । এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক
সত্য । ১৭

এই প্রতিভেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্তব্যকে
যাহার উল্লেখ হইয়াছে, প্রতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দের সেই
মূলপ্রতি-স্থিতি ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । প্রথমে ব্রহ্মবাক্যে যে ব্রহ্ম
সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং
জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই 'দ্বাদশ শব্দবাক্য
ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই প্রত্যক্ষের হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা ; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু । সেই
এই আত্মারূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সমুৎ (উৎপন্ন) হইল । আকাশ অর্থাৎ
মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন ভাব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন স্পর্শ বস্তু । সেই
আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন
বায়ু উৎপন্ন হইল । [মূলপ্রতিটির] 'সমুৎপত্তঃ' শব্দটির সমস্ত অর্থবৃত্তি হইবে ।
বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত
ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সমুৎ হইল । অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস
এবং পূর্কোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুঃগুণ
বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল । জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন
হইল । পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র স্পর্শ, আর পূর্কোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত
গুণ হইতেছে চারিটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয়
গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে ।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (ভূবলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন
(খাদ্য শস্য), এবং শুক্লরূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি
সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল । ১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম ; কেন না, হস্তমন্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজরূপ রেতঃ (শুক্র) সত্ত্ব হইয়া থাকে । সেই রেতঃ হইতে বাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে ; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বত্রই জনকের আকৃতিতুলা আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মামুষের) কথাই বলা হইল কেন ? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান । কিরূপ প্রাধান্য ? কশ্মে ও জানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য । উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিক্ততা দ্বারা কৰ্ম্মাঙ্কুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী ; এবং ‘পুরুষেই (মনুষ্যে) আত্মা পরিপুষ্ট ; কেন না, ‘পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নব্বয় জ্ঞান কশ্মের সাহায্যে অক্ষর অমৃত দর্শন করে । পুরুষ এইরূপ উৎসর্গ-সম্পন্ন ; আর তত্ত্বাঃ পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অজ্ঞ বিষয়ে নাই), ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে । ১৯

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভিষ্ট ; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যাবিশিষ্ট বাহু জগতের অনান্য-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন ; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহু বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্ষ-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না ; এই কারণে, প্রতিও ‘শাখাচন্দ্র’ দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধন্য

(১) তাৎপৰ্য্য—‘শাখাচন্দ্র’ দর্শন জ্ঞাযটী এইরূপ—যে লোক চন্দ্রে চেনে না, তাহাকে চন্দ্রে দেখাইতে হইলে, সংসা শ্রুত চন্দ্র দেখাইলে তাহাব পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয় ; এই জন্ম বুদ্ধিমান লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায় ;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্গতী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—‘তন্ত্ৰেদমেব শিরঃ’ ইত্যাদি ৷২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির । পরবর্তী ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি জানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে ‘শিরঃ’ রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শব্দ হইতে পারিত : সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দেশপূর্বক “ইদমেব শিরঃ” বলা হইল । পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ বোঝনা করিতে হইবে । পূর্বাভিমুখী পক্ষের এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা) ; এই সর্বা (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ । এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান) । অত্র প্রতিভা আছে—‘মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা’ । ইহা—নাতির অধোভাগবর্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ । প্রতিষ্ঠা অর্থ বাহা দ্বারা অবস্থান করে । এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ ; নীচের দিকে লক্ষ্যমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য ; যেমন গোর পুচ্ছ । হাতে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে । অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-প্রতিভা যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্তব্যটিও পঠিত আছে ॥১১২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর পঞ্চম অঙ্গবাকের ভাষ্যাস্রবাদ ॥১১

পরে সেই বুদ্ধির একপ একটা শাখা দেখায়, বাহ্য উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় । সেই শাখার দিকে তাক্য দৃষ্ট হইলে, বিজ্ঞ লোকটি বলিয়া দেন যে, ই দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটি দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র । এইরূপে অঙ্গলোককে হঠাৎ নির্বিশেষ আয়দর্শন করণ অবস্থায় বলিয়া প্রতি প্রথমতঃ পরিণেতভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন ।

[৬৭] অত্ৰতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কৰ্ত্তৃ] ভূতানি চ অস্তি (স্বয়ং ভূক্তৈঃ), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃহীনত্বাৎ হেতুঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্ন-
শব্দেনাভিহীয়াতে) : ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চমু কোশেষু প্রথমকোশপরি-
সমাপ্ত্যর্থঃ) ।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রম্যতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি ।]
তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্ত্যৎ) অন্নরসময়ং (অন্নরসপরিণামভূতাং অন্নময়-
কোশাৎ) অত্ৰঃ (পৃথগ্ভূতঃ) অস্তরঃ (অভ্যস্তরঃ—হৃদঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ)
প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্নয়ঃ) [অস্তি] । তেন (প্রাণময়েন আত্মনা)
এষঃ (স্থলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিষ পরিপূর্ণঃ) । সঃ তৈ এষঃ
(প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব । এত
(অন্নময়স্ত) পুরুষবিদ্যতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অন্নু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ)
অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগণিত-তাস্য প্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ ।
[পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণস্ত পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি
ভাবঃ] । [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তত্ (প্রাণময়স্ত) প্রাণঃ
(উৰ্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (উৰ্দ্ধগতঃ মস্তকবৎ) ; পানঃ (শরীরবাপী
বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বায়ুঃ) পক্ষঃ ;
আকাশঃ (সমানাথাঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আয়তনং) ; পৃথিবী
(পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্ত প্রাণস্ত স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব
ইত্যর্থঃ) । তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শোকঃ ভবতি ॥১৭২২॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় কবিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ
জন্মান্বিত প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্লরূপে পরি-
ণত খাওয়াইয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই
জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নই বিলীন হইয়া থাকে ।
যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন,
সেই হেতু অন্নকে সর্বোষধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি
প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে । যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-
বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত
হন । অন্নই সর্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ) : সেই হেতু অন্নকে সর্বোষধ
অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে ।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে ; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে ইতি ।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত সূক্ষ্মদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ) । সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ছায় ইন্ত মন্তকাদি সম্পন্ন) । সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি । [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ । উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকবাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । অন্নাদিসাদিতাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি অরণ্যঃ ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চকাঃ, প্রজায়ন্তে । যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীঃ স্রিতাঃ পৃথিবীমাস্রিতাঃ, গাঃ সর্কীঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে । অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্জন্ত ইত্যর্থঃ । অথাপি এনদন্নম্ অপিয়ন্তি অপিগচ্ছন্তি । অপিশব্দঃ প্রতিশকার্কে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ । অন্তঃ অস্তে জীবনলক্ষণায় বৃন্তেঃ পরিসমাপ্তৌ । কস্মাৎ ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্ । অন্নময়াদীনাং হীতরেবাং ভূতানাং কারণমন্নম্ ; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্কীঃ প্রজাঃ । যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্কৌষধং সর্কপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে । ১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে — সর্কং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি । কে ? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে । কথম্ ? অন্নজোহন্নাত্মানপ্রলয়োহহম্,

তন্মাদম্নং ব্রহ্মেতি । কুতঃ পুনঃ সৰ্বান্নাপ্ৰাপ্তিফলমন্নান্নোপাসনমিতি ? উচ্যতে,--
 অন্নং হি ভূতানাং জ্যোতীষম্ । ভূতেভ্যঃ পূৰ্ণমুৎপন্নত্বাজ্জ্যোতীষং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ
 সৰ্বৌষধমুচ্যতে ; . তস্মাদ্ভূতানাং সৰ্বান্নান্নোপাসকস্ত সৰ্বান্নাপ্ৰাপ্তিঃ । অন্নাদ্
 ভূতানি জায়ন্তে; জাতাত্মেনৈব বৰ্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনৰ্বচনম্ ।
 ইদানীমন্ননিৰ্ব্বচনমুচ্যতে—অন্যতে ভূত্বাভে চৈব বদ্যভূতৈঃ স্তি চ ভূতানি
 বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভজ্যমানত্বাদ্ভূতভোক্তৃভাৱাৎ অন্নং তচ্চ্যতে । ইতিশব্দঃ
 প্রথমকোশপৰিসমাপ্ত্যর্থঃ । ২

অন্নসময়াদিত্য আনন্দসময়াস্তেভ্য আত্মভোহিত্যন্তঃসত্যং বন্ধ বিজ্ঞয়া পত্যাগায়তেন
 দিদর্শয়িসু শাস্ত্রম্ অধিত্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেन অনেকভূমকোদবাবতুধী-
 করণেনেব তত্তুলান্ প্রস্তোতি—তস্মাৎ এতস্মাদন্নসময়াদি-াদি। তস্মাৎ
 বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তঃ অন্নসময়াৎ পিতৃদ্ অত্র ব্যতিরিক্ত অভ্যরোহিত্যন্তঃ
 আত্মা পিতৃবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মতেন প্রাণমযঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তস্ময়ঃ
 তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুর্নেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্ম পুরুষবিধ এবং পুরুষাকার এবং শিবঃপক্ষাদিভিঃ ।
 কিং স্বত এতৎ ? নেহা—প্রসিদ্ধং তাৎপর্যমসম্যগ্ভাষ্যঃ পুরুষবিধতমঃ ; স্বত
 অন্নসময়স্ব পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ কল্প অয়ং পাপমঃ পুরুষবিধঃ
 মুখানিষিক্তপ্রতিষাৎ, ন স্বত এব । এবং পূৰ্ণস্ব পূৰ্ণস্ব পুরুষবিধতা, তাময়
 উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূৰ্ণঃ পূৰ্ণশোভরোত্তরোত্তরঃ পূৰ্ণঃ । ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অশ্চেতি ৭ উচ্যতে, — তস্মা প্রাণময়স্ত প্রাণ এব শিরঃ —
 প্রাণময়স্ত বায়ুবিকারস্ত প্রাণঃ মূখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ নিঃ ইতি
 পরিকল্পাতে, বচনাৎ । সমস্ত বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা । ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ
 দক্ষিণঃ পক্ষঃ । অপান উত্তরঃ পক্ষঃ । আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো
 বৃত্তিবিশেষঃ সমানাত্মা, স আত্মেব আত্মা, প্রাণব্রহ্মাদিকারাত্ম । মধ্যস্থ হা তগ্রাঃ
 পর্যন্তা বৃত্তীরপেক্ষা আত্মা ; “মধ্যং হেবামঙ্গানামাত্মা” ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থতা-
 যত্ম । পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্ত প্রাণস্ত
 ধাবয়িত্বী, স্থিতিহেতুত্বাৎ । “সৈব পুরুষস্তাপানমবষ্টভ্য” ইতি হি শতাত্তম্যম্ ।
 অগ্ন্যথা উদানবৃত্ত্যা উর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং ব স্তাশ্চরীরস্ত । তস্মাৎ পৃথিবী-
 দেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্তাননঃ । তৎ তস্মিন্লেবার্গে জা-ময়াদ্যবিষয়ে
 এষ শৌকো ভবতি ॥ ২ ॥ ২২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়াশ্লোকভাষ্যম ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ঋতির 'বৈ' শব্দটি অরণ্যার্থক ; অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ
 সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিত্যবে পরিণত অন্ন হইতে স্বাবর-জলমায়ক
 সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন, প্রজা পৃথিবীতে
 আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন
 দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে
 —জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নতেই অপিণ্ডত হয় অর্থাৎ
 অন্নান্তিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন ? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের
 জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের
 কারণ ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নতে বিলয়নশীল)।
 যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর
 দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহরুশনিরুক্তির উপায়) বলিয়া
 নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা
 হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা ? যাহারা ষাণ্ডেকপ্রকারে
 ন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার ? না, আমি
 অন্ন হইতে জাত, অন্নায়ক এবং অন্নই বিলয়নশীল ; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম,
 এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নোপাসনার
 সর্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয় ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্বভূতের
 প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌষধ বলা
 হইয়া থাকে ; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্বান্নপ্রাপ্তি ফললাভও
 উপপন্ন হইতেছে। পূর্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি
 অন্নেন বর্দ্ধন্তে' এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্বচন
 (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

(১) তাৎপর্য্য—দেহ যে অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তরূপে বর্ণিত আছে।
 "অন্নমশিতং জেধা বিধীয়তে—অন্ত যঃ হুবিষ্টো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং তবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং
 যোহধিষ্ঠিঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬:১১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থল ভাগ বিষ্টরূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে,
 এবং সূক্ষ ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ
 পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি
 অন্ন হইতেও এই স্থল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার
 সাদৃশ্য থাকার অন্নকে বহুবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভক্ষ্য ভক্ষ্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রথম কোণের (অন্নময় কোণের) পরিসমাপ্তি সূচনাথ—‘ইতি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩) ।২

অনেক তুষারত কোদ্রব (একপ্রকার শস্ত) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেদ্রপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিচ্ছা-সাধ্যায়ে অবিচ্ছাদিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাঙ্গার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন “তস্মাৎ এতস্মাৎ অন্নরসময়ং” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে । যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহশিশু (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪) । প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময় বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময় । দৃতি (কর্ম্মকারের দস্তা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ ।৩

(৩) তাৎপৰ্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোণের উল্লেখ আছে । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির ‘কোশ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । বিচারণাত্মানী বলিয়াছেন—“অন্নঃ প্রাণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে । কোশাষ্টৈরাবৃতঃ আত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিঃ ব্রহ্মেণ ॥” (পঞ্চদশ) ।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তবোয়ালেব আবরক তাহান খাপ । আবরক থাকের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অসংজ্ঞিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না ; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুসরণ করিয়া থাকে । স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, ভূদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে ; এতকপে বুদ্ধির বিকাশাত্মারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোণকে আত্মা বলিয়া মনে করে । কিন্তু প্রকৃত আত্মার রূপ জায় কেহই জানিতে পারে না । এতকপে আত্মার আবরক বলিয়া উহার কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে ; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্তরসময় (অন্তরময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্তরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অল্পসারেই সুমানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাত্ত্বের দ্বারা এই প্রাণময় কোশও পুরুষ-বিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অত্রজও পূর্ব পূর্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব পূর্ব কোশ-গুলি পরবর্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত। ৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, প্রতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে প্রতিবচনোক্তসারেই সর্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটা তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটা মধ্যবর্তী, সেই কারণে ইহার আত্ম্য কল্পনা করা হইয়াছে। ‘আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্তী’ ইত্যাদি প্রতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুঙ্খ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর প্রতিতে আছে, ‘সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া’ ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মা স্থিতিহেতু পুঙ্খ-স্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটি প্রোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১২২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অঙ্কবাক্যের ‘ভাষ্যানুবাদ ২২॥

তৃতীয়োহনুবাকঃ ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি । মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে ।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যতে । সৰ্ব-
মেব ত আয়ুৰ্হন্তি । যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে । প্রাণো
হি ভূতানামায়ুঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বায়ুষ্মুচ্যতে ইতি । তশ্চৈষ এব
শারীর আত্মা । যঃ পূৰ্ব্বস্থ ।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ ।
তেনৈষ পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্য পুরুষবিধতাম্ ।
অন্যং পুরুষবিধঃ । তস্য যজুরেব শিরঃ । বাগ্দ্দক্ষিণঃ
পক্ষঃ । সামোত্তরঃ পক্ষঃ । আদেশ আত্মা অথর্কাস্মিরসঃ
পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [ইদানীং প্রাণোপাসনারঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-
কোশস্বরূপমুচ্যতে—“প্রাণং দেবাঃ” ইত্যাদিনা । দেবাঃ (ইন্দ্রিয়ানি) প্রাণম্
(প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি । ৩০ প্রাণনক্রিয়য়ঃ ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি । ৩১
যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [৩৩ হপি প্রাণম্ অহ প্রাণদীতি শেষঃ] । হি
(যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জ্ঞানহেতুরিত্যর্থঃ),
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষং (সৰ্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুঃ, সৰ্ব্বায়ুরেব সৰ্ব্বায়ুষ্ম)
উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতে) । যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সৰ্ব্বং (সম্পূৰ্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ-
মিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) । হি যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ,
তস্মাৎ হেতোঃ সৰ্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি । ৩২ পূৰ্ব্বস্থ (অন্নময়স্থ) এষঃ
এব শারীরঃ আত্মা । [কঃ ?] যঃ (প্রাণময়ঃ) ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ বৈ অন্তঃ অন্তরঃ আত্মা --- মনোময়ঃ । তেন
(মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূৰ্ণঃ (বাহ্যঃ) । স এষ বৈ পুরুষবিধঃ
(পুরুষাকারঃ) এব । তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

বিধতঃ) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ । যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তন্ত শিরঃ ;
 ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা
 (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্বাস্থিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমির) । তৎ (তত্র
 বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১৥৩০॥

মূলানুবাদ । এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দেশপূর্বক মনোময়
 কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—‘প্রাণং দেবাঃ’ ইত্যাদি ।
 দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন
 করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য
 ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে] ।
 যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার
 নিদান, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া থাকে । তাহারা সম্পূর্ণ
 আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ত্রক্ষুবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে । যে হেতু
 প্রাণই সর্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে ‘সর্ববায়ু’ বলা হইয়া
 থাকে । এইয়ে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্বকথিত অন্নময়ের শারীর
 (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা ।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অল্প একটী আত্মা
 আছে, তাহার নাম মনোময় । তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ । সেই এই
 মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে । পূর্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা
 অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা । যজুর্মন্ত্রই তাহার শিরঃ ; ঋকমন্ত্র তাহার
 দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণংশ
 তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্বাস্থিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ
 (পুচ্ছভূত) । উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১৥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩৥

শাঙ্করভাষ্যম্ । প্রাণং দেবাঃ অল্পপ্রাণস্তি । অত্মাদয়ঃ দেবাঃ
 প্রাণং বায়ুত্মানং প্রাণনশক্তিযন্তম্ অল্প তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণস্তি প্রাণনকম্য
 কুরন্তি—প্রাণনক্রিয়া ক্রিয়াবস্তো ভবন্তি । অধ্যাত্মাধিকারঃ দেবা ইন্দ্রিয়াণি,
 প্রাণম্ অল্প প্রাণস্তি মুখ্যপ্রাণমহু চেষ্টন্ত ইতি বা । তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্মণৈব চেষ্টাবস্তো ভবতি । অতশ্চ নান্নময়েনৈ৷ পরিচ্ছিন্নেনান্ননা আত্ম-
বস্তঃ প্রাণিনঃ । কিংতর্হি ? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্বপিণ্ড-
ব্যাপিনা আত্মবস্তো মনুষ্যাদয়ঃ । এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্বপূর্বব্যাপিভিঃ
উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়াস্তৈরাকাশাদিভূতারকৈরবিচ্ছারিতৈঃ আত্মবস্তঃ
সর্বৈ প্রাণিনঃ । তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদকারণেন অন্তোনাবি-
কৃতেন সর্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোষাতিগেন সন্ধ্যান্না আত্ম-
বস্তঃ । স হি পরমার্থত আত্মা সর্বেষামিত্যেতদর্শ্যবৃত্তং ভবাত ৷ ১

প্রাণং দেবা অহুপ্রাণস্তীত্যাছ্যক্তম্, ৫৭ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি বস্মাদ্
ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, “যাবচ্চা শিঞ্জরীয়ে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ”
ইতি শ্রুতাস্তরাং । তস্মাৎ সর্বাযুস্, সর্বেষামায়ুঃ সর্বাযুঃ, সর্বাযুরেব সর্বাযুস-
মিত্যুচ্যতে ; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধে । প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্বাযুর্ভূৎ
প্রাণস্ত । অতঃ অস্মাদ্বাছ্যাদসাধারণাৎ অন্নমযাদান্ননোহিপক্ৰম্য অন্তঃ সাধারণং
প্রাণময়মায়ানাং ব্রহ্মোপাস্তে যে—‘অহমস্মি প্রাণঃ সর্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবন-
হেতুভাং’ ইতি, তে সর্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি ; নাপমৃত্যুনো স্মিষন্তে
পাকপ্রাপ্যাদায়ুঃ ইত্যর্থঃ । শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, “সর্বমায়ুরেতি” হাত
শ্রুতিপ্রসিদ্ধে । কিং কারণম্ ? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্বাযুসমুচ্যতে
ইতি । যো যদন্তগকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদন্তগভাগ্ ভবতীতি বিজ্ঞানপ-
প্রাপ্তোহেতুর্ধং পুনর্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি । ২

তস্ত পূর্বজ্ঞানময়স্ত এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা ।
কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ । তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাছ্যক্তম্ । অত্রোহস্তং আত্মা
মনোময়ঃ । মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তস্যঃ মনোময়ঃ । সৌম্যং
প্রাণময়স্তাত্ত্ব্যস্তর আত্মা । তস্ত যজুবেব শিরঃ । যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদবসানো
মন্ত্রবিশেষঃ ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ, তস্ত শিরস্ত্বং প্রাধাত্যং । প্রাধান্যক
যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকভাং ; যজুষা হি হবির্দায়তে স্বাহাকারাদিনা ।
বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্বত্র । ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাৎকরা তত্ত্বাবিতা
বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুপিভূত্যাং । এবং
শব্দ, সাম চ । এবং মনোবৃত্তিহে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরোগদন্ত্যত ইতি মানসো
জপ উপপত্ততে । অত্রথা অবিষয়হান্নত্রো নাবন্তিগতং শব্দঃ ঘটাদিবৎ । ইতি
মানসো জপো নোপপত্ততে । মন্ত্রাবৃত্তিশোভতে বহুশঃ কর্মসু ৪

অক্ষরবিষয়স্বত্বাত্বত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ ; ন ; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ ।
“ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিরুক্তমাম্” ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রুয়তে । তত্র ঋচঃ অবিসয়দে
তদ্বিসয়স্বত্বাত্বত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং “ত্রিঃপ্রথমামবাহ” ইতি ঋগা-
বৃত্তিমুখ্যোহর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ শ্রাৎ । তস্মান্ননোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নঃ
মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্ত্যমনাদিনিধনঃ যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা
ইতি । ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্দেদানাম্ । অত্থাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং
চ শ্রাৎ ; নৈতদযুক্তম্ । “সর্কে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা” ইতি
চ শ্রুতির্নিত্যাশ্রিতৈকত্বং ক্রবন্তী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা শ্রাৎ । “ঋচো-
হক্ষরে পরমে ধ্যোমন্ যশিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । আদে-
শোহত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি । অথর্কাদিরসা চ দৃষ্টা
মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শাস্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকশ্যপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি মনোময়াশ্রপ্রকাশকঃ পূর্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়াশ্লোকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘প্রাণং দেবা অহু প্রাণস্তি’ ইত্যাদি । অগ্নি-
প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—
প্রাণাশ্রভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া
দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয় । অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রেকরণের কথা ; এইজন্ত দেব অর্ধ
ইন্দ্রিয়গণ ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অহুগত থাকিয়াই চেষ্টা
করিয়া থাকে, এবং তাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহাবাও প্রাণের চেষ্টা
দ্বারা ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে,
কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারা আশ্রয়ান্ হয়, তাহা নহে ; তবে কি ?
না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্কদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ
আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে । এইরূপ পূর্ব পূর্ব কোশের ব্যাপকীভূত
আকাশাদি পঞ্চভূতে আরক্ত মনোময় হইলে আনন্দময় পর্যাস্ত অবিচ্ছিন্নত
পরবর্তী হৃদয় কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণই আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে । এইরূপ
সকলেই আকাশাদিরও কাবণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্বিকার
ও সর্বাঙ্গিক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আশ্রয়ান্ হইয়া থাকে ; কেন
না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত
বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ । ১

দেবগণ প্রাণের অঙ্গুগতভাবে প্রাণধারণ করে ; একথা উক্ত হইয়াছে । তাহার কারণ কি ? এতদ্ব্যতীত বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আত্মা; অর্থাৎ জীবন ; কারণ, অপর ঋতিতে আছে—‘প্রাণে পর্যাঙ্ক এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আত্মা : (জীবন) ইতি । সেই হেতুই প্রাণকে ‘সর্কায়ুষ’ বলা হইয়া থাকে । সর্কায়ুষ অর্থ—সকলের (সকলের) আত্মা—সর্কায়ুষ, সর্কায়ুষে ‘সর্কায়ুষ’ [স্বাথে তদ্ধিত প্রত্যয়] । কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা । অতএব প্রাণের সর্কায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে । অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিণিষ্ঠ উক্ত বাধ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—‘আমি হইতেছি সর্বভূতের আত্মা আত্মা—জীবনের হেতুভূত প্রাণ’ এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইংলোকে সম্পূর্ণ আত্ম প্রাপ্ত হয় ; কখনও প্রাপ্ত আত্মার পূর্বে অপমৃত্যু লাভ করে না ; তাহারা পূর্বলব্ধ আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে । ‘সর্কায়ুষ আত্মা : এতি’ এইরূপ ঋতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে ‘সর্ক আত্মা :’ শব্দে শত বর্ষ আত্মা অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । [ঐরূপ আত্মপ্রাপ্তির] কারণ কি ? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আত্মা ; সেইহেতু সর্কায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে । বিজ্ঞানপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ ‘প্রাণো হি’ ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে ।

ইহাই পূর্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা । ইহা কে ? না, এই যে প্রাণময় কোশ । “তস্যাং বৈ এতস্যাং” ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্বোক্ত উক্ত হইয়াছে । প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটা আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময় । মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাদি অন্তঃকরণ ; তন্ময় কোশের নাম মনোময় । এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা । যজুঃ তাহার শির । যজুঃ অর্থ অনিয়তাকর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ । এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক । কস্মৈতে যজুর প্রাধিকার নিবন্ধন এখানে উহার শিররূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।

যাগাদি কার্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধক হই যজুর প্রাদিক্সের কারণ, কেন না, যাগে স্বাহা প্রকৃতি যজুমন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সৰ্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই] । ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক, স্বর, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তত্ত্বাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবশেল্লিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া ‘যজুঃ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১) । ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা ।

- এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সম্ভব হয় । অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাঙ্করের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে । মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির দ্বারা মন্ত্রাঙ্করেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাগ্নাৎ মন্ত্রের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না । অথচ বহু কণ্ঠেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে । ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাঙ্করের পুনঃ পুনঃ স্বরণ

(১) তাৎপর্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্বেদে প্রসিদ্ধ । যজুর্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাছাতে যজুর্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যািতে পারে? এই প্রশ্নকার ভাব্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অজ্ঞাত যজুঃশব্দের যজুর্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উচ্চার অর্থ । কিরূপে যে সে অর্থ সম্ভব হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অগ্ন্যস্ত শব্দোচ্চারণের দ্বারা যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা ‘প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অক্ষুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দগণ্যাত্মক বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি । এই প্রকার মানসিক সম্বন্ধের ফলে যজুর্মন্ত্রে অভিযুক্ত হইয়া শ্রবশেল্লিয় দ্বারা গৃহীত হয় । এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে ‘যজুঃ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশেয় শিল্পরূপে কল্পনা করা অসম্ভব হয় নাই । এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্ত্ববিধরক মনোবৃত্তি ভিন্ন আব কিছুই নহে ।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মূখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে ‘প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।’ এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাঙ্করবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিভ্যাগ করিতে হয়। [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অঙ্করের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অত্র প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ রসাদির ত্রায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপত্তিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক ‘সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ বাহ্য সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা’, এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর ‘আকাশ তুল্য এই পবন অঙ্করসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্ সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন’ এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে ‘আদেশ’ অর্থ ব্রাহ্মণ্যংশ। অথর্ক্য ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণ্যংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুঙ্খ ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শাস্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্বের ত্রায় এখানেও মনোময় আত্মার প্রকৃৎপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সচ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কদাচনেতি ।

তস্মৈষ এব শরীর আত্মা যঃ পূৰ্ব্বস্থ । তস্মাদ্ভা এতস্মা-
 ন্মনোময়াৎ । অন্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ । তেনৈষ
 পূৰ্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্ম পুরুষবিধতাম্ ।
 অন্বয়ঃ পুরুষবিধঃ । তস্ম শ্রদ্ধৈব শিরঃ । ঋতং দক্ষিণঃ
 পক্ষঃ । সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ । যোগ আত্মা । মহঃ পুচ্ছঃ
 প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোহনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সম্বলনার্থঃ । [মনোময়স্য চতুর্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্ ; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-
 প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্ । ততশ্চ বেদেভ্যোহভিন্নং সৰ্বস্য ভগতঃ কারণভূতং
 মনোময়মিদানীং প্রস্তোতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিহ্মিষং) মনসা সহ অপ্ৰাপ্য (অলঙ্কা) যতঃ (যত্যাৎ
 মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে ; [তস্ম ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং
 বিধান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোহপি জন্ম-মরণাদিহঃখাদপি) ন বিশ্বেতি ।
 তস্ম পূৰ্ব্বস্থ (প্রাণময়স্য) এষ এব আত্মা । [কঃ ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ] ।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্তঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি] ।
 [কঃ ?] বিজ্ঞানময়ঃ । বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ । তেন
 (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ পূৰ্ণঃ । স টেব এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব ।
 তস্ম (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অহু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ । তস্ম
 (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আশ্রিত্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে
 মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্যায়ত্ত্বানপূৰ্ব্বিকা
 বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্য বৃত্তিঃ) আত্মা ; মহঃ
 (মহত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ । তৎ (গ্রাম্যন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ।
 [অন্তঃ সৰ্বং পূৰ্ব্ববৎ ব্যাখ্যায়ম্] ॥১৪৩১॥

অন্যানুবাদ । [ইতঃপূৰ্বে মনোময় কোশকে চতুর্বেদবিষয়ক
 মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা
 হইয়াছে । এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন “যতো বাচো
 নিবর্ত্তন্তে” ইত্যাদি] ।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয় । এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা ।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে । তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত । সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে) ; এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসাবেই ইহার পুরুষবিধত্ব । শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ) ; মহঃ (মহত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ । এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে ॥১১৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৥

শাক্তর ভাষ্যম্ । যতো বাচো নিবর্তন্তেহ পাত্য মনসা সহৈতাদি । তত্ত পূর্বস্ত প্রাণময়স্ত এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ । কঃ ? য এষ মনোময়ঃ । তস্মাদ্বা এতদ্বাদিত্তি পূর্ববৎ । অতোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্তাত্তরো বিজ্ঞানময়ঃ । মনোময়ো বেদাত্মা ঈশ্বঃ । বেদার্থবিষয়া বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্ত মনঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্লঙ্ঘিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ; প্রমাণ বিজ্ঞানপূর্বকো হি যদাদিত্তায়তে । অজাদিহেতুত্বক বক্ষ্যতি শ্লোকেন ।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্তব্যোষর্থে পূর্ব প্রদ্বোংপজতে । সা সর্বকর্তৃ-
ব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ । অসত্যে যথাব্যাপাতে এব । যোগঃ
যুক্তিঃ সমাধানম্, অগ্নিবাত্মা । আত্মবতো হি যুক্তস্ত সমাধানবতোহজ্ঞানীব
শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি । তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা
বিজ্ঞানময়স্ত । মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । মহ ইত্যত মহত্ত্বং পঞ্চমজম, মহদ্-
যকং প্রথমজম্ ইতি ভ্রাতৃশ্রুতং ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ । কাবলং হি
কার্য্যাপাং প্রতিষ্ঠা, যথা বৃক্ষবীকৃবাং প্যাপিণী । সর্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়শ্চাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লোকো ভবতি পূর্ববৎ ।
যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়শ্চাপি ॥১॥
॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । ‘যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ’ ইত্যাদি ।
ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময়
কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা । ইহা কি ? না, যাহা এই মনোময় । ‘তস্মাৎ
নৈ এতস্মাৎ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ । অত্ অস্তুর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময় ।
এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভাস্তর । [কেন না,] পূর্বে মনোময়কে
বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে । বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন
নিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অস্তঃকরণের
অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত
(যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয় ; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান
হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্তব্য কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে । এই নিশ্চয়াত্মক
বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটা শ্লোকে
কথিত হইবে ।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন
হইয়া থাকে । সর্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে ‘শির’ রূপে
কল্পিত হইয়াছে । ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে,
এখানেও সেই নগই । যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা । কেননা,
আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ
যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেই হেতু, সমাধান—যোগই
বিজ্ঞানময়ের আত্মা । মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুঙ্খ । মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন
মহত্ত্ব ; কারণ, ‘অত্ প্রাপ্তিতে যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে
জানেন’, এইরূপ বলা হইয়াছে । উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুঙ্খস্থানীয় ।
কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতি-হেতু হইয়া থাকে ; পৃথিবী যেরূপ
বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । মহত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকাষণ ;
সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশকপী আত্মাও প্রতিষ্ঠা (১) । উক্ত

(১) তাৎপৰ্য্য--সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে স্থিতির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামেন নাম মহত্ত্ব
মহত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিত্ব । প্রথম অথও একই মহত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীর

বিষয়েও এই একটা শ্লোক আছে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত
অগ্নিময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময়
কোশের স্বরূপপ্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১.৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে । কশ্মাণি তনুতেহপি চ । বিজ্ঞানং
দেবাঃ সর্বে । ব্রহ্ম জ্যোত্স্বপাসতে । বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেবেদ ।
তস্মাচ্চৈম প্রমাণ্যতি । শরীরে পাপুনো হিত্বা । সর্বান
কামান্ সমশ্রুত ইতি । তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা । যঃ পূর্বশ্চ ।
তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ । অন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈস
পূর্ণঃ । স বা ঐম পুরুষবিধ এব । তস্মৈ পুরুষবিধতাম্ । অগ্নয়ঃ
পুরুষবিধঃ । তস্মৈ প্রিয়মেব শিরঃ । যোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ ।
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ আত্মা । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী --পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সমল্লানর্থঃ । ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাখ্যানং শ্রোতৃমূলকমতে
‘বিজ্ঞানম্’ ইত্যাদিনা] । বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানমব আত্মা ইত্যর্থঃ)
যজ্ঞঃ (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কৰ্ম) তনুতে (তনোতি নিম্পাদয়তি) : কশ্মাণি
(স্বাভাবিকবাপারান্) অপি চ তনুতে ; [বিজ্ঞানপুরুষকর্তব্যং সর্বপ্রবৃত্তিরিতি
ভাবঃ] । সর্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতারো বা) জ্যোতঃ (প্রথমজং)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) । চেৎ (যদি)
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশিচৎ , (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ
(যদি) ন প্রমাণ্যতি (অনবশিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি)] অগ্নিময়াদিণ
আত্মভাবঃ পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত । পরে সেই অগ্নিও বুদ্ধিতই বলিবার কথা হইয়াছে
প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া বাবহারিক বুদ্ধিক্রমে পরিণত হইয়াছে । এই বুদ্ধিকেও বুদ্ধিবিজ্ঞানও
বলা হইয়া থাকে ।

শরীরে (শরীরাত্তিমাননিবন্ধনান্) পাপান্ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) ,
[বিজ্ঞানময়াদীনান্] সৰ্বান্ কামান্ সমগ্নুতে (বিজ্ঞানময়াদ্বনা ভুঙ্জে
ইত্যর্থঃ) । এষ এব তস্ম পূৰ্ব্বস্ম (মনোময়স্ম) শরীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ
[এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ] ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়ঃ বৈ অতঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ । তেন
(আনন্দময়েন) এষঃ (পূৰ্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূৰ্ব্বঃ । স এষঃ (আনন্দময়ঃ)
বৈ পুরুষবিদ এব । তস্ম (বিজ্ঞানময়স্ম) পুরুষবিধতাং অহু, অয়ং (আনন্দময়ঃ)
পুরুষবিধঃ । তস্ম (আনন্দময়স্ম) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ;
মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্ত্তোগজনিতং
সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ন্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা
পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুবাদিত্যর্থঃ) । তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ
শ্লোকঃ ভবতি ॥১৩২॥

শ্রীমান্ শ্রীমান্ । এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন
'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি । বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার
করে (যজ্ঞারম্ভের প্রয়োজক হয়), এবং সর্বপ্রকার কর্মও বিস্তার
করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্মপ্রবৃত্তির মূল ।
সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব
জোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা কবিয়া থাকেন । [কোন লোক]
যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা
বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাত্তিমাননিবন্ধন, যে
সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য
বিষয় উপভোগ করে । এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্বোক্ত
প্রাণময়ের শরীর আত্মা ।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অল্প একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা
আছে ; যাহার নাম আনন্দময় । পূর্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা
বাস্তব । সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং
বিজ্ঞানময়ের যেকপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা ।
প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুলা । ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রের ভাষ্যম্ । বিজ্ঞানং যজ্ঞঃ তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি ব্রহ্মপূর্বকম্ ; অতো বিজ্ঞানস্য কর্তৃণম্—তনুত ইতি । কস্মাণি চ তনুতে । যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্তৃকং সৰ্বম্ তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি । কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজ্ঞাতাঃ ; সৰ্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্বকত্বাৎ প্রথমজ্ঞং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানঃ কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যবন্তো ভবন্তি । >

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজ্ঞানাতি ; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি ; বাহেৎশাস্ত্রায়া ভাবিতঃ ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্, তন্নিবৃত্তার্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি । অন্নমহাদিদ্ব্যাত্মভাবং হিহা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ । ততঃ কিং ত্বাৎ ইতি ? উচ্যতে—শরীরে পাপুনো হিহা ; শরীরাত্মাননিমিত্তা হি সৰ্ব্বা পাপুনাঃ ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাণ্যে অনমুপপত্ততে, ছত্রাপায় ইব ছায়য়াঃ । তস্মৈ চরীরাত্মাননিমিত্তান্ সৰ্ব্বান্ পাপুনাঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিহা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাঃ ; তৎস্থান্ সৰ্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্ৰুতে সম্যক্ ভুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ । তস্য পূৰ্বস্য মনোময়ত্বাৎ এব এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ । কঃ ? য এব বিজ্ঞানময়ঃ । তস্মাচ্চ এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্ । ২

আনন্দময় ইতি কার্যাত্ম্যপ্রতীতিঃ, অধিকারাত্মক ময়উৎপাদক । অন্নাদিময়া হি কার্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ । তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ । ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময়ইত্যত্র । তস্মাৎ কার্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যোভব্যঃ । সংক্রমণাচ্চ—“আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি” ইতি বক্তাতি । কার্যাত্মানাঞ্চ সংক্রমণমন্নাত্মনাং দৃষ্টম্ । সংক্রমণকস্মৈন চ আনন্দময়

আত্মা শরতে, যথা “অন্নময়মাগ্নানমুপসংক্রামতি” ইতি । ন চাত্মন এবোপসংক্র-
মণম্, অধিকারবিরোধঃ । অসম্ভবাচ্চ ; ন হ্যাগ্নিনৈবাগ্নন উপসংক্রমণং সম্ভবতি,
আত্মনি ভেদাভাবাৎ ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ । শির-আদিকল্পনামু-
পপত্তেষ্চ । ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আত্ম-
ব্যয়বরূপকল্পনা উপপত্ততে ; “অদৃশ্ণেহনাশ্চোহ নিরুক্ষেহ নিলয়নে” “অস্থ লমনণু”
“নেতি নেত্যাগ্না” ইত্যাদিবিষেযাণোপপত্তিভ্যাচ্চ । মল্লোদাহরণামুপপত্তেষ্চ ।
ন হি, প্রিয়শিরআত্মব্যয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোহমুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি
ব্রহ্মণি নাতি ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতাভাবাৎ “অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ”
ইতি মল্লোদাহরণমুপপত্ততে । “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যপি চামুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ
প্রতিষ্ঠাতেন গ্রহণম্ । তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবায়া । ৩

আনন্দ ইতি বিজ্ঞাকর্মণোঃ ফলম্ ; তদ্বিকারঃ আনন্দময়ঃ । স চ
বিজ্ঞানময়াদাস্তরঃ, বজাদিহেতোর্কিজনময়াদাস্তরত্বশ্চেতঃ । জ্ঞান-কর্মণোহি
ফলং ভোক্তৃর্বাদাস্তরতমঃ স্মাৎ ; আস্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্বেভ্যাঃ ।
বিজ্ঞাকর্মণোঃ প্রিয়ান্তর্ভাচ্চ । প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিজ্ঞাকর্মণী । স্মাৎ
প্রিয়াদীনাম্ ফলরূপাণ্যামান্সম্মিকর্বাদিজ্ঞানময়াদাস্তরভ্যন্তব্যমুপপত্ততে, প্রিয়াদি-
বাসনানির্কর্ষিতো হ্যাগ্না আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে । ৪

তত্আনন্দময়স্তাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যং ।
মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ । স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ । আনন্দ
ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাম্ সুখাবয়বানাম্, তেজস্ব্যাহ্বাৎ । আনন্দ
ইতি পরং ব্রহ্ম ; তদ্বি শুভকর্মণা প্রতাপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষো-
পাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিষেযে তমসা অপ্ৰচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিভাজ্যতে । তৎ
বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে । তদ্বৃত্তিবিষেযপ্রতাপস্থাপকস্য কর্মণো-
হনবস্থিতহাৎ সুখস্ত ক্ষণিকম্ । তদ্ব্যদন্তঃকরণং তমসা তমোগ্নেন পিষ্টয়া
ব্রহ্মচর্গোণ শ্রদ্ধয়া চ নির্মলত্বমাপত্ততে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে
আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্টতে বিপুলোভবতি । বক্ষ্যতি চ—“রসো বৈ সঃ, রসং
হেবায়াং লব্ধ্বানন্দৌ ভবতি, এষ হেবানন্দয়াত, এতসৈবানন্দস্তাত্মনি ভূতানি
মত্রামুপজীবন্তি” ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ । এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতশ্লোকোক্ত-
রোক্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে । ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্টমাপত্ত আনন্দময়স্তাত্মনঃ পরমার্ঘব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পর-
মেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্, যন্ত চ প্রতিপত্ত্যর্থে পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশা

উপলব্ধিঃ, যত তেতা আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্কে আত্মবস্তুঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সর্কস্বাবিদ্যাপারিকল্পিতস্ত দ্বৈতস্তাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্ত একস্তাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্ত দ্বৈতস্তাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতশ্চিন্নপার্থে এব শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমাস্ত্রবাক্যভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে ; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞস্থাপন করিয়া থাকে ; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যেহেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্বত্র, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সম্মত। আরও এক কথা, ইন্দ্রে প্রভৃতি দেবতাগণও সর্বকোষ্ঠে এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বস্তুর পূর্ব্ববর্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের গোষ্ঠ্যর্থ। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতঃ প্রমাদের সম্ভাবনা আছে ; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্ত বলিতেছেন, যদি তদ্বিশেষে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্তরময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীণে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্তরময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেননি। অতএব শরীরভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে ? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ”, ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

ঐতিহ্য আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে ; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গোণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং ‘ময়ট্’ প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জ্ঞাত আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে। এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত ; [স্মৃতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত ‘ময়ট্’ প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন ‘অন্নময়’ শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে ; [ইহাও তেমনই], অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জ্ঞাত) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু ; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, ‘এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।’ উপপত্তি শীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অতীত সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। ‘এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়’ বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ ঐতিহ্য হইতেছে। এই সংক্রমণ পুরুত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না ; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয় ; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে ত সেক্ষেপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর পুরুত আত্মার সহিত ঐক্য সংক্রমণ অসম্ভবও বটে ; কেন না, আত্মা নিজেরই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না ; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে ; অভেদে হয় না]। অতএব ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; এবং তাহার বিশেষ্য ভাবেব প্রতিষেধক ‘তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না’ ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে, ‘প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে’ ইত্যাদি ঐতিহ্যও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয় ; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব